বাংলা একাডেমী

ফোকলোর সংগ্রহমালা

৪৪

লোকসংগীত

বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্ব থেকেই গোটা দেশের বহুবিচিত্র লোকউপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অবকাঠামো নির্মাণে ব্রতী হয়। গত শতকের ষাট দশকের প্রথম থেকে একাডেমী নিয়োজিত ও অনিয়োজিত সংগ্রাহকদের মাধ্যমে ফোকলোর উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। জেলাভিত্তিক এসব সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে গীতিকা, লোকনাটক, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, লোকসংগীত, পুথি, কিস্সা-কাহিনী, লোকগল্প, লোকশিল্পের উপাদান, লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কার, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও সিলেটের মনিপুরী অঞ্চলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসীদের নানা সাংস্কৃতিক উপাদান-উপকরণ। বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংগৃহীত মৌখিক সাহিত্যের বিপুল উপাদান ভাণ্ডারের এক-পঞ্চমাংশ এখনপর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অথচ এ সকল সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অনেক। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ করার লক্ষে নতুন করে সুবিন্যস্ত আকারে সংগৃহীত উপাদানগুলো বহুখণ্ডে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' নামে প্রকাশ করা হলো।

গ্রামবাংলার মানুষেরা তাদের জীবনের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিরহ, প্রেম-ভালোবাসা, মান-অভিমান ইত্যাদি মানবিক অনুভূতিকে যে-সব গানের সুরে-কথায় প্রকাশ করে থাকে তা-ই বাংলাদেশের লোকসংগীত। এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূখণ্ডগত অবস্থানের ভিন্নতা যেমন এখানকার মানুষের কথার ভাষায়, আচার-আচরণে, পোশাক-আশাকে, এমনকি রীতি-নীতিতে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে, তেমনি এতদঞ্চলের লোকসংগীতের কথা-সুরে এবং বৈশিষ্ট্যে পরিলক্ষিত হয়েছে সীমাহীন বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের লোকসংগীতের রয়েছে বহু ধারা-উপধারা। যেমন–বাউল, মুর্শিদি, ভাসান, ভজন, কুশান, গাজীর গান, মানিকপীরের গান ইত্যাদি। এসব গানের ধারা-উপধারাকে কেউ কেউ পালাগান, লোকনাটক এসব পরিচয়েও পরিচিত করে থাকেন। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের লোকসংগীতের বহু ঘরানা বিপন্নতার মুখে এবং কিছু কিছু সংগীতঘরানা মুছে গেছে। মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের লোকসংগীত প্রথাগতভাবে আজো বেঁচে আছে। বাংলা একাডেমী উনিশশ' খ্রিষ্টাব্দের ষাটের দশকে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান তথা লোককথা, উপকথা, লোকবিশ্বাস, প্রবাদ, লোকছড়া, লোকনাটক, কিস্সা, পালা ইত্যাদি সংগ্রহের পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক লোকসংগীত সংগ্রহ করে। ফোকলোর সংগ্রহমালার বর্তমান খণ্ডে বৃহত্তর যশোর, ময়মনসিংহ ও ঢাকা থেকে সংগৃহীত 'মারফতি গান', 'পল্লি-সংগীত', 'মুর্শিদি গান' গ্রন্থভুক্ত করা হলো।

শামসুজ্জামান খান ॥ বিশিষ্ট গবেষক, প্রাবন্ধিক, ফোকলোরবিদ। বাংলা একাডেমীর ফেলো ও প্রাক্তন পরিচালক। প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। ফোকলোরচর্চায় স্বদেশে নিবিড় সমীক্ষণ, বিদেশে প্রশিক্ষণ, সংস্কৃতি-ইতিহাসমনস্কতা এবং জাদুঘর-বিদ্যায় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষিকতা তাঁর সংস্কৃতিচিন্তাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। সাহিত্য সাধনা ও গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ 'একুশে পদক' ও 'বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার'সহ বহু পদক ও সম্মাননা লাভ করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা সত্তরটি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *নানাপ্রসঙ্গ, মাটি থেকে মহীরুহ, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও প্রাসঙ্গিক কথকতা, বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য (১ম ও ২য় খণ্ড), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ, Folklore of Bangladesh (Vol. I & II), ফোকলোর চর্চা, আধুনিক ফোকলোর চিন্তা, কালের ধুলোয় স্বর্ণরেণু, মুক্তবুদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমকাল, নির্বাচিত প্রবন্ধ* ইত্যাদি। পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে তাঁর রচিত অসংখ্য মননশীল প্রবন্ধ। ফোকলোরচর্চায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক গুণী ব্যক্তিত্ব। তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে *Folklore in Context : Essays in Honor of Shamsuzzaman Khan*। এতে অমর্ত্য সেন, নবনীতা দেব সেন, রিচার্ড কেনেডি, হেনরি গ্ল্যাসি, ক্লিনটন বি সিলি এবং দেশ-বিদেশের আরো অনেক পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী ও ফোকলোরবিদেরা লিখেছেন। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক।

শাহিদা খাতুন ॥ প্রাবন্ধিক, ফোকলোর গবেষক। আগ্রহের বিষয় ও গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র বাংলার লোকঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব। আশির দশকে আয়োজিত বাংলা একাডেমীর আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ নেন। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত *বাংলা একাডেমী ফোকলোর আর্কাইভস্ : মৌখিক সাহিত্যের তালিকা ও সূচি* গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজটি নব্বইয়ের দশকে ফোকলোরে আধুনিক তত্ত্ব-পদ্ধতি ব্যবহারকারী গবেষক আবদুল হাফিজের সঙ্গে করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর অনেকগুলো গবেষণাধর্মী নিবন্ধ/প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চৌদ্দটি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন মেয়েলীগীত, লোককাহিনী; লোকউৎসবে ঐতিহ্যচেতনা, একুশের প্রবন্ধ : ফোকলোর, লোকশিল্প এ্যালবাম* (যৌথ), *বাংলা একাডেমী গ্রন্থপঞ্জি* ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে কর্মরত।

সাইমন জাকারিয়া ॥ নাট্যকার, কবি, কথাসাহিত্যিক ও নিষ্ঠাবান ফোকলোর গবেষক। নিজের চেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে তিনি ফিল্ডওয়ার্কে প্রাপ্ত নতুন উপাদানকে উপস্থাপন করছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনারে বাংলাদেশের ফোকলোরচর্চা, নিজের সৃষ্টিশীল নাট্য রচনা ও গবেষণাকর্ম সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশটি। উল্লেখযোগ্য নাট্যগ্রন্থ : *গুরু করি ভূমির নামে, কবি, নাটকসংগ্রহ-১* (৮টি মৌলিক নাটকের সংকলন); গবেষণাগ্রন্থ : *প্রণমহি বঙ্গমাতা* (৪টি খণ্ড), *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক, বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য, বাংলা সাহিত্যের অলিখিত ইতিহাস (যৌথ)*; কাব্যগ্রন্থ : *সদানন্দের সংসারে, আনন্দময়ীর আগমনে, অবগাগবণ*; উপন্যাস : *কে তাহারে চিনতে পারে*। দেশের প্রথম সারির বিভিন্ন নাট্যসংগঠনে এবং বিদেশে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। তাঁর রচিত ও মঞ্চস্থ নাটক : *গুরু করি ভূমির নামে, ন নৈরামণি, বিনোদিনী, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, এ নিউ টেস্টামেন্ট অব রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, ঋতুঅভিযান* ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর সহপরিচালক পদে কর্মরত।

বাংলা একাডেমী

ফোকলোর সংগ্রহমালা-৪৪

বিষয় : লোকসংগীত-১

[বাউল ॥ মুর্শিদি ॥ সারি]

উপদেষ্টা সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

সম্পাদক

শাহিদা খাতুন

সহকারী সম্পাদক

সাইমন জাকারিয়া

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাংলা একাডেমী
ফোকলোর সংগ্রহমালা-৪৪
বিষয় : লোকসংগীত-১
[বাউল॥মুর্শিদি॥সারি]

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৮ / জুন ২০১১

বাএ ৫০৮৯

মুদ্রণ সংখ্যা
৫০০ কপি

পাণ্ডুলিপি
ফোকলোর উপবিভাগ

প্রকাশক
অপরেশ কুমার ব্যানার্জী
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

BANGLA ACADEMY FOLKLORE SANGRAHAMALA, VOLUME-44 : LOKOSANGEET-1 [Compilation of Collected Folksongs : Baul/Murshidi/Sari]. Adviser Editor : Shamsuzzaman Khan, Editor : Shahida Khatun, Assistant Editor : Saymon Zakaria. Published by Aparesh Kumar Banerjee, Director, Research, Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2011. Print : March 2013, Price : Taka 150.00 only.

ISBN 984-07-5108-5

মুখবন্ধ

সাবেক পূর্ববাংলা ও পরবর্তীকালের বাংলাদেশ সমৃদ্ধ লোকজ-সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। এই সংস্কৃতির ভাবসম্পদ ও আঙ্গিকগত বিপুল বৈচিত্র্য এবং মানবিক উপাদানের গভীরতা যে-কোনো সংস্কৃতি-ভাবুক এবং ঐতিহ্য-গবেষককে সহজেই আকৃষ্ট করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—ড. দীনেশচন্দ্র সেন যখন চন্দ্রকুমার দে এবং অন্যান্য সংগ্রাহকদের সংগৃহীত গীতিকাসমূহ ১৯২০-এর দশক থেকে প্রথমে বাংলায় এবং পরে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন, তখন তা বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। রোমাঁরলা, হেন্স মোডে, সিলভা লেভী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত এবং সংস্কৃতি-চিন্তক এই রচনাসমূহের অসাধারণ মানবিয় গুণাবলি এবং নারী চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাধীন চিত্ততার প্রশংসা করে লেখালেখি করেন। ফলে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের সঙ্গে বাংলাদেশের মৌল-সংস্কৃতির (basic culture) একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ ঘটে। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-ভাবুকদের সঙ্গে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকজ-সংস্কৃতির এই পরোক্ষ সংযোগ ১৯৬০-এর দশকে প্রত্যক্ষ সংযোগের স্তরে উত্তীর্ণ হয় চেকপণ্ডিত দুশান জ্যাভিতেলের বাংলা একাডেমীতে এসে ময়মনসিংহ গীতিকার উপর তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কাজের সুবাদে, তখন বাংলাদেশের বাঙালি জাতিসত্তারও উদ্ভবকাল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও চলে শেকড় সন্ধানের মধ্যদিয়ে বাঙালিত্বের নবনির্মাণের প্রয়াস। এই ধারার সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে ভাষা আন্দোলনে তরুণ প্রাণের জীবনদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাঙালির জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই একাডেমী সূচনাপর্ব থেকেন গোটা দেশের বহুবিচিত্র লোকউপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অবকাঠামো নির্মাণে ব্রতী হয়। ষাটের দশকের প্রথম থেকেই একাডেমী সারাদেশ থেকে নিয়োজিত ও অনিয়োজিত সংগ্রাহকদের মাধ্যমে ফোকলোরের উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। জেলাভিত্তিক এসব সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে গীতিকা, লোকনাটক, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, লোকসংগীত, পুথি, কিসসা-কাহিনী, লোকগল্প, লোকশিল্পের উপাদান, লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কার, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও সিলেটের মনিপুরী অঞ্চলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসীদের নানা সাংস্কৃতিক উপাদান-উপকরণ। বিগত শতকের ষাটের দশক থেকে শুরু করে বাংলাদেশ আমলের আশি'র দশক পর্যন্ত এসব উপাদান-উপকরণ জেলাভিত্তিকভাবে

বিন্যস্ত করে প্রায় হাজার খণ্ডে সংরক্ষণ করা হয়। একাডেমীর সংগ্রহে এর বাইরেও অবিন্যস্তভাবে কিছু উপকরণ রয়েছে।

বাংলা একাডেমী সংগৃহীত এসব উপাদান প্রথমে 'লোকসাহিত্য সংকলন' নামে এবং পরে 'ফোকলোর সংকলন' শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। বাংলা ১৩৭০ সন থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রকাশিত সংকলনের একাত্তরটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং তা দেশি-বিদেশি ঐতিহ্যপ্রেমীক, ফোকলোরবিদ, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান গবেষণা-উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে শুধু ফোকলোর চর্চার জন্য নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্যও এই সংকলনসমূহের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। বাংলা একাডেমী কর্তৃক বিগত পাঁচ দশক ধরে সংগৃহীত বিপুল উপাদান ভাণ্ডারের এক-পঞ্চমাংশ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। আমরা মনে করি, সংগৃহীত এসব সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অনেক। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ করার লক্ষে নতুন করে সুবিন্যস্ত আকারে এগুলো প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষে সংগৃহীত উপাদানগুলো বহুখণ্ডে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' নামে প্রকাশ করা হলো। বাংলা একাডেমীতে পুরোনো সাংস্কৃতিক উপাদান সংরক্ষণের উপযুক্ত আর্কাইভস্ না থাকায় উপরন্তু বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় সংগৃহীত বিপুল উপাদান বিনষ্ট হওয়ার মুখে পড়ায় সম্প্রতি কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে এগুলো সংরক্ষণ ও প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। খণ্ডাকারে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' প্রকাশিত হলে মূল উপাদানসমূহ গবেষণা কাজে নিয়মিত ব্যবহার না করে নতুন প্রকাশিত উপাদানগুলোই সাধারণ অনুরাগী এবং গবেষকেরা ব্যবহার করতে পারবেন। মূল উপাদান বাংলা একাডেমীর প্রস্তাবিত আর্কাইভসে্ সংরক্ষণ করা হবে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলা একাডেমী আয়োজিত আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালায় ফিনল্যান্ডের প্রখ্যাত ফোকলোর পণ্ডিত লাউরি হংকো বাংলা একাডেমীর ফোকলোর উপাদান-ভাণ্ডার এভাবেই সংরক্ষণের পরামর্শ দেন। ফোকলোর ভাষারীতি, বর্ণনাভঙ্গি এবং উপস্থাপনারীতিতে আঞ্চলিক হলেও ব্যাখ্যা-বিশেষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তত্ত্বপদ্ধতির অন্তর্গত। তবে তত্ত্ব প্রয়োগের বেলায় কোনো দেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসূচক (culture specific elements) উপাদানের ক্ষেত্রে দেশীয় গবেষণাতাত্ত্বিক স্বকীয় মডেল উদ্ভাবন করে তাত্ত্বিকভাবে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা আশা করি 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' সিরিজ প্রকাশের এই উদ্যোগ আমাদের মূল্যবান ঐতিহ্যিক-সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি সংশিষ্ট সকলের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

সূচিপত্র

ভূমিকা		[তেরো-চৌদ্দ]
মারফতি গান		১-১২৫
১.	এত সকাল বেলা চিকন কালা	৩
২.	খুশি কাছে দুখী হলে রে	৩
৩.	মন আগুনে জ্বলে মলাম	৪
৪.	ভাবছ কিরে গো শালিখে	৫
৫.	তুই বিটি কি এমন মুনা ফাটা	৫
৬.	বলি ও বিন্দে সখি	৬
৭.	তোমা বিনে ত্রিভুবনে	৬
৮.	তুই রে বড় দয়াময়	৭
৯.	ভাব মন তাহারে হৃদয় মাঝারে	৮
১০.	লয়ে তব নাম ওহে গুণ ধাম	৮
১১.	দয়াল আমার বাড়ি কোন দেশে	৯
১২.	আমার মনে হয় অসুরের বুদ্ধি	৯
১৩.	গুরুতত্ত্ব ঠিক হল না	১০
১৪.	পাগলা-পাগলি তোমার	১০
১৫.	সাধন করি কেমনে	১১
১৬.	ও যার জন্যে আমি পাগল হলাম	১১
১৭.	তব শ্রীচরণে গুরু করি নিবেদন	১২
১৮.	শুনতে পাই নিত্য মানুষ	১২
১৯.	গুরু পদে নিষ্ঠামতি হয় কিসেতে	১৩
২০.	কেন ভালবাসা শিখাইলি রাই	১৩
২১.	কি কব মেয়ের গুণ	১৪
২২.	গুরু নিদয়া হইও না	১৫
২৩.	তোমায় বলি ও গুরুধন	১৫
২৪.	দেহের আট কুঠুরী নয় দরজা	১৬
২৫.	আমি এই জন্যে কি তোমার পদে	১৬
২৬.	এ সয়সার হয় সৃষ্টি কোন দিনে	১৭
২৭.	মান করে রইলি রাধে	১৭
২৮.	কোন মানুষের আছে অষ্টচরণ	১৭
২৯.	গুরু তোমায় চিনা ভার	১৮
৩০.	দয়াল নিতাই চান্দ হয়েছে আমার	১৯
৩১.	গুরু রত্নধন যত্ন করলাম না	১৯
৩২.	গুরু পদে প্রেম ভক্তি	২০
৩৩.	জ্যান্ত মরণ মরব কেমনে	২০
৩৪.	আমার গুরু বাক্য সত্য বটে	২১
৩৫.	গৌরহরি তোমা বিনে	২১
৩৬.	বল কোন ভাবেতে	২২
৩৭.	বসে কোন সাধনে পাব তারে	২২
৩৮.	ঠেকে দায় প্রেম জানতে চায় সবাই	২৩
৩৯.	আপন আপন কর না রে মন	২৪

৪০. পি-রি-তি এই তিন অক্ষরের ২৪
৪১. দাও গো আমায় খালাস করে ২৫
৪২. তুমি ভেবেছ মন বিনা সাধনে ২৫
৪৩. এমন গোল আলুর তুলনা ২৬
৪৪. কোন কলমাতে হাওয়ার সাথে ২৬
৪৫. লালিশ বন্দী হলাম তোর হুজুরে ২৭
৪৬. প্রেম নামতা কে জানে ২৮
৪৭. তুই পার ঘাটাতে করিসনে আর ২৮
৪৮. যেতে সুরাগের পথে তে মাথাতে ২৯
৪৯. তুই বল রে স্বরূপ বল কিরূপ ২৯
৫০. আমায় কি করিতে ৩০
৫১. তোমা বই আর কার কাছে দাঁড়াব ৩১
৫২. সহজ হব বলে ৩১
৫৩. মনের কথা মনে জানে ৩২
৫৪. নামাজ কি পড়ব ৩৩
৫৫. কি দিয়ে ভজিব গুরুজীরে ৩৩
৫৬. সব সময়ে দেখব গুরু ৩৪
৫৭. যখন ছিল দীপ্তকার ৩৫
৫৮. ভক্তি অধীন আমি রই চিরদিন ৩৫
৫৯. দীনের নবিজি এসে আরব শহরে ৩৬
৬০. মহাভাবের মানুষ হয় যেজনা ৩৭
৬১. গুরু নাম যার হৃদয় গাঁথা ৩৭
৬২. ঐ হাটে কানার আমদানি ৩৮
৬৩. যে যায় সে যাক রূপ সাগরে ৩৯
৬৪. অবোধ মন রে পিরের তাজিম ৩৯
৬৫. আসল জান রে নবিজির বেনা ৪০
৬৬. নবিকে চেনা হল ভার ৪১
৬৭. নবির কলমা পড়বে মনের মতন ৪২
৬৮. নবি দীনের রাসুল ৪২
৬৯. ফুলের ফুল হয় নাম রসুল ৪৩
৭০. আমার এই দেহতত্ত্ব বল অর্থ ৪৩
৭১. রব্বানার কি কারখানা ৪৪
৭২. আউয়ালে মুহাম্মদ রাসুল ৪৫
৭৩. আদার ব্যাপারী মিছে করিসনে ৪৫
৭৪. সুগড় স্বর্ণকার ৪৬
৭৫. রাই জান না কি তাই মেনে ৪৭
৭৬. রূপ দেখে যদি ভালবাস সখা ৪৭
৭৭. সাধু সঙ্গ করলে মানুষ প্রতি হয় ৪৮
৭৮. ভেবে দেখ মনু রয় ৪৮
৭৯. সাধু গুরু বৈষ্ণব জনার ৪৮
৮০. দ্বিদলেতে আছে মহাজন ৪৯
৮১. প্রেমময়ী কেন ঐ রূপ হেরি ৫০
৮২. এত দিনে আইন পড়ে ৫১
৮৩. ব্রজ হতে এসেছে চোর ৫২
৮৪. আগে গুরু বাক্য সত্য জানরে ৫২
৮৫. মানুষ রতন যতন কর ৫৩

৮৬. যদি করবি গুরুর রূপ সাধন ৫৪
৮৭. মানুষ ভজন অতি সোজা ৫৪
৮৮. আছে মূল মানুষ যে ঘরে ৫৫
৮৯. এই মানব দেহের বলি কথা ৫৬
৯০. আগে গুরু তত্ত্বের অন্বেষণ ৫৬
৯১. ও ভাই ভাব শূন্য দেহেতে ৫৭
৯২. গুরুর কৃপা না হইলে ৫৭
৯৩. আগে গুরু বাক্য সার কর অন্তরে ৫৮
৯৪. আপ্ত তত্ত্ব না জনিলে ৫৯
৯৫. ধরতে পারবিনে পাগলের বুলি ৬০
৯৬. দীনবন্ধুর কি কারখানা ৬০
৯৭. কৃষ্ণ প্রেম রত্ন সরোবরে ৬১
৯৮. রে মন ধরবি যদি তারে ৬২
৯৯. মানুষের কথা আর বলিব কারে ৬২
১০০. দিল দরিয়ার মাঝে কত ৬৩
১০১. পড় মন হরি নামের অলঙ্কার ৬৩
১০২. ও হারে খোঁজ মানুষ ৬৫
১০৩. স্বরূপ রূপে মজেছে যেজন ৬৫
১০৪. কি বলে মন ভবে আলি ৬৬
১০৫. গুরু বলতে দিন ফুরলি ৬৭
১০৬. আমি জানিনে সেই গুরু কেমন ৬৭
১০৭. নবির ভেদ বুঝিতে পারি নাই ৬৮
১০৮. শাস্ত্র বেদে শুনি তুমি ৬৮
১০৯. মনে প্রাণে প্রেম করিলে ৬৯
১১০. নবির কালাম পড়লিনে একদিনে ৬৯
১১১. ও ভাই দনিয়ায় শরিয়ত সৃষ্টি ৭০
১১২. আমার আল্লা খুশি ৭০
১১৩. কালো মানিক ঢাকা আছে ৭১
১১৪. কর্ম ভক্তি কর্ম জ্ঞান ৭২
১১৫. শরিয়ত উৎপত্তি কোথায় ৭৩
১১৬. গুরু গুরু বলে ডাকি ৭৩
১১৭. বলে কোন নাম ধরে ডাকলে ৭৪
১১৮. শোন গো দাদা তোমার ৭৫
১১৯. আমার বাঞ্ছা কল্পতরু নাম ৭৬
১২০. আমি যে করেছিলাম ৭৬
১২১. এবার বড় সাধ ছিল মনে ৭৭
১২২. অহঙ্কারে মন হারালি সে ধন ৭৮
১২৩. যদি হতে পার কানা ৭৮
১২৪. হীরেমন জহরা কোটি রয় ৭৯
১২৫. সেই প্রেমের বাড়ি কোন শহরে ৮০
১২৬. যারা নিষ্ঠা প্রেম সেধেছে ৮০
১২৭. আমার দেহ জমির পর্চা ৮১
১২৮. কয় চিজেতে বল এই ৮১
১২৯. আগে মন মানুষের সঙ্গ কর ৮২
১৩০. ধিক ধিক শতাধিক কালামুখী ৮৩
১৩১. কালামুখীর কথা শুনে ৮৪

১৩২. আমি বৃন্দে ভিন্ন কি তোদের ৮৪
১৩৩. বৃন্দে তোমার পায়ে ধরি ৮৫
১৩৪. ওজুদে আত্মা আছে কনে ৮৫
১৩৫. ওজুদে আত্মা দশম দলে ৮৬
১৩৬. কার কাছে ভয় দেখাও মিছামিছি ৮৭
১৩৭. গুরুর চরণ সাধন বার ৮৭
১৩৮. মন আমার বিচার নাই তোর ৮৮
১৩৯. তোমায় জানব রে এবার ৮৮
১৪০. যদি করতে চাও হরি সাধনা ৯০
১৪১. আমি যে অভাবে কাঙ্গাল হলাম ৯২
১৪২. গুরু তত্ত্ব জানরে মনা ৯২
১৪৩. রং মহলের কুঞ্জি খুলে ৯৩
১৪৪. সাঁইজির মর্ত্য মানুষ বিনে ৯৪
১৪৫. কথা একবার শুনিলে লাগে ভয় ৯৫
১৪৬. এই ভবে মায়ার খেলা ৯৫
১৪৭. জগত জোড়া গাড় গড়েছে ৯৬
১৪৮. মিছে কেন গৌর বলিস ৯৭
১৪৯. সংসারে তুই খাটিস কেন বল ৯৮
১৫০. পড় রে মন তোতা পাখি ৯৮
১৫১. কে বলে রে রিপু ছয়জন ৯৯
১৫২. সাঁইজির লীলা যাই বলে ১০০
১৫৩. শুন রে মুছুল্লি তুমি শুন ১০১
১৫৪. ফকির তুমি চাটনি কইরো না ১০২
১৫৫. খুঁজলে মানুষ বইসা পাতি ঘরে ১০৪
১৫৬. আগে যদি জানতাম আমি ১০৫
১৫৭. দুঃখ বিনে সুখ দেও নাই যারে ১০৬
১৫৮. জ্যান্ত মাকে না চিনিয়া ১০৬
১৫৯. পরান কান্দে বন্ধুর লাগিয়া ১০৭
১৬০. কেন তারে মন রে দিলাম ১০৮
১৬২. আমি মরি প্রাণ সইবে ১০৮
১৬৩. বাবা আজাহার ১০৯
১৬৪. যাবি যদি সাত সাগরের পাড় ১১০
১৬৫. গাও গাও গাওরে মাঝি ১১০
১৬৬. জনম নিল মদিনায় নবি ১১১
১৬৭. দেখে আইলাম সোনার কন্যা ১১১
১৬৮. এক কথার আর ভেদ পাইলাম না ১১২
১৬৯. এই ভবে দরদি নাই রে ১১৩
১৭০. কে আছে মোর এমন বান্ধব রে ১১৩
১৭১. অনেকদিন হইল রে বন্ধু ১১৪
১৭২. পর কি কখন হয় রে আপন ১১৪
১৭৩. দাপের কতই দাগ লাগাইলি ১১৫
১৭৪. দিন তো আমার ফুরায় ১১৬
১৭৫. জনম ভইরা ডাকলাম তোমারে ১১৬
১৭৬. কোথায় আছোও দয়াল চান ১১৭
১৭৭. তুমি তো আল্লাহ্ গনি ১১৮
১৭৮. সখী রে দেইখা আইলাম ১১৮

১৭৯. রূপ সাগরে ডুবলে পাবি	১১৯
১৮০. আপন ঘরে বিরাজ করে	১২০
১৮২. রূপ সাগরে ডুবলে পাবি তারে	১২০
১৮৩. তরির অপরূপ গঠন হেকমতে	১২১
১৮৪. ভেজ দরুদ সালাম নবি মোস্তফায়	১২১
১৮৫. ও বিদেশী বন্ধু	১২২
১৮৬. আমি হারাইয়াছি প্রাণবন্ধু রে	১২৩
১৮৭. ঘুঘু ডাকে ঘু ঘু	১২৩
১৮৮. বাকুম বুকুম কইতোর ডাকে	১২৪
১৮৯. কোন গুণে তোমার রাঙ্গা চরণ	১২৫

পল্লি-সংগীত	১২৭-১৬৩
১. মন মুছল্লি নামাজ পড়	১২৯
২. বিলায়েতের ভেদ জানিয়ে	১২৯
৩. ঢেকুশ কুশ নামাজ ভাই	১৩০
৪. কালেবে যত খোদা	১৩০
৫. আমি বলি দশের কাছেরে	১৩১
৬. এই অজুদে আছে কব্বর সারা	১৩২
৭. কৈ মা জননী কৈ শচীরাণি	১৩২
৮. নিবেদন খাদেম করে	১৩৩
৯. দোস্ত চিনে দুস্তি কর দুনিয়ায়	১৩৪
১০. কামিনী কাল নাগিনী	১৩৫
১১. গুরু নিষ্ঠা নামে রুচি হল কই	১৩৬
১২. শুদ্ধ আগম পায় যে জনা	১৩৭
১৩. বেলা হল গোষ্ঠে চল ভাই	১৩৮
১৪. বলাই দাদার দয়া নাই প্রাণে	১৩৮
১৫. শোন গো মা নন্দরানি	১৩৯
১৬. বলরাম ভনে	১৩৯
১৭. গোষ্ঠে যারে বলাই তোরা	১৪০
১৮. গোষ্টে চল রে ও নীলমণি	১৪১
১৯. আর যাবে না গোপাল বনে	১৪১
২০. গোষ্ঠে বিদায় দিব না গোপালে	১৪২
২১. ধররে বলাই আজ তোরে	১৪২
২২. ওমা আমায় দে গো বিদায়	১৪৩
২৩. গোষ্ঠে গমন করেন শ্রীহরি	১৪৪
২৪. ভাই জীবন কানাই	১৪৪
২৫. দেখিস সুবোল	১৪৫
২৬. মা যশোদা বলে	১৪৬
২৭. দেহে কাম থাকিতে সময়েতে	১৪৬
২৮. ঐ আড়োল ব্যাকায় পানি বান্ধে	১৪৭
২৯. জানবি যদি সেই ঘটনা	১৪৮
৩০. খোদার ভেদ বুঝতে পারলাম না	১৪৯
৩১. এই দেহেতে আছে মানুষ	১৪৯
৩২. গুরুর নামটি হৃদয়েতে রাখি	১৫০
৩৩. কোন্ কব্বরে আছে পাঁচটি মরা	১৫১
৩৪. এই অজুদে আছে কবর সারা	১৫২

৩৫. মানুষের কথা বলিব কারে ১৫২
৩৬. আজ তোমা রে জিজ্ঞাসি ১৫৩
৩৭. মুর্শিদ ধরে ন্যাও জানে ১৫৩
৩৮. ত্বরায় নামাজ কায়েম কর ১৫৪
৩৯. আমার বারিতালা ভেসেছিল ১৫৫
৪০. বাড়ি আরাফাত ময়দানে ১৫৫
৪১. মিয়ারাজ আল্লার সনে ১৫৬
৪২. কি করি কোথা গেলে পাব ১৫৬
৪৩. আমি তো ভক্তের অধীনে ১৫৭
৪৪. বলিব ধর্ম রাজসভায় ১৫৮
৪৫. প্রেমতো সামান্য নয়রে ১৫৯
৪৬. নবির ভেদ বুঝিতে পারি নাই ১৬০
৪৭. আমি দেখলাম চেয়ে গাছের গায় ১৬০
৪৮. দেখরে ভাই মানুষ লীলা ১৬১
৪৯. সুগড় স্বর্ণকার ১৬২
৫০. কোন্ মানুষের আছে অষ্টচরণ ১৬৩

মুর্শিদি গান ১৬৫-১৮৩
১. আন্দরের খবর না জানিয়ে ১৬৭
২. কে যাইবে বিন্দাবিনে গো ১৬৭
৩. বন্ধু তোমায় ডাকি কাতরে ১৬৮
৪. জীবনের ধন হারাইয়া ১৬৯
৫. ভাব করিয়া দেখ অন্তরাতে ১৬৯
৬. কালিমা জপ রে ভাই ১৭০
৭. আমি নিচ্ছই না জানি গো ১৭১
৮. কি হইল কি হইল গো ১৭২
৯. আছে গুরু মহাজন ১৭৩
১০. হায় রে মুর্শিদের চরণ বিনে ১৭৪
১১. মুর্শিদ বলে মন রে আমার ১৭৪
১২. হায় রে কাঙ্গালের বন্ধু ১৭৫
১৩. ও মুর্শিদ ও তোমার স্বরূপ বিনে ১৭৫
১৪. ডুব দিলে না পাক দরিয়ায় রে ১৭৬
১৫. ভবে আর নাই রে ধন ১৭৭
১৬. তরা ধর রে অধর ১৭৮
১৭. ভাব কইরে দেখ মনের মানুষ ১৭৮
১৮. আপনার রঙ দেখরে ১৭৯
১৯. ওরে আনোয়ার নূরে খেলা করে ১৮০
২০. ও মনা ভাই ১৮১
২১. পরশমণির সঙ্গগুণে ১৮২

পরিশিষ্ট : সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য ১৮৪

ভূমিকা

গ্রামবাংলার মানুষেরা তাদের জীবনের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিরহ, প্রেম-ভালোবাসা, মান-অভিমান ইত্যাদি মানবিক অনুভূতিকে যে সব গানের সুরে-কথায় প্রকাশ করে থাকে তা-ই বাংলাদেশের লোকসংগীত। এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূখণ্ডগত অবস্থানের ভিন্নতা যেমন এখানকার মানুষের কথার ভাষায়, আচার-আচরণে, পোশাক-আশাকে, এমনকি রীতি-নীতিতে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে, তেমনি এতদঞ্চলের লোকসংগীতের কথা-সুরে এবং বৈশিষ্ট্যে পরিলক্ষিত হয়েছে সীমাহীন বৈচিত্র্য।

হাওড় অঞ্চলের মানুষের জলময় জীবন আর কর্ম-ব্যাকুলতার মাঝে প্রাণের মানুষের সঙ্গে মিলনের যে আকূল আকাঙ্ক্ষা ওই অঞ্চলের সারল্যময় কথা-সুরে, তাতেই সিদ্ধ হয়ে জন্ম নিয়েছে ভাটিয়ালি গান। এ গানের উর্বর এলাকা বৃহত্তর ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

বাংলাদেশের লোকসংগীতের মধ্যে ভাটিয়ালি গানের পাশাপাশি উচ্চারিত আরেকটি সংগীতধারার নাম ভাওয়াইয়া। ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া গানপ্রসঙ্গ পাশাপাশি উচ্চারিত হয়ে থাকলেও এ দুটি সংগীত ঘরানার বিস্তর পার্থক্য শুধু এলাকাগত নয়, সুর-কথা উভয়ক্ষেত্রেই ভাওয়াইয়া গান ভাটিয়ালি থেকে যোজন যোজন দূরে। যেমন— ভাওয়াইয়া গানের এলাকা রংপুর-দিনাজপুর শুষ্ক ও অপেক্ষাকৃত উঁচু আর ভাটিয়ালি এলাকা বৃহত্তর ময়মনসিংহ-সুনামগঞ্জের জলময় এলাকা। সুরের ক্ষেত্রে ভাওয়াইয়া গলার কাঁপুনিকে মেনে নিয়ে চলে আর ভাটিয়ালি হাওড়ের বদ্ধজলের শান্ত ঢেউকে অনুসরণ করে চলে; অপরদিকে গানের কথায় ভাটিয়ালি গানে যেখানে নৌকা, বাদাম, ঢেউ, পানি, মাঝি ইত্যাদি প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসে; সেখানে ভাওয়াইয়া গানের কথায় মইষাল, গাড়িয়াল ইত্যাদি অনুষঙ্গ খুঁজে ফিরে।

এবার সারি গানের কথা। বাংলাদেশে সাধারণত তালযুক্ত গানকে সারিগান বলে। এই গান আসলে গোষ্ঠীসংগীত এবং কোনো না কোনো শারীরিক শ্রম কিংবা তালযুক্ত নৃত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। সেই অর্থে সারিগান বাংলাদেশের সক্রিয় সংগীতধারা। ভাটিয়ালি গানের গতি যেখানে শিথিল এবং তার মধ্যে তেমন কোনো শারীরিক ক্রিয়াও চোখে পড়ে না, সেখানে সারিগানের সুরের চলন অত্যন্ত দ্রুত তালের। নৌকাবাইচের সময় বৈঠাধারী মাঝিরা নৌকার ধার বৈঠার আঘাতে তাল রেখে একসঙ্গে এ গান গায়। এজন্য অনেকে নৌকাবাইচকে সারিগানের শ্রেষ্ঠ নির্দশন বলে থাকেন। ভাটিয়ালি গান যেখানে মাঝির একক সংগীত সারিগান সেখানে সমবেত সংগীত। বাংলাদেশের গ্রামপর্যায়ের সংগীতের মধ্যে সারিগানের মতো ধামাইল গানও আনুষ্ঠানিক লোকসংগীত। এই গান মূলত বিবাহ সংগীত। ধামাইল রচয়িতাদের মধ্যে প্রধানতম হচ্ছেন রাধারমন। সাধারণত বিবাহের কন্যাকে বধূ সাজিয়ে পাড়াপ্রতিবেশী নারীরা নেচে নেচে যে গান গেয়ে থাকে তাকে ধামাইল গান বলে। ধামাইল গান পরিবেশনার সময়ে বধূকে কেন্দ্রে রেখে নারীরা বৃত্তাকারে হাতে তালি দিয়ে দিয়ে নেচে থাকে। এই গানের মাঝে বধূকে গোসল করানোর জন্য পঞ্চসখি পিতলের কলসি কাঁখে জল আনতে যায়। তারা জল এনে বধূর চারপাশে রেখে ধামাইল গান গাইতে থাকে। এরপর বধূর মাথায় ধান-দূর্বা দিয়ে আর্শিবাদ করে গোসল দিয়ে ধামাইল গানের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। একটি ধামাইল গানের উদাহরণ দেওয়া যাক— 'তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ, আমার প্রাণনাথ আসিবে গো। এগো মনোরঙ্গে সাজাও কুঞ্জ সব সখিগণ মেইল্যা...॥' রাধা-কৃষ্ণের লীলার প্রসঙ্গই ধামাইল গানের প্রধান আশ্রয়। ধামাইল গানের ঐতিহ্যবাহী এলাকা হচ্ছে- মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।

মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশের লোকসংগীতের মধ্যে জারিগানের রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। কারবালা প্রান্তরে হজরত এমাম হোসেন ও তাঁর পরিবারের সবাই শহীদ হন। কারবালার ঘটনা, হানিফার কাহিনি, জয়নাল আবেদীন, এজিদের কাহিনি ইত্যাদি নিয়ে জারিগান গাওয়া হয়। বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলা জারিগানের প্রধানতম এলাকা হলেও এই জেলার বাইরে বিশেষত কিশোরগঞ্জ জেলা জারিগানের জন্য প্রসিদ্ধ। এছাড়া, সাতক্ষীরা, যশোর, নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ ইত্যাদি জেলাতেও জারিগানের প্রচলন আছে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে এক হৃদয়গ্রাহী সংগীতধারার নাম বিচ্ছেদী। এ গানের নামের সঙ্গে নড়াইলের কবিয়াল বিজয় সরকারের নামটিই অধিক জড়িত। বলা হয়ে থাকে বিচ্ছেদী সংগীত ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ বিজয় সরকার। বিচ্ছেদের সুরে ও কথায় সাধারণত বিরহের যন্ত্রণা থেকে মিলনের আকুতিই প্রকাশ পায়। এ মিলনের আকুতি মানবিক হলেও কখনো কখনো তা ঐশ্বরিক মিলন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাঁধা থাকে। বাংলাদেশের অপরাপর লোকসংগীতের চেয়ে বিচ্ছেদের মানবিক আবেদন বেশি থাকে বলে এই গানের জনপ্রিয়তাও বেশি। একটি বিচ্ছেদী গানের উদাহরণ– 'অজানা কোনো নদীর স্রোতে আমি হারাইয়াছি সাথী রে। মালা কার লাগিয়া গাঁথি রে, মালা কার লাগিয়া গাঁথি...॥' অন্যদিকে বিজয় সরকার গেয়েছেন—'আর কি ফিরে পাবো তারে। যারে হারাইয়াছি আমি, সে কি আবার আসবে ফিরে...॥'

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের লোকসংগীতের রয়েছে বহু ধারা, উপধারা। যেমন—বাউল, মুর্শিদি, ভাসান, ভজন, কুশান, গাজীর গান, মানিকপীরের গান ইত্যাদি। এসব গানের ধারা, উপধারাকে কেউ কেউ পালাগান, লোকনাটক এসব পরিচয়েও পরিচিত করে থাকেন। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের সংগীত ঘরানা হিসেবে এসব ঘরানা বিপন্নতার মুখে এবং কিছু কিছু সংগীত ঘরানা মুছে গেছে। মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের লোকসংগীত প্রথাগতভাবে আজো বেঁচে আছে।

বাংলা একাডেমী উনিশ শ' খ্রিষ্টাব্দের ষাটের দশকে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান তথা লোককথা, উপকথা, লোকবিশ্বাস, প্রবাদ, লোকছড়া, লোকনাটক, কিস্সা, পালা ইত্যাদি সংগ্রহের পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক লোকসংগীত সংগ্রহ করে। ফোকলোর সংগ্রহমালার বর্তমান খণ্ডে বৃহত্তর যশোর, ময়মনসিংহ ও ঢাকা থেকে সংগৃহীত 'মারফতি গান', 'পল্লি-সংগীত', 'মুর্শিদি গান' অন্তর্ভুক্ত হলো।

সংকলনভুক্ত উপাদানের বহু জায়গায় আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি উর্দু, ইংরেজি, ফার্সি, সংস্কৃত, আদিবাসী ইত্যাদি ভাষার শব্দ, এমনকি বাক্যও ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি—একই বাক্য, পদ, পদবাচ্য, চরিত্রের নাম ইত্যাদি অঞ্চলবিশেষে সংগ্রাহকগণ বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিছুক্ষেত্রে আমরা তার মধ্যে একটি সমতা নির্মাণের চেষ্টা করেছি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার বিশেষত্ব রক্ষার্থে সংগ্রাহক প্রদত্ত বানানরীতি, বাক্যের কাঠামো, বাক্যের গঠন, শব্দচয়ন ইত্যাদি অবিকৃত রাখা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪
২. দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪
৩. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪
৪. সাইমন জাকারিয়া, *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, তৃতীয় পর্ব, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯

বাংলাদেশ

জেলার অবস্থান

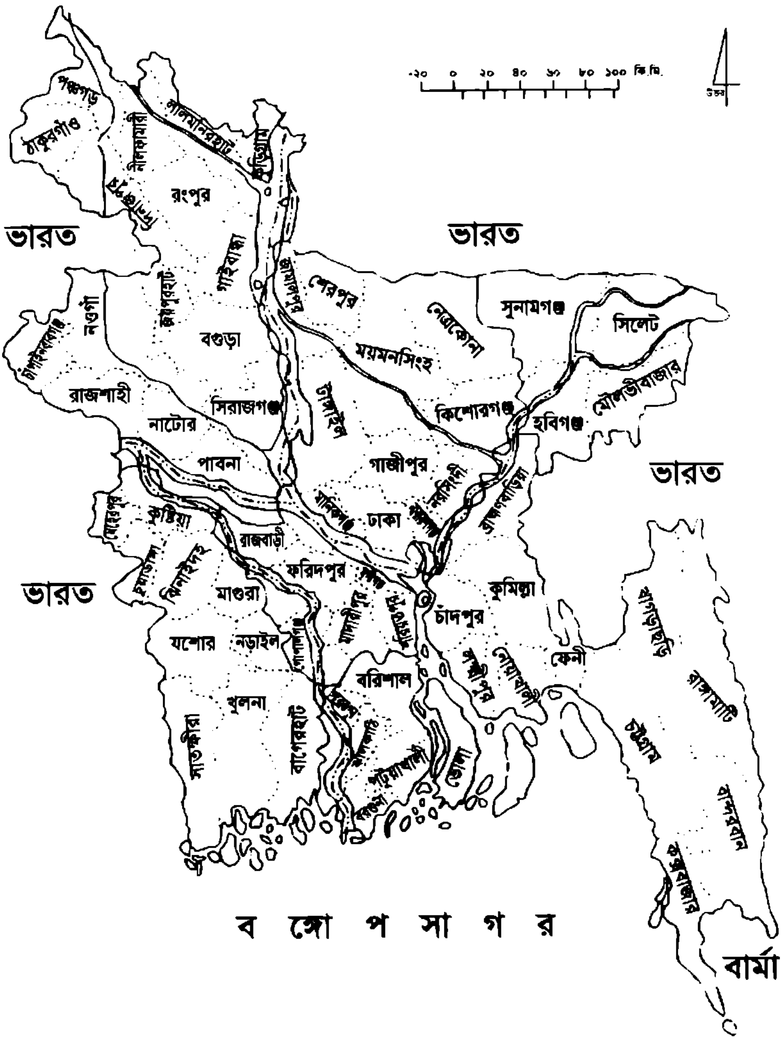

বাংলাদেশ

লোকসংগীত সংগ্রহ এলাকা

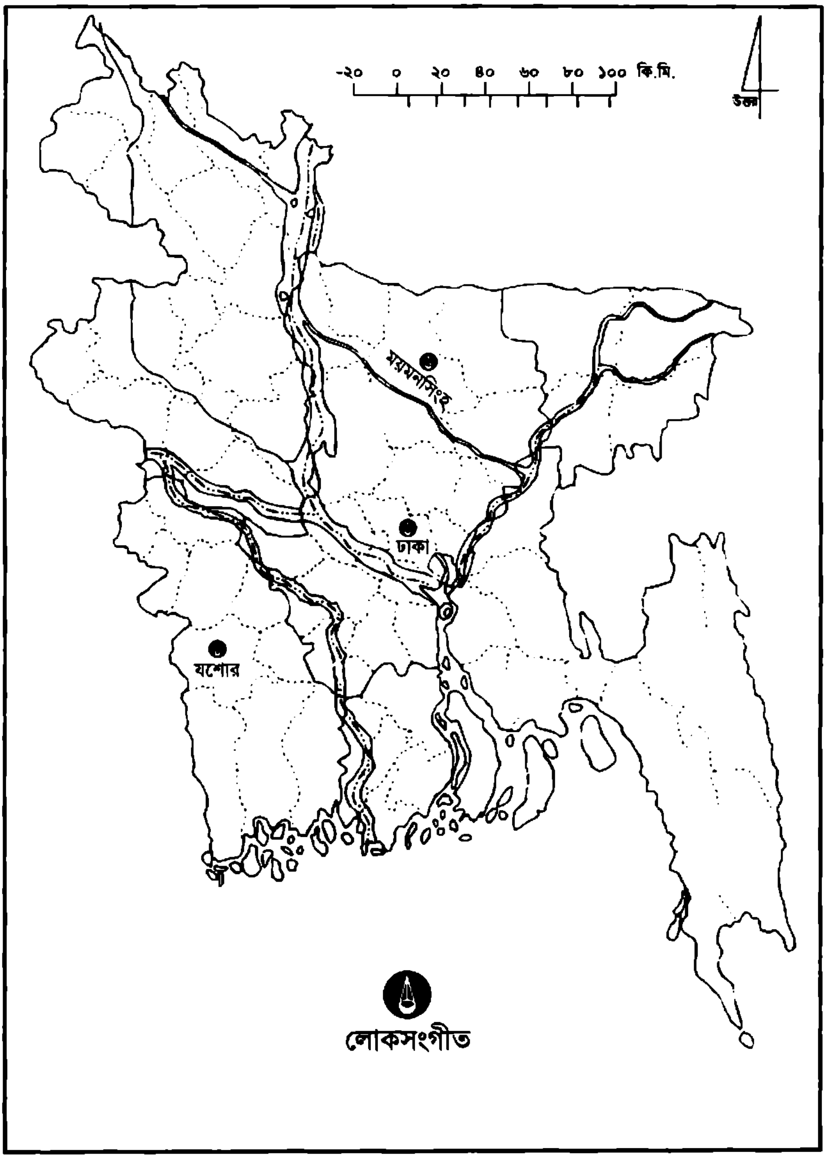

মানচিত্র-২

মারফতি গান

মারফতি গান

১

এত সকাল বেলা চিকন কালা
কি মনে করে
এলে রাধার দ্বারে॥

পোহায়ে গেছে নিশি
শ্যাম তুমি হয়েছ দোষী
বাজায়োনা ভুঁয়ো বাঁশি
কিশোরী বসে আছে মান ভরে॥

বসন ভূষণ ওহে তোমার কারণ
উপকরণ করে॥
হাওয়া জল সুগন্ধ আদি
গেঁথে হায় কোমলিনী
সে আশা নৈরাশ হলো
ধনী এখন ডুবেছে
মান সাগরে॥

তুমি আমায় দিলে ভাই
আসল সব গান সভাই (২)
রাইকে লয়ে মন আনন্দে
বাসর ঘর সাজাই॥

২

খুশি কাছে দুষী হলে রে
ও রাই কিশোরীর কাছে
এতে কি প্রাণ বাঁচে?

পুরুষের কতই জ্বালা
খাটুনি রোজ দো-বেলা
তোরা কি জানিস অ-বুলা
পাকা তাল যা দিয়েছিলাম তালগাছে॥

সত্যি সত্যি কথা কই
আমি কারো কিনা নই

ভক্তিভাবে যে জন ডাকে
আমি তারি হই।
বাঁশিতে বলে রাধা
রাধা নাম সদা সর্বদা
রাই প্রেমে প্রাণ বিকিয়েছে॥

বোকা মেয়ে মানুষে
মরে সে আপনার দোষে
পুরুষ পরশ কি পারে
মান করে বসে।
কালা শোন মণি
সেথা দেখ ধনি
বুকের পরে
জেন আব্দুলের প্রাণ আছে॥

৩
মন আগুনে জ্বলে মলাম
রে সুবল সখা
ব্রজের কিশোরী কি ছিল রাধা
রে সুবল সখা॥

রাধে আমার প্রেমের গুরু
আমি কিষ্ট (কৃষ্ণ) নটবর
দাসখতে নাম লেখে দিলাম
এ জনমের মত রে সুবল সখা॥

আমি মলে না পুড়াইও
যমুনাতে না ভাসাইও
বেন্ধে রেখ
তমালেরি ডালে রে
সুবল সখা॥

সকল অঙ্গ খেয়ো রে কাক
রেখ না কো বাকি
রাধার জন্যে রেখ শুধু
ও প্রেমের দুটি আঁখি রে
সুবল সখা॥

৪

ভাবছ কিরে গো শালিখে
মান্দার গাছে বসে
তোর ফলে দেখি শুধু তুলা
ঠোকা দিয়ে শেষে॥

কাল পেঁচা আর হুতোম তুমো
বসে রইয়েছে
তোরা দেখে যা এসে
মরি হায়
ও তোর গোঁপ ফোলালি
ভেস্তে দিব
পেলে অধীন দেশে॥

হাড়গিলে আর মদনটাক
লম্বা লম্বা ঠোঁট
দেখি এ বড় সংকট
মরি হায়
ও তোর মাথায় ঘিলু ঠুকায়ে খাবে
ফিঙ্গে রাজা এসে॥

কানাকুয়োয় লেজ ফুলালি
একি প্রাণে সয়
আমি ঠেকলাম বিষম দায়
মরি হায়
তাই দীনু বলে মারব এবার
কুজি বকটা পেলে॥

৫

তুই বিটি কি এমন মুনা ফাটা
হাটে যাইয়ে কিনিস ডাঁটা
বাড়ি আসে খাস ওলের খাটা॥

মুলোর ভুঁয়ে ফেলে ছোটা
বুঝা বান্দিস মোটা মোটা
তুই তো বেটা এমনি ঠেঁটা
হাটে যাইয়ে বাধাস বিষম ল্যাঠা॥

হয়েছ রসিক ব্যাপারি
গোবর্ধনকে মাথায় করি

মোণ্ডা বসাও সারি সারি
মোণ্ডা নয় সে শুধু নরের ভাঁটা॥

কিবা শোভা সাধু চন্দন
হয় বনের কাষ্টে
তুই কি এমন মুনা খেটে
তমেজ বলে তোর কপালে ঝাঁটা॥

৬
বলি ও বিন্দে সখি
শ্যাম দেখাও আমায়
সখি তোরাই তো আমায়
কুলের বাহির করলি লো সখি
শ্যাম দেখাও আমায়॥

আমি একদিন শ্যামের বামে বসে
কৃষ্ণরূপ হেরিলাম এই চিত্তপটেতে
লো সখি
আমি সেই অবধি হইলাম পাগলিনী
লো সখি
শ্যাম দেখাও আমায়॥

আমি মরি যদি শ্যামের আগে
আমায় পুড়ায়োনা ব্রহ্মানলে
লো সখি
আমায় বেন্ধে রেখ তমালের ডালে
লো সখি
শ্যাম দেখাও আমায়॥

তোর হাত দিয়ে দেখ না মোর বুকে
আমার চিত্ত আছে কোন সুখে
লো সখি
যেমন রাবণেরি চিতার মত জ্বলে
লো সখি
শ্যাম দেখাও আমায়॥

৭
তোমা বিনে ত্রিভুবনে
কে আছে আমার

তুমি অধম তারন পতিত পাবন
নিজ গুণে যা কর এবার॥

আমি শুনেছি এই দেহ মন প্রাণ
কি করিবে জাত কুল মান
তুমি বিপদে শ্রীমধুসূদন
ভজন না জানি তোমার॥

তুমি সাগরে ভাসালে শিলে
পাষাণীর চরণ দিলে
জগাই মাধাই উদ্ধারিলে
হলাম কি আমি এতই ভার॥

লংকাতে রাবণ ছিল
রামের সীতে হরে নিল
আবার সেই নাত্যজি স্বর্গে গেল
সেও তো মহিমা তোমার॥

৮
তুই রে বড় দয়াময়
কাঙালের আশ্রয়
তাইতে তোর উপরে এত আমার
অভিমান হয় রে হয়॥

অভিমান পরের উপরে
কেউ কি কখন করতে পারে
তোরে পর ভাবলে পরে
অভিমান কি হয় উদয়॥

দেখে অসীম স্নেহ তোর
তাইতে করি এত জোর
বল কে আর আছে মোর
তুই তো জানিস সমুদয়॥
তোর আদরে গিয়ে গোলে
আদর করি কতই বলে
চিরদিন রেখ কোলে
ফেলে দেওয়া উচিৎ নয়॥

তুই মারলে কে রাখতে পারে
তুই রাখলে কার সাধ্য মারে

মারা রাখা এ সংসারে
সকলি তার করে রয়॥
মার মরি নীরব রই
নীরব থাকতে পারি কই
মিত্র কয় সব তোরেই কই
তুই বই আব্দার কে আর সয়॥

৯
ভাব মন তাহারে হৃদয় মাঝারে
যে জন সৃজন লয় করে
সে আছ হরিতে ডুবাবার
রাম অবতার
রাবণ সংহার করে করে॥

নব দূর্বা জিনি অঙ্গের বরণ
ঘটাকল তার বসন ভূষণ
তব রূপ যৌবন ভুবন-মোহন
কোটি শশী পদ নখরে॥

লহরে রসনায় যে নাম
উচ্চৈঃ স্বরে হু হু কারে
রাম নারায়ণ
মুকুন্দ শৌরে বহুরে
কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে॥

কাল কাটাও কালি বৃথা কাজে বসে
আজ কালি বলে পাবিনে দিশে
বলরাম নাম নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
নাম সুধারসে মজো রে মজো রে॥

১০
লয়ে তব নাম ওহে গুণ ধাম
ঝাঁপ দিলাম আজ
পরীক্ষা সাগরে।
শুভাশুভের ভার ওহে কর্ণধার
তোমা ভিন্ন আর দিব কারে॥

কর্তা তুমি হরি তোমার এ বিশ্ব গঠন
কর্তা তুমি তাদের করিছ পালন

কায়া রূপে তুমি জীবের অন্তর্যামী
তোমার ইচ্ছা অনুগমী সকলি সংসারে॥

করাচ্ছো যাহা তাই করেছি হরি
কালাকালের চিন্তা বিন্দুই নাহি করি
আমার এই চিন্তা শুধু ভব চিন্তা হারি
বিষয়চিন্তে চিন্তা ভুলে যাই তোমারে॥

১১
দয়াল আমার বাড়ি কোন দেশে
কোন দেশে হতে আইলাম এ দেশে
এখন যাব কোন দেশে॥

এ দেশের বসতি যারা
(এবার) তারা হল জেন্তে মরা
(ঐ দেখ) ডুবালে ডোবে না তারা
থাকে আনন্দে রসে॥

আসবার কালে বলেছিলে
তোমাদের যাব না ফেলে
(ও গুরু) তুমি আমায় পথ দেখালে
থাক এ পথে বসে॥

ময়েজ ভাবে ঐ ভাবনা
(আমি) পাই যদি দেশের ঠিকানা
(আমি) থাকবো না তোর দেশ ভাল না
চলে যাব সু-দেশে॥

১২
আমার মনে হয় অসুরের বুদ্ধি
তিন কণ্ঠি মালা দেই গলে
সাধু গুরু বৈষ্ণব দেখলে
মুখে হরি বোল বলে॥

আমি যতই বলি হরি হরি
সকল ধন মোর যায় রে চুরি
হইলে ধনের অধিকারী
মরি জ্বালায় জ্বলে॥

কণ্ঠার নীচেয় যায় না হরি কথা
ভক্তি পঞ্চ রয় খন্টকা
মহালক্ষ্মীবিলাস দাও বটিকা
গুরু অনুফান কি দাও বলে॥

১৩
গুরুতত্ত্ব ঠিক হল না
করতে চাই গুরুর ভজন
অবোধ মন তাও বোঝে না॥

সাধন করতে যাই গো যদি
মন ইন্দ্র রিপু বাদি
তারা সব হয় রাজি
ঘটায় কু-ঘটনা॥

তুমি দেহে থাকতে তারা
করে কু-ঘটনা
রিপু দোষী কি তুমি দোষী
দোষী বল হয় কোনজনা॥

এই দেহে তোমার কাছারী
তবে কেন হয় জুয়াচুরী
বুঝতে পারলাম না আমি
বুঝিয়ে বল না॥

কে দোষী হয় কে দোষ করে
জেলে যায় কোন জনা
অধীন নিহাল শা তাই ভেবে বলে
দেখলাম সব ঘটে মানুষ একজনা॥

১৪
পাগলা পাগলি তোমার
চরণ করি সার
রাখ মার কলংক তোমার॥

যে ভজে তোমার অভয় চরণ
তার জীবনে মরণ সমান ধরন গো
সাক্ষী আছে হীরে নোটন
আমাদের রেখ নিয়ে ঠাকুর দার॥

আমি আছি তোমার দ্বারের দ্বারী
মহাপ্রসাদ দিবা কৃপা করি গো
পেটটি ভরি সেবা করি
যেয়ো আনন্দ বাজার॥

রাধে পাগল কৃষ্ণ পাগল
পাগলে মিশেছে পাগল
তিন পাগলে বাধালো গোল
ও খ্যাপা মহাপ্রসাদ সেবা কর॥

১৫
সাধন করি কেমনে
আমার রিপু ইন্দ্রের দুষী স্বভাব
যাবে কোন সন্ধানে॥

আমার অষ্টম ষষ্টম দেহ
ঘৃণা করে ছোঁয় না কেহ
ঘিরে আছে মায়া মোহ
সেই রিপু ছয় জনে॥

আমায় দশ জনা দশ দিকে টানে
আমি একা প্রাণে সই কেমনে
তারা সদায় নেয় কামের ভুবনে
তারা প্রবোধ না মানে॥

আর মনের হলো কি কুমতি
গুরু পদে হয় না মতি
হল বাবু রামের এই দুর্গতি
সু-বুদ্ধি বিহনে॥

১৬
ও যার জন্যে আমি পাগল হলাম
তারে কৈ দেখা পেলাম
স্বরূপ রূপ না দেখে নামটি শুনে
জন্মাবধি ঘুরে মলাম॥

আমি গেলাম না সেই মানুষের দেশে
মানুষের দেখা পাব কিসে
আছে রসের মানুষ রূপে মিশে
যে দেশে নয়ন না দিলাম॥

ও মন গুরু মুখে পদ্ম বাক্য
আমার হৃদয় হল না ঐক্য
হল সাধন ভজন উপলক্ষ
হাতের কালি মুখে দিলাম॥

গোঁসাই হরানন্দ মানুষের রাজা
মথুর হলিরে সেই রাজার প্রজা
আমার মিছে কেবল এ সঙ সাজা
ধনে বঞ্চিত হলাম॥

১৭
তব শ্রীচরণে গুরু করি নিবেদন
তুমি বল, বল ও গুরু ধন
আপ্ততত্ত্ব সে কেমন॥

তুমি যাহার হও গো সদয়
মুহূর্তে ত্রিভুবন যে করে জয়
তুমি যাহার হও গো নিদয়
বৃথায় যায় তাহার জীবন॥

দেহের পঞ্চ আত্মা
কে কোন মোকামে রয়
কোন আত্মায় কোন বর্ণ ধরে
কেবা কথা কয়
কে জাগে কে নিদ্রাগত
স্বপ্নে দেখায় দেখে কোনজন॥

বংকবিহারী চাঁদের এই বচন
ভাবে ভাবে বলি তোরে
শোন বাবুরাম শোন
গোঁসাই সীতানাথের দয়া হলে
পাবিরে অমূল্য ধন॥

১৮
শুনতে পাই নিত্য মানুষ
নিদানের কাণ্ডারি
অতি সুক্ষ্ম আচার, নিসভি্ আকার
শত গুণ তার নিশ বিকারী॥

কালায় কয় বোবায় শোনে
অন্ধে কি তার মর্ম জানে
পঙ্গু তীর্থ যায় ভ্রমণে
আশা করে মনে।

আর একটি তীর্থ আছে
তিন ধারাতে তিনজন আছে
এর কোন ধারাতে গেলে পরে
পার হওয়া যায় ভব-বারি॥

আর একটি মজার কথা
তিনজন মানুষের নেইকো মাথা
কেবা তাদের মাতা-পিতা
বসত করে কোথা।

গোঁসাই শম্ভু চাঁদের খেলা
বুঝলিরে মন পাগেলা
তোর গেল বেলা এই বেলা
পার হয়ে নে ভব-বারি॥

১৯
গুরু পদে নিষ্ঠামতি হয় কিসেতে
কি দিয়ে ভজিব তারে
ভক্তি ধন তো নাই আমাতে॥

গুরু কি রূপেতে মন্ত্র দিল
কোন ভাবে শিক্ষা দিল
আশ্রয় গুরু কারে বল
কি ধন আছে তাহার হাতে॥

আমার মন গুরু সে শিষ্য করে না
রিপু ইন্দ্র বাধ্য হয় না।
বাবু রামের এই বাসনা
চরণে দাসী হব কোন কার্যেতে॥

২০
কেন ভালবাসা শিখাইলি রাই
তোমার জন্যে নিধু বনে
একবার আসি একবার যাই॥

রাধা আমার প্রেমের গুরু
আমি শিষ্যরে কানাই
দাসখতে নাম লিখে দিলাম
সদাই রাধার চরণ ধেয়াই॥

খেতে রাধা শুতে রাধা
আমি রাধা গুণ গাই
ঘাটে মাঠে বন জঙ্গলে
রাধা বলে বাঁশি বাজাই॥

রাধার জন্যে ধ্যানে জ্ঞানে
আমি বাঁশরি বাজাই
বাঁশির স্বরে মুনি কাঁদে
রাধা তোর কি দয়া নাই॥

২১
কি কব মেয়ের গুণ
কতই বা গুণপ না
জননীর রমণী মেয়ে
আর মেয়ে সব হয় দোটা না॥

শিশুকালে বলে মেয়ে
বউ হল সেই বিয়ে দিয়ে
কেমন বা সেই মেয়ে
মা হলো যে সন্তান হয়ে
এক মেয়েতে হয় তিনজনা॥

এক মেয়েতে পুত্র ধরে খায়
আর মেয়ের স্বামী বাঁচায়
এমন কি পাওয়া যায়
এক মেয়ের উভয় এ ভায়
কোন কোন মেয়ের কোন নিশানা॥

এক মেয়ের তিনটি স্তনে
বিচারেতে নয় স্তন মেলে
আছে ত্রিভুবনে।
আমি কোন কোন মেয়ের
কোন বা স্তন
করব বল উপাসনা॥

২২
গুরু নিদয়া হইও না
খনেক গুরু বলে ডাকি
খনেক আমার মনে রয় না॥

আমার মত কাল পাষণ্ড
শিষ্য করতে হয় না
গুরু কোন জাতির ছেলে তুমি
পরিচয় তো দাও না॥

বোবা ছেলে হলে পরে
মা বাপের দুঃখ হয় না।
তা হলে কি বোবা ছেলে
কালের হাতে সঁপে দেয় না॥

গোঁসাই হরানন্দ বলে
গুরুর দয়া হলো না
গুরু গুরু বলে ডাকি
কেন আমায় ধরে নেও না॥

২৩
তোমায় বলি ও গুরুধন
কি হবে বলে দাও আমায়।
ও যে কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ
দুই পক্ষেতে হয় না ঐক্য
তারা থাকে এক জায়গায়
আমি কারে ত্যাজি কারে ভজি
এও ঠেকিলাম বিষম দায়॥

গগনেতে চন্দ্র উদয় হয়
অমাবস্যার দিনে চন্দ্র
থাকে কোন জায়গায়
এই মানব দেহের অমাবস্যা
বল কোন দিবসে হয়॥

বাঞ্ছারাম তাই শুধায় বারে বারে
বেদ-বেদান্ত ছাড়লে মানুষ
থাকে শোন শহরে
গুরু তুমি রইলে পরম ব্রহ্মে
বাবুরাম ভাসে দো-আশায়॥

২৪
দেহের আট কুঠুরী নয় দরজা
সাধু মহাজন কয়
বল বল সত্য করে
কোন কুঠুরীর কি নাম হয়॥

আঠারো মোকাম দেশে আছে
এর কোন মোকামে কি নাম ধরেছে
দেহের কে রাজা কে প্রজা হয়েছে
কোন মোকামে কোন চিজ রয়॥

সপ্ত তালায় দেহের গঠন
এর কোন তালায় কোন আত্মার আসন
দেহের কার সঙ্গে কার যুগল মিলন
কে পুরুষ কে প্রকৃতি হয়॥

বাবুরাম তাই ভেবে বলে
বংকবিহারীর চরণ তলে
আমার যে ঐ অন্তিমকালে
পাই যেন ঐ পদাশ্রয়॥

২৫
আমি এই জন্যে কি তোমার পদে
প্রাণ সঁপেছিলাম
তুমি সদয় হও না কথা কওনা
আমি তোমার অন্ত না পেলাম॥

যে তোমার ভক্তি করে
তারে তুমি ফেলাও ফেরে
ও সে কেঁদে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে
দ্বারে দ্বারে ভিখারি হলাম॥
তুমি যদি না দাও দেখা
আমার কে করিবে আত্মরক্ষা
তুমি দেখা দাও হে প্রাণসখা
ঐ পদে স্মরণ নিলাম॥
বাউল চাঁদের আসার আশে
রূপাই কাঁদে পথে বসে
ও সে নয়নের জলে ভাসে
যার জন্যে জাত কুল হারালাম॥

২৬
এ সয়সার হয় সৃষ্টি কোন দিনে।
কোন দিনে কি কি সৃষ্টি
বল তাই এক্ষণে॥

দিনের বেলায় রাত কোথায় রয়
রাতের বেলায় দিন কোথায় রয়
দয়াল গো
রাতের বেলা দিবা থাকে
কোন ভুবনে॥

দশ ইন্দ্র শুনতে পাই
বল তাদের নাম কি কি হয়
দয়াল গো
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের কি কি নাম
বল এক্ষণে॥

২৭
মান করে রইলি রাধে
ও রাধে আর আসব না
এত পায় ধরে সাধিতে হবে
জানলে প্রেম আর করতাম না॥

মান করে করেছ ভালো
চন্দ্রমুখ করেছ কালো
আমায় যদি ভুলে থাক
আমি তোমায় ভুলব না॥

এই নাও তোমার পীতধড়া
এই নাও তোমার মোহন চূড়া
শিরে শোভে না।
মথুরানাথ কেন্দে বলে
আমি এ দেশে থাকব না॥

২৮
কোন মানুষের আছে অষ্ট চরণ
চরণ ভজলে আপন ইচ্ছায় মরণ॥

চতুর্পদে হেঁটে বেড়ায়
চতুর্পদ রেখে মাথায়

তারা অষ্ট হাতে হাত নাড়া দেয়
চার নাসিকা, চার মুণ্ড, ছয় চরণ॥

বৃন্দাবনের পশ্চিম অংশে
আছে মানুষের উপর মানুষ বসে
তোরা আয় আয় সখি দেখ সে
যে দেখেছে সেই হইছে তিনজন॥

দরবেশ বাউল চান্দ কয় মানুষের কথা
যে কথা না বুঝলে হয় উল্টা ফাতা
কি বলব সেই মানুষের কথা
রূপই রে তোর শুধুই বচন॥

২৯
গুরু তোমায় চিনা ভার
এ-ভব সংসারে হাসাও কান্দাও
কেবল গুণপনা তোমার॥
তোমার নামের ধন্য
ধ্বজ ব্রজাংশে চিহ্ন (আছে)
        গোষ্পদ চিহ্ন ভিন্ন
দেখিলে উদ্ধার॥

দেখ রাবণ রাজা জোরে
সীতা নিল হরে
জগৎ লক্ষী সীতা তারে
        কেমনে হরে
সে পাপী রাবণ স্বর্গেতে গমন
বিনা দোষে বালির জীবন
        করিলে সংহার॥

দেহের রিপু ছয়জনা
তারা ঘটায় কু ঘটনা
হাতের কাছে পেলে করে যন্ত্রণা
দেহের রিপু আমি কাম
না দিলে বদনাম
তুমি আমায় হুকুম দিলে
        নরকে যাবার॥

ভেবে বাহাদুর তাই কয়
দরবেশ মেয়াজানের পায়

চাতক থাকে কেবল কদমের আশায়
চাতকিনী চেয়ে আশা
নিপাত করে
দেখ তোমার সামনে চাতক ম'ল
এই কি তোমার সুবিচার॥

৩০
দয়াল নিতাই চান্দ হয়েছে আমার
আড়ৎদার বেনে
হীরে-চুনি, মুক্তা-মণি
সুখেতে বেচে, কেনে॥

খোদ মহাজন শ্রী গৌরহরি
আহা মরি রূপ সনাতন
তারাই ব্যাপারী
সে মাল করছে ওজন
রসিক নয়জন
রায় রামানন্দ তাও জানে॥

মূল মোহরি অদ্বৈত গোঁসাই
ত্রিজগতে তাঁহার তুল্য
তিনি ভিন্ন নাই
ইহার খানা ষোল আনা
ককিতি বাকি থানে॥
আট কবিরাজ এরাই পরম হার
কৃষ্ণদাস তাই লিখে গেছেন
কৃষ্ণ প্রেম যার
গোঁসাই মোহন্ত মত্ত
রস আস্বাদনে॥

প্রধান মোকাম গুপ্ত বৃন্দাবন
মণি কোঠায় ছিল আঁটা
গদাধরের ধন
দ্বাদশ গোপাল পেয়েছে লাল
কাঙ্গাল গোপাল ভনে॥

৩১
গুরু রত্নধন যত্ন করলাম না
মরি এই মনোদুখে চর্মচোখে
(গুরু) কি ধন আমি চিনলাম না॥

আমার রাজা কানা প্রজা কানা
পাত্র কানা মিত্র কানা
শোন যোগ জাগা
কালার ভাই কানা॥
আমি কানার দলে বসত করে রে
আমার জ্ঞান চক্ষু তার হল না॥

বাবু রাম কয় বারে বারে
গুরু কেমন বস্তু চিনলাম নারে
তার রূপটি কেমন আকার কেমন
ভূষণ কেমন জানিনে॥
আমি চিনতাম যদি নিরবধি
যুগল চরণ ছাড়াতাম না॥

কি বস্তু সে আহার করে
কি জানি কি বসন পরে
বাস করে কোন্ শহরে
তাই আমারে বল না
আমি শুনি তাহার বার খানা
এর সদর হাকিম কোন জনা॥

৩২
গুরু পদে প্রেম ভক্তি
হল না মন হবারি কালে
কিসে হবে ভজন সাধন
গুরু ভজার সময় না পেলে॥

কাননেতে বৃক্ষ থাকে
ভাই ফল ধরে কালে কালে
অসময়ে ফল ধরিলে
বিনাশ হয় সে ফলে মূলে॥

পদ্মফুলে মধু থাকে
ভাই কাল ভ্রমরগণে তাই জানে
উড়ে বেড়ায় মন ভ্রমরগণ
কমল মধু পান করে॥

৩৩
জ্যান্ত মরণ মরব কেমনে
কোথায় জ্যান্ত থাকতে মানুষ মরে
কোথাও আমি শুনি নি॥

জ্যান্ত মরণ কেমন করণ
তাই বলো মোরে
জানলে দিশে ধরব ঠেসে
রইব না ঘরে
সেই মানুষের লক্ষণ কেমন
তাই শুনাও শ্রবণে॥

দশ ইন্দ্র ছয় রিপু আছে এই দেহে
কে নিদ্রা যায় কে জ্যান্ত মরে রয়
কে কথা কহে
জানলে কারণ জুড়ায় জীবন
মন থাকে কোনখানে॥

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমে
এই পঞ্চ জনে
হইলে প্রণয় কেহ না রয়
যার যার যে স্থানে
দাস নিবারণ কয় ও দয়াময়
দেহের জ্যোতি যায় কোনখানে॥

৩৪
আমার গুরু বাক্য সত্য বটে
কথা বলব কি প্রাণ কেঁদে ওঠে॥

চন্দ্র গেলেন সূর্যের কাছে
মৃত্তিকা যায় জলে ভেসে
তুমি কও শুনি গো গুরু গোঁসাই
মন্ত্র দিলেন কোথায় বসে॥

গঙ্গার জন্ম অভয় পদে
শিব তা রাখাল জটে
তুমি হয়ে যোগী সর্বত্যাগী
তাইতে দুঃখ এই ললাটে॥
গোঁসাই অশ্বিন চান্দে বলে
(ওদিক) গুরুর দয়া হয় না মোটে॥

৩৫
গৌরহরি তোমা বিনে
তরিবে কে এই অধীনে॥

এ ভব সাগরে পরে কারাগারে
চলেছি, তোমায় পড়ে না মনে
সে অকূল পাথার না জানি সাঁতার
না দেখি নিস্তার এই ঘোর তুফানে॥

গৌর চিন্তামণি দয়ার শিরোমণি
পতিতের হরি রেখ চরণে
আমি আছি মায়ায় বদ্ধ
না জানি আরাধ্য
ইন্দ্র বাধ্য করি কোন সাধনে॥

না জানি ভজন না জানি পূজন
না জানি সাধন সম্বল হীনে
শ্রীরূপ রায় রামানন্দ
বিনা হরানন্দ
নিরানন্দ হয়ে মরবি কেনে?

৩৬

বল কোন ভাবেতে
আমি পাই তোমায়
গুরু দয়াময়
তোমার জন্য দেশ বিদেশে
আমি ঘুরিয়ে বেড়ায়॥

অহিল্লা ব্রহ্মাণ্ডের পতি
(গুরু) তুমি গতি তুমি মুক্তি
পুরুষ প্রকৃতি
কর দয়া এই দাসের প্রতি
ঘুচাও শমন ভয়॥

গোঁসাই হারান চান্দে বলে
তুই কাল কাটালি গোলেমালে
কোন দিন ধরবে কালে॥
এখন বলি শোন, ও নিবারণ
নেহার রেখ রে সদায়॥

৩৭

বসে কোন সাধনে পাব তারে
সে যে আপ্ত তত্ত্ব পর তত্ত্ব
গুরু তত্ত্ব তিন প্রকারে॥

আপ্ত তত্ত্বের কি মাহাত্ম্য
আগে শুনি তাই কহতো
কোনখানে হব প্রর্বত
কহ সত্য ব্যক্ত করে॥

পরে কহ পর তত্ত্ব
কারে বলে সাধনা তত্ত্ব
কোনখানে হব আশ্রিত
ভজব তারে কোন প্রকারে॥

তদন্তরে কহ গুরু তত্ত্ব
কারে বলে সাধন তত্ত্ব
দাস নিবারণ কয় পঞ্চ তত্ত্ব
গোঁসাই হারান চান্দ বল কৃপা করে॥

৩৮
ঠেকে দায় প্রেম জানতে চায় সবাই
কেবল আপন গরজি
মেলে কাজের কাজী
এর সহজে কে এসে ভাই
কি চমৎকার ভাব এবার
তুল্য দিতে নাই॥

সূক্ষ্মাংশতি শুদ্ধ প্রেম
শুদ্ধ সুধাময়
যত্নে যে পান করেছে
সে কারে প্রকাশ করে কয়
সেকি বুঝবে অন্যে রসিক বিনে
বেদেয় চেনে সাপের হাই॥

ভাই রে কলি যুগে দৈব যোগে
ফুটল আজব ফুল
শুনে রব ঐ মেতেছে সব
সৌরভে হচ্ছে ব্যাকুল
কেউবা আসে এই স্বদেশে
মনের হরিষে॥

কিন্তু এর সঙ্গী যারা
তারা তো পেলে অনাসে
কেউ সাধলে কারা

কেউ পেলে লাজ
কেউ বা দিলে নয়নে ছাই॥

৩৯
আপন আপন কর না রে মন
যেতে হবে কোন দিন
শমন আলয়॥
সেদিন একলা যেতে হবে
সঙ্গে কেউ নাহি যাবে
যাবার সময় মন
কেউ কারো নয়॥

এই অনিত্য দেহ মিছে ধন্দবাজি
গত কর্মেতে নর সদা থেক রাজি
যেন কু-পথে গমন কর না রে মন
ঐ শোন কালের ডংকা বাজে।
শুনে লাগে ভয়॥

এই অনিত্য দেহ যেদিন মাটিতে মিশাবে
ধন রত্নাদি সকলি পরে পরে
সোনার সিংহাসন কেউ নয় আপন
শুধু হাত হতে হবে রে বিদায়॥

আসার সময় ভবে শুধু হাতে আসা
এ ভবে এসে তুমি কতই কর আশা
উদয় চান্দের চরণ দিনু কর স্মরণ ধরায়
বঞ্চিত হলে মন কি হবে উপায়॥

৪০
পি-রি-তি এই তিন অক্ষরের
মর্ম কে জানে
জেনেছে রসিক জনে॥

চণ্ডিদাস আর রজকিনী
প্রেম করেছে তারাই শুনি
পেয়েছ অমৃতের খনি
পিরিতির ভাব জেনে
রাধা কৃষ্ণের যুগল পিরিত
শুনতে পাই বেদ পুরানে॥

পিরিতের তিনটি ধারা
বুঝতে পারে প্রেমিক যারা
নিজ মায়ের সঙ্গে করে পিরিত
পিরিতের ভাব যে জানে॥

গোঁসাই লোচন চান্দে বলে
কুল কুণ্ডলিনী শতদলে
তার পিরিত করিলে
রাখতে হয় মনে মনে॥

৪১
দাও গো আমায় খালাস করে
আর কতদিন রাখবে ফেলে
এত কি দিতে হয় সাজা
দুর্বল আসামী পেলে॥

আমি কি তোর এতই দোষি
দিচ্ছ সাজা দিবা নিশি
না হয় আমায় দাও গো ফাঁসি
রেখ না আর এ জেলে॥

এক সাথে এসেছি জেলে
তাদের খালাস দিয়ে দিলে
আমায় কেন রাখলে ফেলে
আমার খালাস কোন কালে॥

৪২
তুমি ভেবেছ মন বিনা সাধনে
খিয়ার নায় চড়বা
সাধন বিনে সেই ত্রিপিনে
পিছল খেয়ে পরবা॥

মাতৃ বস্তু পিতৃ বিষয়
কদাচ না ছাড় না
অনুরাগের ভরে মাসান্তরে
একদিন তারে নাড় না ॥

বাস কর গুরুর দেশে
বিদেশ কেন ঘুরবা
গোঁসাই রূপই বলে বিনা অনলে
পুড়ে পুড়ে মরবা॥

৪৩
এমন গোল আলুর তুলনা
জগতে মেলে না
এমন তরকারি আমি
না দেখি নয়নে॥

আলুর নাইরে আঁটি আঁশ
কেবল মাত্র শাঁস
থাকে বারো মাস
রাখলে যতনে॥

আমি শুঁটিকলা দিয়ে
সজনে ডাঁটা
লঙ্ককার সঙ্গে আলুর
বড়ই পিরিত আঁটা
করে ঘাটাঘোটা
দিয়ে সরষে বাটা
আলুর ছক্কা হলে
লুচির গোছা ধরে টানে॥

আলু ঝোলে কিংবা ঝালে
ভাজি কি অম্বলে
যাহে লাগাও আলু ভাতে
দিলে আলুর জন্ম তাতে
দ্বিজমদ্দি কয় তবে কেন
আলু নাদান ঘটায়
আলু বসতি করে
কোন দোকানে॥

৪৪
কোন কলমাতে হাওয়ার সাথে
আদম তনের হইল বিয়ে
ও তার কেবা গেছে জাতির হয়ে
কোন আয়াদের সিন্দুর দিয়ে॥

কেবা গেছে ঘটক হয়ে
কোন মোল্লা তার দেছে বিয়ে

ও সে হাওয়া ধরিয়ে
ও সে বিয়ের কথা যার কয়ে
মোল্লা নামাজ পাইল কোথায় যেয়ে ॥

গাওয়া সখি কেবা হল
জাতিরে তার কয়জন গিহিল
কোন মোল্লা বিয়ে পড়াইল
কোন কামার গড়ন গড়িল
কেবা শাড়ি চুড়ি দেয় পরিয়ে॥

যে অঙ্গেতে হাওয়া জন্মায়
তার সঙ্গে সমন্ধ কি হয়
হাজের এই কথা কয়
ও সে হাওয়ার পেটে
হাবিল কাবিল জন্মায়
তাদের স্ত্রী পরিবার কোন কোন মেয়ে॥

৪৫
লালিশ বন্দী হলাম তোর হুজুরে
আমার কায়েমি মৌরসি স্বত্ত্ব
দখল করলো চোরে॥

দেহ রাজ্যের তুমি রাজা
কবুলতি দিয়ে আমি প্রজা
গুপ্ত চোরে উড়ায়ে ধ্বজা
দেশ দখল করে
দরি আবাদপরে ধরে
মোরে খেতা কাচা করে॥

তুমি যদি দয়াল জজ হও
অনুরাগের দারোগা দাও
সফর সাল তদন্ত পাঠাও
সবুর চৌকিদারে
ভক্তির কনেষ্টবলকে
চিঠি দাও চোরকে আনুক ধরে॥

দশজন মিলে জবানবন্দী
নিশ্চয় চোরের হবে সন্ধি
প্রেম হাজতে রেখ বন্দী

সন্দ যাবে দূরে
বেটম্পের সাদ্ধি মফিজদ্দি
ফরিয়াদি ফাপুরে॥

৪৬
প্রেম নামতা কে জানে
কিঞ্চিত ধ্যানে শিব জানে
প্রেম কোথায় ছিল কে আনিল
প্রেমের উৎপত্তি হয় কোনখানে॥

কোন প্রেমে শ্রীরাধা কান্দে
কোন প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের বান্ধে
কোন প্রেমে শ্রীনন্দের রাখে
রহিলেন হারে বৃন্দাবনে
কোন প্রেমেতে রাজা হলেন
বসলেন মাতুলের সিংহাসনে॥

কোন প্রেমে রাম বনবাসী
নিল কলেবর পূর্ণ শশী
কোন প্রেমেতে হা-হুতাশি
কেন্দে বেড়ায় কাননে
কোন প্রেমেতে সীতা বলে
ডেকেছিল বিভীষণে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যানে বসে
রয়েছে প্রেমের উদ্দিশে
বিষ্ণু চক্রে লাগিয়ে দিশে
ভাবতেছে মনে মনে
ভেবে কুবির বলে প্রভুর চরণ ভুলে
আমি ভাবতেছি মনে মনে॥

৪৭
তুই পার ঘাটাতে করিসনে আর
মিছে গোল
জায়নামাজ রয়েছে পাত
সেজদা দিয়ে সেরে তোল॥

যদি হতে পার ভবে সতী
পাঁচজন বানাও উপপতি
তারা বলে পড়তেছে নবির কলমা
কেউ বলে হরি বোল হরি বোল॥

নুহ নবির কিস্তি এল
টিকিট কাটার সময় হল
তুই শুকনো ডাঙ্গায় বাচ খেলায়ে
হারালি পুঁজি সকল॥

৪৮
যেতে সুরাগের পথে তে মাথাতে
লাগল উছাট কেমন করে
হয়ে গেল খুন জারি জারি লাজে মরি
অমনি আমি পলাম ঘুরে॥

সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ গুণে
পথ না চিনে ত্রিভুবনে
বেড়াই ঘুরে তিনজনে
কাছে কাছে বসে হেসে
তারাই গেল দফা সেরে॥

ষোলজনা ছিল সাথে ফেলে পথে
একে একে সব পলাল
আমার মাথায় দিয়ে বোজা
করে সাজা
তারাই গেল মজা সেরে॥

সাধন পথে এত বাদি
জানতাম যদি
নিররধি থাকতাম সরে
জহরের নাইক বুদ্ধি
সাধন সিদ্ধি
উজাই যদি দয়া করে॥

৪৯
তুই বল রে স্বরূপ বল কিরূপ
পাব আমার গউর চান্দে

পাব রে আমার গউর চান্দে
যে রূপ লাগি আমার প্রাণ কান্দে ।

অধর চান্দ তার নাম অধরা
অপ্রকৃত নবীন গোরা
মন মত সে মনহরা
রূপ রেখেছে কি রূপ বেঁধে॥

বৈকুণ্ঠে যায় নাইকো স্থিতি
গোলকেতে শূন্য রতি
ব্রজ গোপীরে প্রাণ পতি গো
প্রাণ লয়ে এসেছে নদে॥

নদের চান্দ তার সবাই বলে
সে চাঁদ মেলে বহু ভাগ্য ফলে
গোলক বলে চাঁদ হারালে
তারক লাল মায়ায় ফাঁদে॥

৫০
আমায় কি করিতে
এনেছিলে ভবে
ফেলেছে মায়ায় বশে
এই বিদেশে
শুনি তার নিকাশ দিতে হবে॥

কার ভাবে আনলে হেথা
আমার সনে কও না কথা
আছি তোর হৃদয় লোভা
জানা গেল ভাবে
তুমি হয়ে সবল খাটাচ্ছে কল
নিজ মনের ভাবে॥

পাপ পুণ্যি হাত তোমারি
কি জন্যে ভেবে মরি
আছি তোর আজ্ঞাকারি
কিসে দয়া হবে
আছে গলায় ফাঁসি দিবানিশি
টানলে যেতে হবে॥

কহেন এবাদত আলী
ভরসা ছমির আলী
তোর আমার অন্তরের কালি
হল ভেবে ভেবে
খালি হাতে পারের পথে
আমায় নিতে হবে॥

৫১
তোমা বই আর কার কাছে দাঁড়াব
ভাই বন্ধু দারা সুত
তারা বলে জাত না ছেড়ে কেন ছোঁব॥

জাত গেছে তোমায় ভজে
তোমার প্রেমে মজে
কলঙ্ক লোকসমাজে
তাহে না ডরাব
না হয় আঁলা ঝোলা জপের মালা
গউর বলে বনে যাব॥

সবে আমায় ভালবাসে
আবার মনে মনে হাসে
করে সব দ্বেষাদ্বেষি
না হয় এ দেশে না রব
রাখব গউর চান্দে হৃদয় বেন্দে
চন্দন তুলসী দিব॥

লোকে বলে যেতে যেতে
বিচার না হয় জেতে
পারিনে আর আসতে যেতে
জাত ধুয়ে কি খাব
শমন যেদিন শমন দিবে
সেদিন থাকতে কি পারিব॥

গোঁসাই শ্যামাচরণ বলে
জেতের কুলে ডম্বের অনল
জ্বেলে দিব॥

৫২
সহজ হব বলে
এসে আমি ঘুরি

আমার আমি না চিনিয়ে
 আমি আমি করি॥
এদেশের রাজা যে হয়
আমি তার বাধ্য নয়
মহৎ নাম নিতে চাই
 করে দাগাদারি
মনে বলে ডঙ্কা মেরে
আমি করব গাতিদারি॥

হাকিমের হুকুম যাহা
আমল রাখিনি তাহা
ধুড়েছি সদর রাহা
 যেতে নিজ পুরি
আমি রাজাকে করেছি তলব
 প্রজার কাছারি॥

কয় ফকির মিয়াজান
 আশ্চর্য এ বিধান
মনিব যে প্রজা
 রাইয়েতের হুজুরি
নিদান কালে তরাও মোরে
খোসাল চান্দ কাণ্ডারি॥

৫৩
মনের কথা মনে জানে
এসে এই ভবের হাটে
খেলছি খেলা গুরুর সনে॥

মনে বলে দশ ধর
(এবার) দান পেলে হয় ছক্কা কারো
 শূন্য রয়েছে ঘর
এবার দান হলো না ফেল দানে॥

কাঁচা রয়েছে গুটি
শূন্য ঘর নাহিকো খুঁটি
আসিবে সদর শুনি
শঙ্কাতে বাঁচিনে॥

(গুরু) তুমি আমার হৃদয় বসে
(আমার) ভুল যায় কেন পোয়া দোষে
সবাই আমার দোষে
কাশিতে ভূইকম্প কেনে॥

(আর) হল না মোর খেলা করা
(এবার) দেশে এল মানুষ ধরা
আদম তাই ভেবে সারা
ঘর গুঁটি গুরুর চরণে॥

৫৪
নামাজ কি পড়ব
মক্কায় বাধিল গোল
মক্কায় ঘরে দক্ষিণ দ্বারে
যত সব উলোর পাগল॥

হিন্দু আর মুসলমানে
বসে সব যোগাসনে
কেউ বলছে মালেক আল্লা
কেউ বলছে হরি বোল ॥

৫৫
কি দিয়ে ভজিব গুরুজীরে
ওলি দরবেশ বলে
ভজতে গুরু মোরে
ভজনের কথা শুনি
হাটে আর বাজারে॥

দুধ দিয়ে ভজি গুরু
আগে তাহা খায় গরু
এঁটো দ্রব্য দিয়ে
গুরু ভজি কেমন করে॥

অন্ন ব্যঞ্জন যাহা খাই
গুরু সেবা তাতে নয়
যত নিয়ামত দেখি
আগে মাছি খায় রে॥

মন দিয়ে ভজি তারে
সে মন আমার নয়রে

তবে কি দিয়ে ভজিব সাঁইরে
দিশে নাহি হয় রে॥

আ-মাপা আ-জপা চীজ
তাইতে সেবা গুরু জীব
অধীন পাঞ্জু ভেবে বলে
আমি কোথা পাইরে॥

৫৬
সব সময়ে দেখব গুরু
এক বিন্দু শান্তির আশায়
যে দেখেছে সে ভুলবে কেনে
ভাবে ডুবে সদাই রয়॥

নিত্য ভাবে দেখলে বল
সে ভাবের কি অভাব বল
ও সে ভাবে ভাবে সদাই বসে
বৃন্দাবনে ভাবে রাই॥

বৃন্দাবনে গোপন স্থানে
ভিতর বাড়ির এক দরশনে
যুগল নীরে রই॥

বসে কি লহরি
দেখতে পাই মরি মরি
সুভাব বেড়া রূপ মঞ্জরি
হেরে নয়ন প্রাণ জুড়াই॥

যুগে যুগে যাহার ঘটে
তাহারি ঘটে ঘটে পটে
দাঁড়ায়ে আছে বংশী বটে
সেই বটে ঐ বটে তাই॥

কিছু জানে সুবল ভাল
করলে মন তার কি বল
ছেড়ে ভাব ঐ স্বভাব নিল
ঐ কিরে তার পথ পাই॥

প্রেম সুরতি হবে বড়
নিরমল প্রেম গড়
অঙ্গ কান্তি ভাবে পড়
চাঁদের বসন ওলি কাই॥

চার বর্ণের চাঁদ আছে
গাঁথা নানান রূপে
ঐ ভাবের কানথা (?)
কালা চাঁদ দেখেও দেখেনা তাই॥

৫৭
যখন ছিল দীপ্তকার
কি নাম গাছের
ফুটে ফুল কি আকার॥
কি আশ্রয় জাতি
পুরুষ কি প্রকৃতি
মূল তার ছিল স্থিতি
কিসের পর॥

যে ফুলেতে ছিল
আপনি নিরঞ্জন
করেছে আলো
এই চর্তুদল ভুবন
আসমান জমিন ছিল না যখন
কার আশ্রয় লয়ে সাঁই
ভাসালেন নৈরাকার॥

সাধুর মুখে শুনি রূপেতে ছিল
তবে কেন ফুল এ জগতে এল
আজিমদ্দীন বলে
মফেজদ্দীর চরণতলে
ফেল না গোলেমালে
ঘুচাও মনের অন্ধকার॥

৫৮
ভক্ত অধীন আমি রই চিরদিন
ভক্ত আমার মাতা পিতা
আমি ভক্তর বীন॥

ভক্তে খাওয়ালে খাই
নইলে উপবাসে যায় চিরদিন
ভক্ত বিনে কভু দেখিনে একদিন॥

ভক্তের হাতে প্রেমের ডুরি
সে দিকেতে ঘুরাও ঘুরি

কখন তার দোরের দ্বারি
ভাবিনেকো ভিন্॥

ছিলেম অনন্ত শয়নে মূর্তি
দেখিয়ে দেবের দুর্গতি
উপস্থিত অযোধ্যায় ক'দিন॥

ভক্ততে অর্থ রাবণ
করে দেবকিনীর বাক্য পালন
যশোদা মা করে গোপন
শান্ত করি গোপীগণ॥

ভক্ত যদি না জন্মাত
ভবে আমায় কে আনিত
কিবা হত জগত দীনহীন॥

ভক্তের পায়ে পড়েছি আজ
কোটিতে কৌপিন
তাই মফেজদ্দী ভেবে বলে
ভক্ত অগ্রে অগ্রে চলে
গুরু পিছে সর্বস্থলে
এহি তার চিন্॥

৫৯
দীনের নবিজি এসে আরব শহরে
দীনের বাতি জ্বেলেছে
রাসুলের রূপ দীনের বাতি
উজ্জালা করেছে॥

জাহেরার ভেদ জাহারাতে
আশকের ভেদ পুশিদাতে
নবির মহর নবুয়তে
আসকদারে দেখিয়ে দিয়েছে॥

মহাম্মদ নাম নূরেতে হয়
নবুয়তে নবি নাম কয়
নবি শরিয়তের ভেদ ওতে
রেখে শরা বুঝিয়েছে॥

মহাম্মদ হল সৃষ্টিকর্তা
নবি নাম ধরম দাতা

রসুলুল্লাহ ফানাফিল্লাহ
আল্লাতে মিশেছে॥

রসুল রূপে যার মনে আছে
মনের আঁধার দূরে গেছে
সে রূপ ভুলে অধীন পাঞ্জু
বিপাকে পড়েছে॥

৬০
মহাভাবের মানুষ হয় যেজনা
তারে দেখলে যায় রে চেনা
ও তার নয়ন দুটি ছল ছল
মৃদু হাসি বদন খানা॥

সদাই তার শস্তরতি
হৃদ কমলে গতাগতি
আত্ম সুখি না
হেতু 'সনমনদ' (সম্বন্ধ) নাই তার
করে নি-হেতু প্রেম বেচা কেনা॥

সদা থাকে দশের ঘরে
নয়ন রাখে রূপ নিহারে
করে জগত পতির সাধনা
ও তার কাম নদীতে চর পরেছে
প্রেম নদীতে জল ধরে না॥

ফলের আশা করে না সে
ফলের মধু পান করে সে
সেই তো রসিক জনা
কাঙ্কাল দীনু বলে এবার
গুরুকে বিশ্বাস হল না॥

৬১
গুরু নাম যার হৃদয় গাঁথা
মাথা কৃষ্ণ কথা আলাপ করে
পড়ে না অন্য ভোলে একই বললে
মন মদনকে বাধ্য করে॥

গুরু ধোপায় ধোপ দিলে পরে
সকল দেহের ময়লা যাবে দূরে

মন তো সাপানে ধুলে হৃদ-কমলে
সোনার মানুষ ঝলক মারে॥

দশ ইন্দ্র রিপু ছয় জন পঞ্চ আত্মা
এরাই থাকে জ্যান্ত মারে
গাড়ির সনেতে মাঠে ঘাটে
বেড়ায় যেমন চরে ফিরে॥

যার হবে একান্ত মন সেই রত্নধন
ঘরে বসে পাবে
দীনু কয় উদয় চাঁদের চরণ ধরে
যাব চলে ভবপারে॥

৬২
ঐ হাটে কানার আমদানি
যত ভাই কানা ছুটে কানার হাটে
কানাই করে কানাকানি॥

কানা কয় কানার মুটে
কানার কান্ধেতে উঠে
কানা যায় কানার হাটে
কানা রাই দোকানি
কানায় কানায় মাসতুতো ভাই
কানারা সব ধনি॥
কানার খদ্দের যারা বোবা তারা
সেই হাটটা লিখলাম আসমানি॥

পাক বেন্ধে মাথায় কালা
এসেছেন হাটের বেলা
কান্ধে তার তোলায় ঝোলা
তোলা তোলেন তিনি
খাসখুস করে ফুসফাস করে
এমন তো দেখিনি॥

শুনে পঞ্চ যারা দাঁড়ায় তারা
কালা কানা বোবার বাণী॥
কালা কানা বোবার হাটে
যেতে প্রাণ কেন্দে ওঠে
যেতে নারে নিকটে
সন্ধি নাহি জানি

হরিচরণ কহে কারণ
দুঃখের ধন আপনি॥
তুমি দুঃখীর কারণ কর স্মরণ
ঐ হাটেতে বেচি কিনি॥

৬৩
যে যায় সে যাক রূপ সাগরে
আমি যাব না
একবার গিয়ে জানি আমার
নয়ন রূপ ছাড়ে না॥

স্বয়ং অঙ্গ তত্ত্বরি রূপ
তত্ত্বরি রূপ প্রেম রসে কূপ
নামছে রসিক ঝুপ ঝুপ ঝুপ
ও রূপে মন ডুবে কেনে রওনা॥

সে রূপের নাইকো তুলনা
ও ভাই তুলনা
তার তুলনা এই নয়নে
কেন যুগল ধর না॥

ছোট ছোট নব বালা
রস বাগানে করছে খেলা
ভুবন মোহন করে লীলা
বসে দাঁড়িয়ে দেখ না॥

কালা চাঁদ পাগলে বলে
সন্ধ্যে সকাল, দুপুর তোলে
সই সকালে উঠলে মেলে
সেই ফেলে সোনা॥

৬৪
অবোধ মন রে পিরের তাজিম
না হল কখন
মহব্বতে ছের ঝোঁকায়ে
নূরের পদে দাও চুম্বন॥

দোজাহানের বাদশাহ পির
যার অছিলায় তরিবে

পাক বানিয়াজ বে-নসিব
পয়দায় রাখিবে॥
আজিজেতে নেস্ত নাক
খুশি হবে নিরাঞ্জন
পাক মওলানা খুশি হবে
নিলে মুর্শিদ ধন॥

কুলুবেল মোমেনিন
আরশ আল্লার
ছাবেদ আছে কোরানে
খোদার আরশ মোমিনের দেল
কহে খোদা পাক তনে॥
খোদা কহে কোরানেতে
অন্যে কি কহিবে মন
সেই দরগাতে ছের ঝোঁকালে
হয়ে যাবে দেল রওশন॥

দোজাহানে কুলাহল
পড়ে গেল বেহুদা
লোকে বলে পিরের কাছে॥
যেয়ে কর সেজদা
সেজদা কাহাকে বলে
গহর কর ওরে মন
কি তরবিবে কোরানেতে
ফরমায়ছে নিরঞ্জন॥

৬৫
আসল জান রে নবিজির বেনা
নূরেতে নূর নবি পয়দা
নবির নূরে হয় দুনিয়া॥

নবি পয়দা হয় নূরে
ভেদ সে অতি গম্ভীরে
রাগ দেহ ছিল পূর্বে
রাগের ঘরে
সেই নবি, জন্ম আবদুল্লার ঘরে
তারে কেউ মানে কেউ মানে না॥

হুয়াল আউয়ালে নবি
হুয়াল বাতনে নবি

জাবেরাতে সেই যে নবি
হল আদম ছবি
আখেরাতে পাবি নবি
জানগে নবির উপাসনা॥

নবি আপনি মকবুল
তিনি জানের মজবুল
কল্লেন কি না কল্লেন নবি
সে কথার স্থূল
জানলে সে নাম হবে খোশ নাম
পানা দিবেন সাঁই রব্বানা॥

নবি আলায়হেচ্ছালাম
লাহল যার মোকাম
কোন মোকামে কোন নবি
ধরিল খাস নাম
অধীন বলে কিসে হয়
কোন জান গঠনা॥

৬৬
নবিকে চেনা হল ভার
নবি না চিনিলে বান্দা
কেমনে হইবে সার॥

আরবেতে শুনতে পাই
নবি হলেন ইনতিকাল
হায়াতুল মুরছালিন নামে
লিখেছিল পরোয়ার॥

দেখে শুনে এ সব কাজ
মনে ধোঁকা হয় আমার
নবি যদি না থকিত
দুনিয়া কি না রইত ছার॥

নবি সত্য গুরু বর্ত
দেখে কর রূপ নিহার
হিরু লালের চরণ ভুলি
পাঞ্জু গেল ছারেখার॥

৬৭
নবির কলমা পড়বে মনের মতন
চার কলেমা ঠিক রাখিয়ে
করের ভজন সাধন॥

আউয়াল কলমা ছয়েম কলমা গো
ছিওম কলমা সাধন
চাহ্‌রম কলমা নবিজির ভেদ
পড়গে নামাজ বাতুন॥

আশকেতে মাশুক দিয়ে গো
দম ধরে দেখ মদন
দশ দমেতে বারি তালা
বসে আছে সে জন॥
দায়েমি নামাজ
কর তামাম গো
যতদিনে এ জীবন
মানিক বলে দেলবর চাঁদের
পদে আছে রতন॥

৬৮
নবি দীনের রাসুল
যেন যায় না সবার ভুল॥

আউলেতে আল্লার নূর
দুইয়ে মেতে তুবায় ফুল
ছিওমেতে ময়নার গলার হার
নবি চৌধাতে হয় নূর সেতারা
পঞ্চমে ময়ূর॥

ষাইট হাজার বৎসর গোপন ছিল
তুবা গাছের ফুল হইল
ময়ূর রূপে রেখেছিলেন
আপনি মালেকুল॥
গাছের চার ডালে এয়ার ছিল
নবি ছিলেন স্থূল॥

দীনহীন আদমে বলে
বিশু চান্দের চরণ তলে

অন্তিমকালে পদ তলে
রাখিবেন রসুল॥
যেন পুলছেরাত পার হাতে পারি
ওগো মালেকুল॥

৬৯
ফুলের ফুল হয় নাম রসুল
ফুল বাগানের ফুলে বসে
পাখি বুলবুল॥
গাছের নামটি চাম্পালতা
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা
সেই গাছেতে বসে তোতা
ফুলে দেয় ঝুল॥

চাম্পার কলিকে কমিলা
সেই ফুলেতে মিশে কালা
ফুল দেখে সব কুলবালা
হারায়েছে কুল॥

ফুলের বাগান সরোবরে
ফুটেছে ফুল তার উপরে
সেই ফুলেতে পাখি চরে
হইয়ে ব্যাকুল॥

আবের দরিয়া নিওরের গাছ
তারি মধ্যে ফুলের বাস
গোপাল চান্দের এই অভিলাষ
দেখব সেই ফুল॥

৭০
আমার এই দেহতত্ত্ব বল অর্থ
পরমার্থ ঠিক পরিচয়
জিজ্ঞাসি নিগূঢ় বেনা কত ঠিকানা
কোন মোকামে নবিজি রয়॥

নবিজির কয়টি মোকাম, বল তার নাম
শেষ মোকাম তার কোনখানে রয়
যেজনা উন্নত হবে, ঠিক জানিবে
না জানিলে উন্নত সে নয়।

জোলমাতের সাথি যে জন
তার বিবরণ
না জানিলে ঠেকিবা দায়
কাণ্ডারি বিনে তরি আহা মরি
ডুববে যেমন শুকনো ডেঙ্গায়॥

ভেবে কয় কুড়োন মোল্লা
আমার হেল্লা
নবি বিনে আর কেহ্ নাই
পার হর রোজহাশরে, হীরার ধারে
সদা মনে সেই শঙ্কা হয়॥

৭১
রব্বানার কি কারখানা
ভেদ বুঝা যায় না
নূরেতে হয় দুনিয়া গঠন
নূর ছাড়া কিছু হবে না॥

নিজ নূরে পরোয়ারে
নবিজিরে পয়দা করে
মারওয়ারিদ সেই নূরে
কোরানে তাই যায় শোনা
পাথর ঘেমে হয় নরেকার
তাইতে মাটির জনম যায় জানা॥

চিড়িয়া রূপে পয়দা করে
তুবা নামে গাছের পরে
(ছিল) সত্তর হাজার বছর ধরে
দলিলিতে যায় শোনা
নবির মুখ ঘেমে হয় চন্দ্র সূর্য
রাত দিন করে দুই জনা॥

ইমান বলে হায় কি খেলা
কে বোমে সাঁইর আজব লীলা
রমজান চান্দের চরণ মালা
ভুলে থেক না।
তোমায় বারে বারে করি মানা
রূপ নেহার ভুল না॥

৭২
আউয়ালে মুহাম্মদ রাসুল
যেয়ে জিন্দাপিরের খান্দানেতে
করয়ে তাহার মূল॥

মোকামে মুহাম্মদি
মরে নাই সে আছে জেন্দা
সেহি তো কলেমা কোনেন্দা
তারে দেখিয়ে কর কবুল॥

কলেমা বীজেতে রয়
মুহাম্মদ রাসুল হয়
রয়েছে ছিনায় ছিনায়
সেই তো ভজনের মূল॥
মুহাম্মদি কলেমায়
নবি নাম নাই পরিচয়
হাতের কয় কোন কলেমায়
নবিজির বৃত্তান্ত মূল॥

৭৩
আদার ব্যাপারী
মিছে করিসনে আর যাক্‌জারী॥

তুই না জেনে না শুনে
কেনে বললি ফুটো মান্দারি
ও যার পরনে জোটে না তেনা
কেটেছে বাঁকা তেড়ি॥

আদার ব্যাপারী করে থাকিস
এক কড়া পুঁজি নাহি রাখিস
মিথ্যে তুই ভূঁয়ো পাসরি॥
ও তোর ফেন খেতে নুন
নাইকো ঘরে
মিছে ফরিস ফুককুড়ি॥

সদয় বলে চিন্তামনি
হয় ধান ভানুনি রাজার রানি
মজুর মুটেয় পায় জমিদারি

হয় বাদশা কাঙ্গাল
ভাঙ্গে কপাল
বুঝে দেখ বিচার করি॥

বুনিয়াদি গদিয়ান যারা
সওদাগিরি করে তারা
শান্ত স্বভাব অতি গভীরি
ও যার ভাঙ্গা ঘরে ছুঁচো নড়ে
ছামনে সোনার গড়াগড়ি॥

৭৪
সুগড় স্বর্ণকার
আমি জানব কেমন গড়নদার
আমায় গড়িয়ে দে না উপাসনা
উপাসনার অলঙ্কার॥

আগে কর আয়োজন
জ্বেলে দাও রে হুতাশন
ষড় রিপু কয়লা তাতে
করবে ক্ষেপন।
সাধুসঙ্গে সু বাতাসে
আঁচ হবে তার চমৎকার॥

ব্রজের ভাবটি সুনির্মল
তাতে কাটবে দায়মল
গোপী ভাবে ঝলক দিবে
করবে রে ঝলমল।
সে যে শুদ্ধ সতী গাঁথি মতি
সতীর হবে সু বাহার॥

আমি বারণ করি তাই
সাবধানে থেক ভাই
অসৎ সঙ্গ তামা দস্তা
খাদ দিও না তায়।
দেহের ময়লা মাটি কুটিনাটি
গলিয়ে খাঁটি কর এবার॥

অনন্তের এই অভিপ্রায়
সে হার পরতে চায় গলায়

হাতে নাইকো কানা কড়ি
হাতি কিনতে চায়।
যার কোটি জন্মের পুণ্য পুঞ্জে
তুল্য নাহি হয় এবার॥

৭৫
রাই জান না কি তাই মেনে
তুমি মজে কালার প্রেমে
মরগো মরমে
কাঁদ কেন এসে বনে বনে॥

কেন বাঁকা আঁখি দেখে ভুললি তখন
না জেনে না শুনে কেন দিলি মন
তোর এ নব যৌবন গেল অকারণ
রাই রাখালে কতই পিরিত জানে॥

চুরি করে যারে সঁপিলে যৌবন
সেই চোর বলে কাঁদ অনুক্ষণ
দেখে না সে জন, আসিয়া এখন
রাই রতন বিনে কে রতন চেনে॥

৭৬
রূপ দেখে যদি ভালবাস সখা
পায় ধরে ভালবেস না
ভালবেসে যদি, দুঃখ হয় নিরবধি
পায় ধরে ভালবেস না॥

রূপেরি আকর উজ্বল তপন
তাহে কর সখা সমর্পণ
প্রতি প্রভাতে হাসিবে সভাতে
সে রূপ মলিন হবে না॥

যৌবন দেখে ভালবাস যদি
সে যে নিমেষের, নহে নিরবধি
ভালবাসা সখা পরিপূর্ণ নদী
যৌবন যাহার যাবে না॥

ভাল যদি প্রেমেরি কারণ
সে ভালবাসা করিনে বারণ

ভালবাসা সখা জীবন মরণ
আঁখি কারো পানে চাবে না॥

৭৭
সাধু সঙ্গ করলে মানুষ প্রীত হয়
দেখলাম সাধুর আচার ধরে
এ কথা মিথ্যে নয়
উজ্জ্বল রস নেহারিলে
কান্তমণি চেষ্টা করলে
পাওয়া যায়॥

পূর্ণ চাঁদ উদয় হলে
ভৃঙ্গ বসে কমলে
চাঁদের সুধা পদ্মের মধু
সেই দিনে মেলে
সেই সুধা মধু খেয়ে
ভক্ত স্বতঃসিদ্ধ মানুষ হয়॥

৭৮
ভেবে দেখ মনু রয়
হাকিম পক্ষ বাদী নয়
লিখিত দরখাস্ত না হলে
নালিশ কি মুখের কথায়॥

মনের কথা খুলে কয়ে
যুক্তিকারের যুক্তি লয়ে
লিখে কোট-ফি আঁটতে জয়
(পরে) উকিল বাবুর সই লয়ে
পেশকারের হাতে দিতে হয়॥

সেই দরখাস্ত পেশ করিয়ে
ফাইল ভুক্ত করে নিয়ে
বিচারপতি দাখিল লয়
সুবিচার না হলে পরে
সই মহরের আফিল হয়॥

৭৯
সাধু গুরু বৈষ্ণব জনার
পদধূলি নেরে মনা

সে ধূলা খেলে পরে
বর্ণ হয় তার কাঁচা সোনা॥

ব্রাহ্মণের গুরু হয় উদাসী
উদাসীর গুরু হয় সন্ন্যাসী
বৈষ্ণব সেই পূর্ণ শশী
তাহার গুরু দেখা যায় না॥

এক রূপ ধর্ম বহুরূপ যাজন
পৃথিবীতে কেবল একজন
পরেছে গেরুয়া বসন
তবু মনের হিংসা যায় না॥

ধরেছে গৌরাঙ্গের বেশ
তবু ক্যানে মুড়িয়েছে কেশ
রিপু ইন্দ্র করিয়ে শেষ
দ্বেষ থাকতে বেশ কেউ কর না॥

ঘৃণা হিংসা মনে রাখলে
কি হবে সেই ধূলা খেলে
নিমাই চান্দ যাচ্ছে বলে
কানাই দুগ্ধেতে মিশালি চোনা॥

৮০
দ্বিদলেতে আছে মহাজন
তারে কর নিরিখ নিরাপন
বার্জক ধরে নৈরাকারে
খুঁজলে পাবি দরশন॥

আপন আত্মা চিনলে পরে
মোকাম মঞ্জিল খুলবে তবে
কোথায় পাবি দিল্লির খবর
কারো গুরু সত্য মানুষ বর্ত
আত্মা ধরে কর সাধন॥

যখতেনে তেজলা ঝরে
সুখ লালেতে বাহির করে

মানুষে মানুষ
হয় রে দরশন॥

পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘরে
পঁচিশ চন্দ্র বিরাজ করে
গুরু পদে বিহার ধরে
চাঁদে সুধা কর ভক্ষণ॥

ইমান বলে আহা মরি
মনিপুরে হয় কাচারি
কিবা শোভা আহা মরি
যেমন লণ্ঠনেতে বাতি জ্বলে
অমনি মতে সাঁইজির লীলে॥

৮১
প্রেমময়ী কেন ঐ রূপ হেরি
কি লাগিয়ে প্রাণ-প্রিয়ে
চক্ষে বহে বারি॥

শুখায়েছে মুখার বিন্দ
কেহ্ কি বলেছে মন্দ
দেখে তোমায় নিরানন্দ
প্রাণ ধরিতে নারি॥

এলো থেলো বেশভূষা
বদনে নাহিকো ভাষা
কি কারণে হেন দশা
বুঝিতে না পারি॥

গৃহে রেখে দাসীগণে
একাকিনী বনে বনে
কি দুঃখ হয়েছে মনে
বল প্রাণেশ্বরী॥

বিষাদিনী কি অভাবে
প্রেমাধীনে প্রকাশিবে
দীন দ্বিজ ভক্তি ভাবে
ভজে বংশিধারি॥

৮২
এত দিনে আইন পড়ে
পিতৃসত্ত্ব কিছুই রে
তোর বোধ হল না
পেশকার বাবুর বাধ্য থাকলে
বিচারপতি কুপিত হত না॥

করতে এলে সত্য ধর্ম
পিতৃসত্ত্ব উজার ইন্দ্র
রাজার কার্যে মজে না করিলে
তার বিচার হবে পঁশিচ আইন
উনত্রিশ ধারার বিচার
নজির দেখালে ছাড়বে না॥

এখন করছ জড় জুয়াচুরি
লঘু গুরু ভেদ না করি
শেষে ঘাইন গাছেতে দিবে জুড়ি
কর্তা বললে ছাড়বে না॥

ক্যারাচে গাড়ির ঘোড়ার মত
চক্ষে চশমা অবিরত
এখন অভিমানে হয়ে গর্বিত
জপ চিনি পিপারখানা॥

ত্যাজ্য করে সন্ধ্যারাত্রি
পয়সার ভাবনা দিবা রাত্রি
মিথ্যে বললে নাইকো ক্রুটি
করে নিউ টিকিট সাধনা॥

হারানি করে অযতন
তোর ব্যোম পুলিশে করবে বন্ধন
বাবু বললে ছাড়বে না॥

ধর্মরাজ জজ যখন
বিচার করিবেন তখন
ছয় রিপুকে পিণ্ডি করিবেন
তোমার দশজনাতে সাক্ষ্য নিবেন
জেরা করতে ভুলিবে না॥

৮৩

ব্রজ হতে এসেছে চোর
সাধুর বেশ ধরে
নাম ব্রহ্ম অস্ত্র ধরে
সিঁদ কেটে চোর
যায় যে ঘরে॥

সর্ব অঙ্গে সাধু নিশানা
জোড়া ভুরু তেড়া নয়ন
ঢাকলে ঢাকে না
কুলবতীর কুল থাকেনা
সেকল আমার রইল পড়ে॥
চেয়ে দেখ মন সাধুর বেচারা
উজ্জ্বল নীলকান্তমণি পিঞ্জরে পোরা
কুলমান সব হলাম হারা
মন হরা গোরাকে হেরে॥

কোন ভাবিনী ভাব ধরায়েছে
ভাবের দায়ে মন চোরার
মন চুরি করেছে
কোন ভাবে নদীয়ায় এল
ব্রজের ধড়া চূড়া ত্যাজ্য করে॥

চোরের সন্ধি চোরগণে বোঝে
গোদাবরীর তীরে এক চোর
সেই চোর ধরেছে
গোঁসাই বলাই চান্দ
পান করে গেছে
শ্রী রূপের মন চুরি করে॥

৮৪

আগে গুরু বাক্য সত্য জানরে মন
গুরু পদে জ্ঞান হলে
পারিবে অমূল্য ধন॥

পঞ্চ ভাবের ভাবিক গুরু হয়
ভক্তি তত্ত্ব ঠিক না হলে কি
সে ভাব জানতে পায়॥

আছে শান্ত সখ্য দাস্য বাৎসল্য
আছে মধুর ভাবে ঠিক নিরাপন॥

বত্রিশ অক্ষর তোমাকে দিয়ে
ষোল মানে ষোল তত্ত্ব
দিয়াছি বলে
আছে তিন অক্ষরে গুরু শিষ্য
চার অক্ষরে ভজন সাধন॥
বঙ্ক বিহারী চাঁদের এই বচন
বাহরাম তুই সীতানাথের
ধর যুগল চরণ॥
ঐ দেখ সুধামৃত দুইটি ধারা
সুধা রায় গুরুর আগমন॥

৮৫
মানুষ রতন যতন কর
পূজ্যবর পরাৎপর
সর্বসার সর্বেশ্বর
যার উপাসনা করিয়ে বাসনা
যোগী যেজন দিগম্বর॥

বিরিঞ্চি বাসব দেবতাদি সব
যার পদ কমল আসন
পাবার কারণ করে আকিঞ্চন
পরভব নিরন্তর॥

ধরায় দিতে আপন মর্জিতে
এসেছে সে কলিতে
জীব তরাইতে
জীবের দুর্দশা ঘুচিল সহসা
কৃপা করলে কৃপা কর॥
জীবের ভাগ্যোদয়
কৃপা যোগে হয়
তা নহিলে এমন সুবায়
হত না॥
তোমার দোষের পাকে
মিত্র হয় তোমাকে
ধিক দিচ্ছে বারম্বার॥

৮৬
যদি করবি গুরুর রূপ সাধন
মনে প্রাণে নিষ্ঠা হয়ে
ভক্তি দাঁড়ায় করবে বন্ধন॥

সত্যতে হয় নারায়ণ
হরিল রোহিনীর মন
অমনি মত হরবে তোমায়
ওরে তোর দয়া হবে যখন॥

কত দুঃখী তাপি মহাপাপী
পাবে না সে অমূল্য ধন॥
তাই ইমাম বলে আহা মরি
কোন গুণে সাঁইর চরণ ধরি
রমজান চান্দের চরণ বিনে
আর আমার গতি নাই এখন॥
ও সে অবিশ্বাসে হবে নারে
বিশ্বাসে মিলায় রতন॥

৮৭
মানুষ ভজন অতি সোজা
নাই এতে যোগ উপবাস
কেবল বিশ্বাস
করে দেখ কতই মজা॥

আশ্রয় অনুগা জলে
অসৎ সঙ্গ ত্যাজিলে
অন্তর শান্ত হলে
অনা'সে যায় বোঝা॥

মানুষ কখন পুরুষ কখন মেয়ে
মানুষের অন্ত পেয়ে
নারী হিঁজড়ে পুরুষ খোঁজা॥

সদা সন্তোষ মানুষে
বাস করে সহজ দেশে
সহজ ভাবে থাকে সে
ঘুচায়ে সহজা॥

তারা এক বলে এক বলে চলে
তাদের ভেদাভেদ নাই কোন কালে
অভেদ দেখে সকলে
কিবা রাজা কিবা প্রজা॥

৮৮
আছে মূল মানুষ যে ঘরে
দীননাথ ঘর বেন্ধেছে মহাপেঁচে
সন্ধান কর মন মানুষ ধরে॥

ঘর বেন্ধেচে যে মেস্তরি
সাবাস তার কিস্‌মিদারি
করেছে কি কারিগিরি
সাত তালা সে ঘরে॥
নব দ্বারে খিড়কি আঁটা
স্বর্ণ কাটে মেরে
চোদ্দ পোয়া ঘরের বন্দে
যুত দেছে দুই খুঁটির পরে॥

পেঁচে খিল পেঁচে মারা
উল্টা জন্ম গিল্টি করা
মুখ আঁটা কব্জা মারা
ইস্পাতের পরে॥
তারে তারে নিচ্ছে খবর
কোন তারে কি করে
একদিন চেতন হয়ে দেখলিনে রে
ছয় চুরাতে চুরি করে॥

নয় গুণে ছয়টা আঙটা
তিনটি তার আছে ভাঙটা
তিন তারে ত্রিবুচ কাঁটা
মণিকোঠার পরে॥
ষোল পিতে (ফিতে) বত্রিশ চাকা
ঘুরছে হাওয়া ভরে
গোঁসাই রামচান্দ বলে একবার পলে
উঠবে না ঘর খুঁটির পরে॥

৮৯
এই মানব দেহের বলি কথা
আবদ্ধ রয়েছে কর্তা
দমের জোরে চলছে খাঁড়া
আছে ছয় ফেরেস্তা॥

বসত করে দশম দলে
কথা বলে শতদলে
মনিপুরের সিংহানলে
পাঁচ মানুষ এক সুতায় গাঁথা॥

সাত ছেতারা এই ভাণ্ডে আছে
চন্দ সূর্য খাঁড়া রয়েছে
নিগম ঘরে সাঁইজি আছে
দিবারাত্র নাহি তথা॥

ইমান বলে আহা মরি
ডুবাস নারে মানব তরি
রমজান চান্দের চরণ ধরি
আত্মা চিনে ধর কর্তা ॥

৯০
আগে গুরু তত্ত্বের অন্বেষণ
করবে ইয়ের চিন্নয়ং
ভাবিত সর্বাবিরাজ মূলাধারে॥

গুরু তত্ত্বের অর্থ করো
অধরে মূল অধর (মূলাধার) ধরো
ধারন ভূষণ করো
জীব আত্মা যাক দূরে
সেই দিন শিষ্যের বাড়ি গুরু যাবে
এক আত্মা হইবে রে॥

গুরু কি তাই তন্ত্রের উক্তি
গুরু ব্রহ্ম গুরু মতি
গুরু বিনে নাই আর গতি
এ জগৎ সংসারে ।

সে যে লক্ষ অন্দকারৈশ্চব
আছে তেজোময় হুহুংকারে॥

শুনরে মন মধুকর
কমল বন অন্বেষণ কর
কমলেতে কমলিনী
রসরাজ বিহরে ।
আছে দ্বিদল পদ্মেতে বসে
মন আমার নিহার কর তারে॥

জলে পদ্ম অহিশ্বরে
খুঁজে মধু পান করে
কাছে থেকে ডেকে ফেরে
মরম না জনে রে ।
আমার গোঁসাই গুরু চান্দে বলে
লোভের সেই দশা হলো রে॥

৯১
ও ভাই ভাব শূন্য দেহেতে
প্রেম নাহি রয়
যমন ভস্মেতে ঘি ঢাললে পরে
তখনি তা শুকিয়ে যায় ।
যমন অল্প জলের তিঁত পুঁটি মাছ রে
মনের অভিমানে ছটফটায়॥

যমন দুই চিনি দাও নিমগাছের গোড়ায়
ফল হলে তা তিতো লাগে
স্বভাব কি তার যায় ।
গুপ্তি পাড়ার মাটি দিয়ে
শিব গড়ালে বানর হয়॥

৯২
গুরুর কৃপা না হইলে
ভাবের উদয় হবে না
যাক, গুরু রূপ নিহার দিয়ে
নিহার যেন ছেড়ো না॥

তুমি চেতন গুরু ধর রে মন
পাবিরে অমূল্য রতন
জেনে শুনে কর ভজন
নইলে হবে না॥
হিংসা, নিন্দা, তম যাবে
তব দেব শুদ্ধ হবে
চতুবর্গের ফল ফলিবে
যে ফল থাকে বাসনা॥

বাঞ্ছা পূর্ণকারি গুরু
বাঞ্ছা সিদ্ধি কল্পতরু
জীবন ভাগ্যে হয় সুচারু
পুরায় মনের বাসনা॥
আঁচলা ঝোলা স্কন্ধে করে
মেঙ্গে খায় সে ভক্তের দ্বারে
সেই তো ভজে সবাকারে
তারে কেউ তো ভজে না॥

অচিন মানুষ ভবের পরে
চিনে নেও মন যত্ন করে
নইলে কিন্তু পরবা ফেরে
শোনরে দিনকানা॥
হেলা করে ডুবল বেলা
ছেড়ে দেও মন ভবের খেলা
শম্ভু চাঁদ কয় শোনরে ভোলা
গুরু চরণ ছেড় না॥

৯৩
আগে গুরু বাক্য সার কর অন্তরে
দয়াল গুরু যে ধন দেছে তোরে
হৃদয়ে রাখ যতন করে॥

গুরু পথে কর নিশা (নেশা)
পূর্ণ হবে মনের আশা
থাকবে না রিপুর লালসা
বাহ্যজ্ঞান সব যাবে দূরে॥

কর না কেউ সামান্য জ্ঞান
আত্মা রূপে সেই ভগবান
গুরু রূপে ফিরছে ঘরে ঘরে॥

গুরু খনেক বৈরাগ্য হয়
মেঙ্গে খায় সে ভক্তের দ্বারে॥
বঙ্কু বিহারি চাঁদে বলে
শোন বাবুরাম দিচ্ছি বলে
গোঁসাই সীতানাথের কৃপা হলে
সে মহাভাব সুভাব ধরে॥

৯৪
আপ্ত তত্ত্ব না জনিলে
গুরুতত্ত্ব হবে না রে।
তুই আপন আত্মা না চিনিলে
সাধন করবি কেমন করে॥

মত্ত হলি নারী নারিকেলে
কামজ্বরেতে ধরে তোরে
প্রতি বৈকালে।
হালি মদন জ্বালায় ছিন্ন ভিন্ন
দিনে দিনে মাথা ঘোরে॥

রাতের বেলা করিস পরদারি
মোটা মালা গলে দিয়ে
করলি ফকিরি।
জানলিনে ফকিরি ধর্ম
কুপথে মন সদা ফেরে॥

দশ ইন্দ্র রিপু যে ছয়জন
মনের দোষে করে তারা কুপথে গমন।
তুই আপনি দুষি না হইয়ে
দুষি করো পরমেশ্বরে॥
বঙ্কু বিহারদি চাঁদের এই বচন
বাবুরাম তুই সীতানাথের
ধর যুগল চরণ।
তুই আপনা দোষে আপনি মলি
এ দোষে বল দিবি কারে॥

৯৫
ধরতে পারবিনে পাগলের বুলি
মিছে কেন হলি॥

পাগল হলি পাগল হলি
পাগল রে তোর বুলি
জলে গেলে জলধর হয়
বনের বনমালী
হর কেন পাগল হলি॥

পাগল হয়ে দান করিয়ে
পাগল যায় বালি
রাধা প্রেমের দায় ঠেকিয়ে
কৃষ্ণ হয় কালি॥

আর এক পাগল সদাশিব
শোন তার কথা বলি
যার পদ সে বুকে ধরে
তার গলে মুণ্ড মালি॥

গোঁসাই রামলাল বলে
রামচাঁদ তুই নিজের দোষে মলি
গুরু পদে মন প্রাণ সঁপে
কোন কালে তুই দিলি॥

৯৬
দীনবন্ধুর কি কারখানা
কেউ কেউ তা জানতে পারে না।
রূপে রসে সাঁই সাঁতার খেলে
দলিলে তাই যায় জানা॥

যখন সংসারে সৃষ্টি করে
কোন ভাবে কি করে
কর্মকে বুঝতে পারে।
ও যে জলের পরে আসন করে
ত্রিফুল করলেন গঠনা॥

মনে বলে তুলনা দিতে
কি দিব রূপের তুলনা।
দিব কার সাথে
ও সে কোটি সূর্যের রূপের জ্যোতি
(দেখা যায়) করলে যোগ সাধনা॥

বাউল চান্দের বাক্য সত্য
গুরু পদে ডুবে রূপই
হলি অপদার্থ।
যেদিন গুরু বাক্য সত্য জানবি
সেই দিন হবে উপাসনা॥

৯৭
কৃষ্ণ প্রেম রত্ন সরোবরে
রসিক যারা ডুবিয়ে তারা
বিশুদ্ধ প্রেম যাজন করে॥

যদি সাধ থাকে মনে
বিশুদ্ধ প্রেম যাজনে
শ্রীগুরুর সন্ধান জেনে
চিনে নে মন তারে॥
খাঁটি জিনিষ মাটি হলে
গিল্টিতে কি পাবে
জলে ডুবতে গেলে প্রেম সলিলে
ডুবা মাত্র ভেসে পরে॥

বিশুদ্ধ প্রেমের আকার
সর্বময় ও মনোহর
চিৎশক্তি চিন্ময় আকার
সাধলে পাবি তারে॥
মূল বীজে পঞ্চ মুক্তি
বেদে যাতে পারে
এবার গো সার যাজন-মরণ
কর্মি জ্ঞানী পেতে নারে॥
সাঁই মহাত্তাপে বলে
হয় না প্রেম ভাব দেখালে
কাজের কাজি না হলে

(তোমার) সঙ্ সেজে কি করে।
এবার গো সার যাজন মরণ
দেখলি নারে ধ্যান করে॥

৯৮
রে মন ধরবি যদি তারে
সদাই মন নয়ন ডুবায়ে
যাক চতুর্দল রূপ নিহারে॥

চতুর্দলের কপাট খুলে
চেয়ে দেখলি নারে
দশম দলে স্থিতি মূলে
কুলকুণ্ডলিনী সুসজ্ঞানী॥

আছে স্থিতি মূলে
যে হবে তার অনুগত
দিলে ঢালি গোপন করে॥

গোঁসাই প্রেমচান্দ বলে
হঠাৎ কোথায় পাবিরে
এবার থাক গুরুর চরণ ধরে
যদি গুরু কৃপা করে॥

৯৯
মানুষের কথা আর বলিব কারে
বলতে প্রাণ কাঁপে জ্বরে
মালেক যদি দয়া করে
দেখিয়ে দিব এই ঘরে॥

মালকুৎ মোকামের ঘরে
একজন ফকির বিরাজ করে
অষ্টচরণ সেই ফকিরে
দেখ না তাই বিচার করে॥

বলব কি ফকিরের কথা
জমিন জোড়া তারি খেতা (কাঁথা)
আসমান জোড়া তারি মাথা
দেখ না ভাই দৃষ্টি করে॥

সাধ্য সাধন করলে পরে
একজন ফকির দুইজন হয় রে
ষোল চরণ ঝলক দেয় রে
দেখ আয়নার ভিতরে॥

রসিক বলে তারে ধরে
চলে যাব ভবের পারে
নিয়ামত যদি দয়া করে
দেখছি আর দেখব তারে॥

১০০
দিল দরিয়ার মাঝে কত
উঠছে আজব কারখানা
ডুবলে পরে ধরতে পারি
ভাসলে পরে পারি না॥

মাঝে মাঝে জাহাজ গেছে
ছয়জনা তায় দাঁড় ফেলিছে
দশজনা তায় গুণ টানিছে
হাল ধরে এক জনা॥

দিলের মধ্যে বাগান আছে
নানা জাতি ফুল ফুটেছে
সৌরভে জগৎ মেতেছে
আমার নাসা মাতল না॥

দিলের মধ্যে কমল আছে
তায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রয়েছে
এ তিনে যে এক করেছে
সেই করছে সাধনা॥

গোপাল শা ফকির ভনে
এ কাম সাধি কোন সাধনা
ধরব গুরুর শ্রীচরণে
নইলে যাওয়া হবে না॥

১০১
পড় মন হরি নামের অলঙ্কার
সামান্য জহর হীরে ত্যাজ দূরে

সঙ্গে যাবে না তোমার
জিহ্বা যন্ত্রে হরি মন্ত্রে
হবি ভবসিন্ধু পার॥

হরি নাম সিঁতা পাটি
উজ্জ্বল পরিপাটি
হরি হলো প্রাণ কাটাকাটি
দিয়ে ঝুঁটির কর বাহার
গলে পর হরি নামের মালা
চিকদানা সুচিকণ হার॥

হরি নাম ঝুমকো ফুলে
সুখেতে শ্রবণে দিলে
ভয় পেয়ে সেই মহাকালে
স্পর্শিতে পারবে না তার
নাসায় পর হরি নামের নোলক
প্রেম বেশ রে দাও সাঁতার॥

হরি নাম মাকড়ি পাশা
হরি চৌদানি খাসা
হরি হল পাঁচনর ভরসা
পুরে মন দোলাও হৃদয় মাঝার
অঙ্গে হরি নামের কাঁচলি এঁটে
চল আনন্দ বাজার॥

হরি ইয়ারিং চাঁপা
হরি অনন্ত তোফা
হরি নাম তাবিজ আর চাঁপা
হরি যশম যশ বারি তার
হরি নামের চুড়ি বলিহারি
চুরি করে সাধ্য কার॥

হরি নাম বাউটি বালা
হরি নাম কণ্ঠ মালা
হরি নাম কাঠি আর পলা
নীলকণ্ঠ লোভ করে যাহার

হরি হাত মাদুলি নারিকেল খুলি
হয় পাপী পাষণ্ড নিস্তার॥

১০২
ও হারে খোঁজ মানুষ
দেহেতে আছে
স্বর্গ মর্ত পাতাল আদি
ঘুরে বেড়াচ্ছে মিছে॥

নাভিতে নারায়ণ হল
লিঙ্গতে নিরঞ্জন রল
অণ্ডকোষে দ্বাদশ গোপাল
বাস করতেছে॥

আট কুঠুরিতে অষ্ট সখি
দশম দলে আছে শক্তি
বারাম ফেরে গো যেথায়
কুণ্ডলিনী রয়েছে॥

ফকির আব্দুল বলে হেলালদ্দী
নাই কোন তোর বিদ্যা বুদ্ধি
সাঁইজি কত রতন পুরে
রেখেছে॥

১০৩
স্বরূপ রূপে মজেছে যেজন
সে রূপে মেশে, রূপে ভাসে
রূপে হাসে সর্বক্ষণ॥

হয় ব্রহ্মচর্যে গাঢ় যে রতি
লয়ে অগ্নি প্রকৃতি
করে সাধন করে জারন
জন্মে তায় মতি॥

তার পূর্ব স্মৃতি সব বিস্মৃতি
হয় কীর্তিযস্য সেই জীবন
অস্ত্রধারি হলেই কিরে ভাই
তারে হন্তা বলা যায়॥

সে যে মেয়ে কাজে যেয়ে
তাদের স্বকামনা নাই
কর্তব্যে রত তারা নিয়ত
স্বয়ম্ভু লিঙ্গের এই লক্ষণ॥

১০৪
কি বলে মন ভবে আলি
পড়ে এই মায়ায় বশে তত্ত্ব ভুলে
কার গোয়ালে ধূমা দিলি॥

হলি তুই যাহার ছেলে
একদিন না দোহাই দিলে
কি হবে শমন এলে
কিছু না ভাবিলি॥

যেমন ফৌজদারি আসামী যত
তোমায় বেন্ধে লয়ে যাবে যখন
এখন তোর এই দেহ
ধূলায় দিবে কুলাকুলি॥

মুর্শিদের পাট্টা লয়ে
এলি কোবলতি দিয়ে
মায়ার বশেতে পরে
সত্যতা ডুবালি॥

তুমি ভেঙ্গেছ সরকারি তবিল
তার সাক্ষী আছে ইস্‌রাফিল
হুজুরে হয়ে দাখিল
বলবে তারা পষ্ট বুলি॥

অনুরাগ করে হেলা
হলি বৈদিকের চেলা
মলি ঠিক দুপুর বেলা
করে বদ খেয়ালি॥

তুমি পেয়েছে মদন রসের গোলা
তুই ভাঙলি অনুরাগের তালা
হয়ে তুই মাতোয়ালা
চিনিতে মিশালি বালি॥

রোজহাশরে ময়দান পরে
কালে বটি বর্ত করে
রুহু দিয়া ভিতরে
লবে জিন্দা করি॥

তখন কাতারে দাঁড়াতে হবে
নেকি বদি বুঝে লবে
আদম চান্দ বলে ভেবে
খাটবে না এই চতুরালি॥

১০৫
গুরু বলতে দিন ফুরালি
গুরু কি ধন চিনলাম না রে
নিজ গুরুর সঙ্গে দেখা
নইলে দেখা আর হবে নারে॥

নিজ গুরুর যদি না হয় মিলন
কিসের একটা ভজন সাধন
না জেনে সেই ভবের করণ
জানতে মরণ হল না রে॥

উদ্দেশ্য ভজনা করা
আন্ধার ঘরে সর্প ধরা
(কিসে) ঠিক হবে মোর নয়ন তারা
কেমনে ধরব আমি সেই অধরে॥

দেবতা কি সে গন্ধর্ব নর
অপ্সরী কি স্বর্গের কিন্নর
ভেবে ভেবে হইলাম জর্জর
চিন্তাজ্বর মোর গেল না রে॥

১০৬
আমি জানিনে সেই গুরু কেমন
কোন দেশেতে তার বসতি
শুনব তাহার রূপটি কেমন॥

না জানি তার আকার প্রকার
কোথায় বা সে করে বিহার

কোন ভাবে কি করে আহার
শুনি ভক্তের প্রাণ ধন॥

গুরু কথার অর্থ বল
গুরুর পথে লয়ে চল
ইমান বলে দেখা পেলে
আমি ছাড়বো না চরণ॥

১০৭
নবির ভেদ বুঝিতে পারি নাই
জাত নূরেতে যিনি ছিলেন
তিনি ছেফৎ হয়॥

শুনি জাতেতে ছেফৎ হয়েছে
ছেফতেতে কি সেই জাত আছে
ছেফৎ ছেড়ে জাতের আছে
কবে এ জীব যায়॥

নবুয়তে অদেখা সাধন
বিলায়েতে কি রূপের কিরণ
করিত যে রূপেরি সাধন
নবি যারে কয়॥

এই আদমকে করিলে সিজদা
রাজি যদি হত খোদা
নবির হাদিছেতে হুকুম আদা
সিজদা না কর কখনই॥

১০৮
শাস্ত্র বেদে শুনি তুমি
        ব্রহ্মাণ্ডের গোঁসাই
তুমি নারীর মনকে রক্ষা কর
        দিয়ে চুলোর ছাই॥

মনের জন্ম মেয়ে জাতি
মোরা পুরুষ জগৎপতি
এমন ঘোড়ার পেটে গাধার বাচ্চা
কভু দেখি নাই॥

যে জন বেড়ায় বনে বনে
সেকি নারীর মর্ম জনে
নারী দেখি আদ্য শক্তি
এ ভবে তুলনা দিতে নাই॥

দীনহীন কোমল বলে
হে শ্যাম নিন্দা করনা নারী কূলে
পুরুষ জাতি বিশ্বঘাত (বিশ্বাস ঘাতক)
ধর্ম কর্ম নাই॥

১০৯
মনে প্রাণে প্রেম করিলে
হয় ভাল
তার সাক্ষী দেখ কেতাব কোরান
করেছে আলো॥

ইঞ্জিল, তৌরিত, জুব্বর, ফুরকান
চার মযহাবের চার খান্দান
হিন্দু রক্ষা ভারত পুরাণ
ফকিরের কি তাই বল॥

চার পেয়ালা চার খান্দান
সেখ, সোয়েদ আর মোগল, পাঠান
আধ আঠারো চারি প্রধান
সাড়ে আঠারো হল॥

হকিকতে হক জান
তরিকতে তায় মিশানো
শরিয়তে তত্ত্ব বিশাল
মারুফত চিহ্ন এল॥

একটি কথা শুনি ফকির
কারে বল সুলতান জিকির
বাবু বলে পেয়ালার নীর
কোন শরাতে কি এল॥

১১০
নবির কালাম পড়লিনে একদিনে
তোরে কে তরাবে দিনে দিনে
পুলছেরাতে আখের নবি বিনে॥

যেদিন ইস্রাফিল শিঙ্গা ফুকিবে
সেদিন বার সূর্য উদয় হবে
সেদিন তোরে কে তরাবে
নবি বিনে॥

যত বদি সেই দিনে তোরা
কেঁদে ফিরবি কূলে কূলে
কাঁদবি হায় নবি হায় নবি বলে
তরাও নবি এসে এই নিদানে॥

বে-দীন শয়তান কাফের যারা
নবির তরিক মানে না তারা
ফকির আদিল বলে যাবে জানা
খাটবে না তোর অগ্‌লা তেড়ি
সেই খানে॥

১১১
ও ভাই দনিয়ায় শরিয়ত সৃষ্টি
এস্ক হয় কাণ্ডারি ।
সেই এস্ক বিনে সাঁইর নিকটে
যাওয়ার সাধ্য নাই রে আর॥

সে যে কেমন দরিয়া কেমন কিস্তি
ভাল করে দেখ দৃষ্টি
সেই তরঙ্গের মাঝার
সেই দরিয়ার মাঝ গভীরে
দেখবি সাঁইজির মোকাম ঘর॥

দেখ সেই দরিয়ায় বিষম পাথার
তার মাঝেতে শুকনো জমি
বায়তুল মসজিদ ঘর
তাই খয়েরুল্যা কয় মকর উল্যার
মকর বুঝা ভার॥

১১২
আমার আল্লা খুশি
হবে কোন কালে

দয়া করে সাধু গুরু
বল অধমে॥

রোজা নামাজ যাহা করি
ভাল হয় আপনারি
আপ্ত সুখের জন্য
আল্লা ডাকি দমে দমে॥

দান খয়রাত যাহা করি
সেই নেকি আপনারি
নেকি কামে বেহেস্ত
দিবেন আদমে॥

কিসে হবে গুরু কাজি
আল্লা কিসে হবেন রাজি
অধীন পাঞ্জু বলে ও মন পাজি
মজ গুরুর প্রেমে॥

১১৩
কালো মানিক ঢাকা আছে
নির্মল রায় রূপে।
যেমন সৌদামিনী দীপ্ত করে
প্রেমের সু আলাপে॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যং
নিত্যানন্দ যদিতং
সন্ধ তব লবদং।
তারপর বলেছেন অহম
কি লীলা আশ্চর্যনং
ভক্তের অবতার মিসারং
করেছে ভক্তের তরে কৃপে॥

রাধার প্রেমে ধনি হয়ে
ব্রজের ব্রজরাজ
তিনি করিলেন নিজ কাজ।
তিনি বাঞ্ছা অভিলাষী
যাচি (শচী) গর্ভে ভাব প্রকাশি

হলেন যোগী সন্ন্যাসী
এসে নবদ্বীপে॥

যেমন দুগ্ধে বারি
পিরিত ভারি
জ্বলে নিষ্ঠা বল।
পরে তাই দিয়ে দম্বল
মথনে হয় সেই দধির ঘোল
ঘোলের মাল, মালেতে ঘোল
কুবির বলে তাই ছেঁকে তোল
চরণ দণ্ডি চেপে॥

১১৪
কর্ম ভক্তি কর্ম জ্ঞান
কর্ম হতে নির্বাণ॥

কর্মবীরে পাবে ইষ্ট
কর্ম ছাড়লে সকল নষ্ট
কর্ম সুতায় দুইখান ঘুড়ি
ভক্তি আর জ্ঞান বেড়ায় উড়ি
কর্মসুতে টান বসে॥

ঘুড়ি দুইখানা আসবে হাতে
সুতা করলে হাত ছাড়া
ঘুড়ি ধরতে যায় কি পারা॥

কর্ম হল গাছের মূল
জ্ঞান ভক্তি ফল ফুল
পাড়বি যদি সেই ফল
আগে গাছের গোড়ায় চল
গাছের উঁচু ডালে ঝুলছে ফল
কেমন করে পারবি বল॥

(তবে) কর্ম করবে, করতে হয়
ফলের আশা তোদের নয়
তুমি তার মুটে মজুর
কাজে যেন হয় না কসুর
কাজের ফল তারে দিয়ে
তুমি থাক কাজ নিয়ে॥

১১৫
শরিয়ত উৎপত্তি কোথায়
বলে দাও আমায়
সাত দোজখ আর আট বেহেস্ত
তাদের নাম কি কি হয়॥

এর কোন জাগাতে গেলে পরে
নেকি বদির ওজন করে
আর কোন জাগাতে গেলে পরে
(বান্দার) হাজার কোড়া শাস্তি হয়॥

শরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারফত
এর কোন জায়গায় নামাজ কয় রেকাত
এর কোন নামাজ পড়লে পরে
খোদার দেদার পাওয়া পায়॥

আছে আট বেহেস্তে চারটি মেওয়া
এর কোন বেহেস্তে কোন কোন মেওয়া
বল কোন মেওয়া কবুল করলে
(বান্দার) নামাজ রোজ হাছেল হয়॥

(তাই) বাবুরাম কয় বিনয় করে
পির মকরব আলীর চরণ ধরে
এ মকল ভেদ জানলে পরে
আমার ধান্ধা ঘুচে যায়॥

১১৬
গুরু গুরু বলে ডাকি
জানিনে তার বিবরণ
'গু' মানে কি 'রু' মানে কি
বল তার কারণ॥

গুরুর চরণ কি বস্তু ধন
বল শুনি তার কারণ
পুঁজিব চরণ এই আকিঞ্চন
কি ফল করিবে ধারন॥

শুনি নববিধ ভক্তি আছে
কোন ভক্তিতে কি নাম ধরেছে
কোন ভক্তি দিই চরণ নীচে
পাইনে তাহার অন্বেষণ॥

গুরু সাথে কি সম্বন্ধ
আমি হলাম জন্ম অন্ধ
আমার হতেছে সন্ধ
বাবু রামের বিনয় বচন॥

১১৭
বলে কোন নাম ধরে ডাকলে আমি
        পাব তারে
তুমি বল গুরু কল্পতরু
        বঞ্চনা কর না মোরে॥

আল্লা হরি কোন নাম ধরি
কেহ বলে হরে রাম হরে
কেহ ভজে কালী, কেহ বনমালী
যিশু খ্রিষ্ট সাধন করে॥

তিনি মানুষ কি দেবতা
বসত করে কোথা
বল তুমি নিশ্চয় করে
তিনি কি নন্দের নন্দন
গোপীর প্রাণধন
ছিল কি সে ব্রজপুরে॥

আমি তারে পাব বলে
ফিরি জলে স্থলে
তীর্থ ধাম শহর বাজারে
শুনি আল্লা রহিম রাম
বৃন্দাবনের শ্যাম
নিমাই চাঁদ শচীর ঘরে॥

ঘোর লেগে চোখে
হারাল পলকে
কেন্দে ফিরি দ্বারে দ্বারে

না বুঝিয়ে তত্ত্ব, হল না বর্ত
বাবুরাম প'ল ফেরে॥

১১৮

শোন গো দাদা তোমার
রাধার গুণ কত।
বড় বৌ ক্ষ্যান্ত দিয়ে শান্ত আছে
দিন কত॥

একে তো কালো কালকুটে
তাতে রাখালগণ জুটে
পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়ায়
খায় মাখন লুটে।
সন্ধ্যাবেলা বৃন্দে এস
পরামিশে দেয় কত॥

বড় বৌ বলে ঠাকুরঝি
আমরা এক ব্রত শিখেছি
সন্ধ্যা আহ্নিক করব বলে
আশা করেছি।
বৌ ঘাটে যাবার বেলা কলা
ছলা করে যায় কত॥

একে তো নন্দ ঘোষের পুত
তাতে কানাই অবধূত
বনে এসে বাজায় বাঁশি
বেশ বাজাগে যুত।
এবার যে ভূতেতে বৌ ররেছে
বৌ হয়েছে তার গত॥

বড় বৌ শুনে বাঁশির সাড়া
ও কান করে খাড়া
দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়
ইংরাজের ঘোড়া।
দাস পিতম কয় এই নিবেদন
সন্ধ্যা হলে ব্রত॥

১১৯
আমার বাঞ্ছা কল্পতরু নাম
সকলেই জানে।
আমায় যে বা ভবে বাঞ্ছা করে
পুরাই বাঞ্ছা সেই খানে॥

আমি হিন্দুর ঈশ্বর মুসলমানের খোদা
আমায় ইংরাজ 'গড' বলে ডাকে
কিছুই নয় জুদা।
আমায় মগ বলে ব্রহ্মদেশে
যিশু বলে খ্রিষ্টানে॥

কখন করি যোগীর বেশ ধারন
কখন হই কালী মূর্তি
আইনের কারণ।
আমার নরসিংহ মূর্তি হলাম
প্রহলাদের মনোরঞ্জনে॥

ত্রেতায় রাম অবতার রূপ ছিলাম
শেষে দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ রূপে
গোধেনু চরালাম।
আবার বৃন্দাবনে রাম রূপ ধরে
দেখালাম হনুমানে॥

ভক্তের ভক্তি পেলে ভুলে যাই
অভক্তিতে ব্রাহ্মণ হৃদয়
তাদের আমি নয়।
তাইতে অক্ষয় বলে চরণ তলে
নিমাই চাঁদ রেখ দীনে॥

১২০
আমি যে করেছিলাম
প্রেমের ব্রত
সে বঞ্চিত
পূর্ণ হল কই মনের অভিলাষ।
ভাল পেলাম ব্রতের ফল
বিচ্ছেদ প্রতিফল
প্রেম দণ্ড বৌ দিক বারো মাস॥

করি ব্রত সংকল্পন
বিচ্ছেদ উপার্জন
প্রেম রত্ন ধন তাহাতে নৈরাশ।
আমার কপাল অতি মন্দ
প্রেমের তিথি মন্দ
একাদশীর পালন নিত্য উপবাস॥

বাঞ্ছামানিক পাবার আশে
সাগর ছেঁচি বসে
রত্ন নিধি হারিয়ে দিশে
ভাবিয়ে আকাশ।
সে সমুদ্র শুকাল, মানিক লুকাল
ঘোদি ঘুঘলি পেলাম
হইল উল্লাস॥

প্রেমের দরিদ্র হয়ে
সাগর পারে যেয়ে
রত্ন খোয়ায়ে
করি হরিদ্বার বিশ্বাস।
আমার কপালেরি ফের
চিঁড়ের বাইশ ফের
কুবির হয়ে থাকে এবার
শ্রীচরণের দাস॥

১২১
এবার বড় সাধ ছিল মনে
বহু কষ্টে এক হয়েছি
থাকব দরশনে॥

রাধা আমার প্রেমের গুরু
প্রেমময়ী কল্পতরু রে
রাধার ঋণ পরিশোধ হয়না
সুদে দেনা বাড়লো দিনে দিনে॥

রাধা ধ্যানী, রাধা জ্ঞানী
রাধা আমার বিনোদিনী রে
আমি নন্দের রাধা মাথায় করে
বাচ্ছি (বহিতেছি) সে কারণে॥

কালা চাঁদ পাগল ভনে
যাব আমরা বৃন্দাবনে রে
এবার নব বৃন্দাবনে যাব
বাঙ্গাটির কারণে॥

১২২
অহঙ্কারে মন হারালি সে ধন
তার অন্বেষণ মন তুই
    কোনখানে পাবি॥

সে মাল আছে চতুর্দুলায়
আমানতের গোলায়
খোদ খোদাতালায়
দিয়ে রাখছেন উল্টা চাবি॥

দিয়েছিল মানিক আসিবার কালে
মনের অহঙ্কারে হারালি জঙ্গলে
গেল গেল দিন সেই গোলমালে
হিসাবের কালে কি জবাব দিবি॥

চৌ পায়ার মধ্যে নজর কররে তোরা
ব্রহ্মাণ্ডে আছে ভাণ্ডে তা পোরা
আদম চাঁদ নয়নে দিস পারা
আচম্বিতে কেমনে যাবি॥

পঞ্চরসটি শেখ
কর রসের খেলা
খুলে যাবে নয়ন হইবে উজ্বলা
খুলবে বারিতালার তালা
সেই সপ্ত তালার পরে অনাসে যাবি॥

১২৩
যদি হতে পার কানা
তবে দেখতে পাবে রূপ সোনাতন
    গৌর বরণ কাঁচা সোনা॥

কানা হলে জানা যাবে
সেই মানুষ দেখতে পাবে

সোনা রূপ ঝলক দিবে
গোপনে রবে না॥

অন্ধকারে দীপ্তকারে
দেখায় তার রওশনা
অন্ধের মত হাতড়া দিলে
ধরতে পারবে না॥

সেই মানুষ অন্ধকারে
নিষ্কামি নির্বিকারে
যেজন তায় ধরিতে পারে
পুরে যায় তার বাসনা॥

যেমন লণ্ঠনেতে বাতি জ্বলে
বাহিরে রওশনা
এমনি ধারা সে অধরা
চিনেও কেউ চিনলি না॥

সম্মুখের চক্ষু থুয়ে
পিছনে নজর দিয়ে
জীবনে মরা হয়ে
কর তার সাধনা॥

মদন বলে এমন মানুষ
চিনে কেউ চিনলি না
(সেই) আনন্দময়ীর দয়া হলে
মিটিবে বাসনা॥

১২৪
হীরেমন জহরা কোটি রয়
সে চাঁদ লক্ষ যোজন ফাঁকে রয়॥

কোটি চন্দ্র কোটি ময়
আছেন উনকোটি দেবতা
সেই চান্দে আছে গাঁথা
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নারায়ণ জয় জয়।
সে চাঁদ ষোল চক্রের আগে
বন্ধ বেগে ধায়।
সে চাঁদ পাতালে উদয় ভূমণ্ডলে
কখন মৃণাল ধরে ঝলক দেয়॥

ষটচক্র পরে আছে আদি বিধান
তাতে পূর্ণ রাখে ষোল কলা
ভেদ করেছে সপ্ততালা
তার উপরে করে খেলা কালাচান।
মহারসে রসে প্রভু করেন গান
সে চাঁদ পাতালে উদয় ভূমণ্ডলে
সে চাঁদ যে পায়, সে পায় সেই পায়॥

নবলক্ষ ধেনু চরায় রাখালে
চাঁদের সন্ধান কে জানে
দেখ যেয়ে বৃন্দাবনে
চাঁদ ধরেছে শ্রীরাধার শ্রীকমলে।
সে চাঁদ ভাণ্ড ভেঙ্গে ননী খেতেন গোকুলে
আদমের ফকিরি করা ফিকিরি
যদি বিশু চাঁদ পদছায়া দেয়॥

১২৫
সেই প্রেমের বাড়ি কোন শহরে
ভ্রমণ করে পাইনে তারে
মনে মাঝে ভেবে দেখি
শুধু কেবল জুয়ো ফাঁকি
নাম শুনি প্রেম আছে নাকি
নাইকো দেখি ত্রি সংসারে॥

প্রেম কোথায় ছিল কে আনিল
উৎপত্তি হয় কি প্রকারে
সে নারী পুরুষ করে বেহুঁশ
কিরূপে নেয় মন হরে॥

সদায় থাকি হুঁশিয়ারি
কেমনে করে মন চুরি
অধম খরুচাঁদ হায় কি করি
ভেবে মরি নিরাশ তরে॥

১২৬
যারা নিষ্ঠা প্রেম সেধেছে
তার বাড়ি কার বাড়ির কাছে

তার কেমন স্বভাব ধরে কি ভাব
শুনতে বাঞ্ছা মনে আছে॥

তার কেমন আহার কেমন বিহার
অধঃ ধরে না উর্দ্ধে বিহার
বাক বন্দ না বলে বিস্তার
কোন সাঁই তার আছে॥

সে সাঁই ছাড়া না ধরে সন্ত
প্রেম করেনা বাড়ায় রন্ত
একে তার কি করে বেন্ত
কেমনে সাঁই তাহার আছে॥

তারা ত্রিকুন্তি মানা কি করে
করে করে সে কি ধরে
রূপ ধরে না স্বরূপ ধরে
চণ্ডি কয় তার কাছে কি আছে॥

১২৭
আমার দেহ জমির পর্চা পেলাম না
পেলে গোল আর র'ত না
সই মহরের নকল পেলে
ছয়জন ঘুরে মরত না॥

আমি গুরু খোদ মহাজন
আমার পর্চা করলে গোপন
বল কিসের কারণ
আমি ক্যাম্পে যেয়ে রইলাম বসে
আমার পর্চা পেলাম না॥

ক্যাম্পের হাকিম আমায় বলে
ও তোর মালেকের হাতের পাট্টা দেখা
তাইতে আছে লেখা
আমি কত দলিল খুঁজে দেখলাম
পর্চা দেখলাম না॥

১২৮
কয় চিজেতে বল এই
দেহের গঠন হয়

আমি অধম জানি না গো
শুনিতে মনে বাঞ্ছা হয়॥

শুনি আগুন পানি বাতাস মাটি
(এই) চার চিজে হয় দেহ খাঁটি
যার বস্তু সে কেড়ে নিলে
দোজখেতে কেবা যায়॥

পঞ্চরসে নবি নূরি
ভবে করলেন কলমা জারি
কোন কলমায় চরণ বারি
সেজদা নবি দেয় কোথায়॥

বেতাল কিনরে মুরিদানি
কোন জাগাতে বল শুনি
সবে তারে ফেলে যায় রে
সাধকেতে কোলে নেয়॥

ঈশান কোণে আজান প'লো
নামাজ পড়ার সময় হল
কোন জাগাতে সেজদা দিলে
অধম পাপী তরে যায়॥

১২৯
আগে মন মানুষের সঙ্গ কর
সে মানুষ মিলবে ততক্ষ
আবা খেলা নাইরে বাবা
জুড়ে আছে ত্রিভুবন॥

মন সাদা দেল সাদা হলে
সে মানুষ অনাসে মেলে
বিস্ময় কি বিষয় জারি
যেমন চোরা সুন্দরী
কিবা হার মরি মরি।
তার কথাতে ভোলে মন
জামা জুড়া বসিবার মুড়া
সুফলে হবি অচেতন॥

যখন যে ফুলে হয় সাজি
মফিজদ্দীন তাইতে হল রাজি
দাই মুর্দমনের সাদে
বেঁধেছে আপন ফাঁদে ।
কে কোথায় বসে কাঁদে
কাঁদিছে কে অকারণ
আছে দুই মানিক এক সুতায় গাঁথা
সে মানিকের নাই পতন॥

মুর্শিদ যার নৌকাতে মাঝি
তারে কি করিবে শরার কাজি
মান্যমান আগম ভাগে
আমি কিছু জানাচ্ছি আগে ।
দীনু কয় রাগে রাগে
পাব উদয় চাঁদের চরণ
আপনাকে যে আপনি চেনে
সেই তো পাবে দরশন॥

১৩০

ধিক ধিক শতাধিক কালামুখী
ঘটা করে বলছিস কথা
লাজের মাথা খেয়েছিস নাকি॥

দাদা আমার সোনার পুত্তলি
না বুঝে তুই লোক হাসালি
সেই ভূতের প্রেমে মজে গেলি
ছাইদি তোর অমন চোখি॥

কালুটের সঙ্গে প্রেম করিলি
জেতের দফা একেবারেই সারলি
কুলের মুখে কালি দিলি
এতে কি তুই হবি সুখী॥

জাত মেরে আর কি লাভ হবে
লোকে হাতে তালি দিবে
অমূল্য তাই বসে ভাবে
জহরের সে অভিলাষী॥

১৩১
কালামুখীর কথা শুনে
মনে হাসি পায়
মনে বুঝে দেখ দেখি
কোন ধর্ম করেছ উপায়॥

আয়ান ঘোষের নারী ছিলে
ভাগনের প্রেমে মজে গেলে
এমন ধর্ম কোথায় পেলে
আমি সেটা শুনতে চাই॥

আমি তোমায় করছি মানা
আয়ানের মাথা আর খেও না
দাদার যে রাগ জান না
হয়তো খেটে (কাঠ) পরবে তোমায় মাথায়॥

জহর চাঁদের চরণ ধরে
অমূল্য বলছে বারে বারে
কুলের স্বামী দিয়ে দূরে
এ কোন্ ধর্ম হবে উপায়॥

১৩২
আমি বৃন্দে ভিন্ন কি তোদের
উপায় নাই
দো-টানাতে পড়ে যে
আমার প্রাণটি বেরিয়ে যায়॥

তার যখন মান বাড়ে
(ছোঁড়া) যেয়ে পরে আমার ঘাড়ে
তোদের প্রেম আঁটে না বেড়ায় নড়ে
অমন প্রেমের মুখে ছাই॥

রূপ যখন তুই দেখলি ঘাটে
সেই রূপ রাখ নয়নে এঁটে
বেড়ায় কেনে এরে ওরে ডেকে
আমাদের এত গরজ নাই॥

একবারে তারে এনে দিয়ে
থাকলি তুই মুখ ফিরায়ে
জহর রূপটি না দেখিয়ে
অমূল্যর হল বিষম দায়॥

১৩৩
বৃন্দে তোমার পায়ে ধরি
আমার শ্যামকে এনে দাও
শ্যামকে এনে দিয়ে তুমি
মনের বাসনা পুরাও॥

একদিন আমি দেখে তারে
আর যে রইতে নারি ঘরে
তোমা ছাড়া বলব কারে
শীঘ্র করি তুমি যাও॥

জল আনিতে কদম তলা
দাঁড়িয়ে দেখি আছে কালা
হল তখন প্রাণ উতলা
চলতে নারে আমার পাও॥

জহর চাঁদ বলেন বারে বারে
অমূল্য ধন যেন হারাস নারে
হারালে পরে পরবি ফেরে
ঐ চরণে মাথা মুড়াও॥

১৩৪
ওজুদে আত্মা আছে কনে
তার সন্ধান পেয়ে বোবা হয়ে
রইল কতজনে॥

কোনখানে স্থাপিত আত্মা
কার সঙ্গে হয় পরম আত্মা
কোন মোকামে যেয়ে কর্তা
কথা কয় জবানে॥

কোন মোকামে বাউ (বায়ু), অগ্নি
কি রঙ ধরে বল শুনি

কোন মোকামে কাদের গনি
সমঝে বল মানে॥

যেখানে আত্মা আছে
রূপইর বাড়ি তারির কাছে
বাউল চাঁদ কয় নয় রে মিছে
দম ধরে দেখ টেনে॥

১৩৫
ওজুদে আত্মা দশম দলে
আছে বাহাত্তর হাজার জেন্দা যথা
তথা মন রয়েছে ভুলে॥

নিরঞ্জন আছে যেখানে
আত্মা থাকে সেইখানে
নিজ আত্মা সঁপিলে
ঐ দেখ আত্মা নিরঞ্জন দু'জন
জিহ্বায় জবান বলে॥

চতুর্দলে মানুষের বারাম
দশম দলে করছে আরাম
দম শুমার হিল্লোলে
আল্লা গাছে নালে॥

বারো দলের নীচেয় ভূড়ি
ষোল দলে বাজায় ঘড়ি
দেখ না বক্ষস্থলে
সেই মোকামে হচ্ছে জিকির
ইয়াহু ইয়াহু বলে॥

রূপচাঁদ বলে এসব খবর
যে জপে তার ঘুচেছে ঘোর
কাজ কিরে তার কুলে
মুর্শিদ বাউল চাঁদ কয়
দেখরে রূপই
সাঁই দরদি মিলে॥

১৩৬
কার কাছে ভয় দেখাও মিছামিছি
সে ঘাটে বসত করে এসেছি॥

সে ঘাটের ধারে বসত আমার
আমি সদায় করি এপার ওপার
রত্ন ধন তার তুলে নিয়েছি ।
সে ঘাটে শিক মেরে ঠিক করে
কত নদী ছেঁচে জল দিয়েছি॥

সেই ঘাটের ধারে করে সাধন
কতজন হল সাধু মহাজন
পেল রতন শুনেছি ।
ঘাটে চণ্ডিদাস বেয়েছে তরি
তার ছেঁড়েনি নৌকার কাছি॥

১৩৭
গুরুর চরণ সাধন বার
ওরে আমার অবোধ মন
চেতন গুরু সাধলে পরে
পাবি রে তুই বস্তু ধন॥

হেদায়েতে ইসা নবি গিয়েছিল দূরে
পাখি পার বানাতে
দীনে আসব তোমার এ
খুদার হুকুমে বানায় চামচিকে
পাখি উড়ে যায়
ক্ষমতা সাঁই নিরঞ্জন॥

আর ইন্না আতয়না ছুরা দেখ
আমপারা বিছে
তাতে মিম নাহি আছে
আমি বলব দশের কাছে
কোল ইয়া আইওহাল কাফেরুন
তাহাতে আছে নয় মিম
শোন সাধুজন॥

নামাল নামেতে সুরা কোরান মাঝার
লেখা দুই বিসমিল্লা' তার
সাধুগণ শোন সমাচার
হারন বলে পাগল মন
গুরুকে কর সাধ্য সাধন
তবে পাবি বস্তু ধন॥

১৩৮
মন আমার
বিচার নাই তোর ইজলাসে
করেছ তুমি ফৌজদারি কারখানা
এখন দুষ্ট লোকের হাতে কেন
দিলে পরোয়ানা॥

আমলা যে হয় জোলা
মামলা কেউ বোঝে না
মামলা গেল কোথায় (বল)
আমলাদের দোষে॥

মন তুমি হও হাকিম
আমি চাপরাশি
হুকুমু কর চোর বেন্ধে
লয়ে আসি॥
চোর যেমন দোষী
মেয়াদ দাও তার বেশী
মদনকে দাও বাঁশি
কাম যাক দীপান্তরে সে॥

দীনুর এই কপালে
যদি বিপদ ঘটে
ফের মকোদ্দমা নিব সদর
হাইকোর্টে॥

১৩৯
তোমায় জানব রে এবার
কেমন ভিয়েনদার।
হরি ভক্তি রসে ভিয়েন করা
যুক্তি কর কু-র সর্দার॥

তোর দেহ খোলাতে
সাধন চিনি দে তাতে।
মনোযোগের অনুরাগের
হাতা নে হাতে
কর নিরবধি শ্রবণাদি
নাড়াচাড়া বারম্বার॥

বৈরাগ্য অনলে
রিপু কাষ্ঠ মেলে।
কষ্ট কি তায় নিষ্ঠা যোগে
দিবি জ্বাল জ্বেলে
যদি অপরাধ ঘটে যাবে চটে
রস ক্ষরে হবে একে আর॥

যদি রসের ময়লা কাটাবি
রস পরিষ্কার পাবি।
হরি ভক্তি, সভ্য শান্ত গব্য রস দিবি
দিলে তাদের করণ কারণ ধরন ধারণ
হবে রসের বরণ নির্বিকার॥

আগে ভিয়েন কর ভাই
মোণ্ডা আর মিঠাই।
শান্ত রসের পান্তুয়া
সুমিষ্ট শুনতে পাই
কর দাস্য রসের খাজা গজা
খেতে বড় মজাদার॥

মধুর ভিয়ান বড় দূর
মোণ্ডা মতিচূর।
মনোহরের মন হরে নেয়
ছানার মুড়কি ক্ষীরের বরফি
সর ভাজা সকলের সার॥

তুই খেয়ে পাটালি
জনম কাটালি।
অনন্ত তুই রসের কথা
ক্যান রটালি

দুপুর রাতে উঠলি মেতে
স্বপ্নে পেয়ে রাজ্য ভার॥

১৪০
যদি করতে চাও হরি সাধনা
আগে বাবু সাজরে সাজরে মন।
সাজ সভ্য ভব্য নব্য বাবু
(কর) নব্য মতের বেশ ভূষণ॥

সংসার শান্তি-শান্তিপুরের
ধুতি উড়ানি চাই।
কালা পাড়ের বাহার ভাল ভাই
ব্রজের ধরনের ইস্তিরি ধোলাই
তখন লোকে দেখে বলবে বাহবা
দেখবি রে কালাপাড়ের বাহার কেমন॥

সাবের জামা ছেড়ে পর ভাই
বিবেক ইংলিশ কোট
শ্রবণাদি স্যুটে পর
শাটের বোতাম জোট।
ভজন সাধনের প্যাকেট ভরা নোট,
কৃষ্ণ অনুকূল ফুলের মালা
কণ্ঠেতে কর ধারণ॥

বাহার দিয়ে রস
কৃষ্ণ নামের বারান্দায়
লাভের কেদারায়
রসিক ভক্ত টানা পাখার
বাতাস লাগাও গায়।
যার হাওয়ায় জুড়ায় জীবন
তখন গোপী ভাবের গোলাপী খিলি
আনন্দে কর চর্বণ॥

রাখতে হবে খানসামা দশজন
এই দেহের ইন্দ্রিয়গণ
হুকুমেতে খাটবে তারা
করবে কাজের আয়োজন।

তখন কৃষ্ণ নামের মিষ্ট কথা
কৃষ্ণ চর্চায় কাল যাপন॥

সুজন কুজন ইয়ার তাদের
কিয়ার কর না
ও মন রসনা।
তারাই তোমার থাকবে বশে
এই বাবুয়ানা
কর হুকুম কড়া মেজাজ চড়া
অসৎ সঙ্গ বিসর্জন॥

ইষ্ট ভক্তি বিষ্টুপুরের
মিষ্টি তামাকে
নিষ্ঠা টিকা ধরিয়ে দিবে
চাকরে ফুঁকে।
নিষ্কাম মোকামের কলকে
ভবের গড়গড়াতে
পরম সুখে তামাক খাও
মজা কেমন॥

আত্মজ্ঞানের মায়া চেনের
ঘড়ি একটি চাই
নইলে এ সংসারে যাতায়াতের
খবর কিসে পাই
বিনা ঘড়িতে বাবুয়ানা নাই।
তখন কৃষ্ণ নামের মিষ্ট চুরুট
মুখে রেখ সর্বক্ষণ॥

মধুর হারমোনিয়ামে
মধুর সুর লাগাও
ব্রজবধূ মনো চোরা
মধুর টপ্পা গাও
তাতে রাগ রাগিনী মিশাও।
(আবার) মধুর আলাপ আতর গোলাপ
অঙ্গেতে কর সিঞ্চন॥

অন্তর তুই নিতান্ত বাতুল
হল সকলি তোর ভুল

বাঁশ বনে কি ফুটে কভু
পারিজাতের ফুল
যার সৌরভে জগত আকুল।
তুমি ছেঁড়া চটেতে শুয়ে দেখ
লাখ টাকার স্বপন॥

১৪১
আমি যে অভাবে কাঙ্গাল হলাম রে
শোন রে শ্রীদাম দাদা
আমার ঐদিন ঐদিন ঐদিন বলে
সুদিন দিল না রাধা॥

তা বিনলি শাখার সাথে
আমি খত লিখিলাম আপন হাতে
রাধার আলতা পা'তে
ও তার তিন কিস্তি শোধ করবো বলে
খতে উপশূল দিল না রাধা॥

তরু বাঁশের সরু নড়ি
আমি রাধা মন্ত্র সদা পড়ি
দিয়ে বাঁশের বাঁশি
আমার ধড়া চূড়া মোহন বাঁশিরে
আমার সব নিয়েছে রাধা॥

১৪২
গুরু তত্ত্ব জানরে মনা
গুরু তত্ত্ব না জানিলে
সাধন ভজন হবে না॥

গুরু তত্ত্ব না জানিলে
এ দেহ যাবে সরে
কে তোরে রাখবে ধরে
শোনরে দিনকানা॥

অন্ধ যেমন পথ হারায়ে
করছে আনাগোনা
(তারা) ব্রজ গোপীজন সদায় খোঁজে
হয় না পথের নিশানা॥

জীব আত্মা মায়া মোহ
তোরে আজ বুঝায় কেহ
ভাঙ্গিলে সোনার দেহ
করে কুমন্ত্রণা॥

যখন মেয়ের মেয়েয় করে দ্বন্দ্ব
বললে তা শোনে না
মেয়ের যেমনি মতি তেমনি গতি
তারা প্রাণ পতি আর কেউ মানে না॥

আদিল কয় জীবন কিষ্ট
তোরে আজ বলি স্পষ্ট
খাওয়ালাম কত মিষ্ট
তুষ্ট তো হলি না॥

এবার সাঁইজির কাছে দিব নালিশ
অল্পেতে ছাড়ব না।
এবার দম গারাদ দমের ঘরে ফেলে
ভেঙ্গে দিব তোর কুটনা পানা॥

১৪৩
রঙ মহলের কুঞ্জি খুলে
চেয়ে দেখরে ও পাগল মন।
শুদ্ধ, শান্ত রসিক হলে
ভয় পাবি তুই হারাধন॥

তিন মেস্তরি গড়ন ফোটা
চৌদিকে তার জানলা আঁটা
রইয়েছে তার কপাট আঁটা
মদ্দি সিংহাসন।

জগৎপতি যে মহাজন
সেইখানে করেছে আসন
রূপে আলো চৌদ্দ ভুবন
দেখলে পূর্ণ হয় জনম॥

গড়েছে কোঠা সপ্ত তালা
উপর তালা সদর জিলা
করছে হাকিম লীলা খেলা
দেখতে মনোহর॥

সেখানে নাই দিন রজনি
কত বিচার হচ্ছে শুনি
কুঠার উপর দুই পুষ্করিণি
গঠেছে আজব গান॥

যখন হাকিম বিলাত যাবে
পুষ্করিণি শুকায়ে যাবে
সদর জিলা পরে রবে
হবে অন্ধকার॥

এই সুমা তার কর উপায়
যাতে হাকিম বিলাত না যায়
ফকির নৈমদ্দি কয় বন্ধুর আশায়
করগে পরম যতন॥

১৪৪
সাঁইজির মর্ত্য মানুষ বিনে
হবে না তো সত্য ধর্ম
খুঁজলে মানুষ বেদ পুরাণে॥

বর্তকে করে সত্য
যে জনা পেয়েছে অর্থ
রূপে হইয়াছে মত্ত
রূপ দেখে নয়নে॥

নাই টলাটল অটল ধর্ম
যে জানে সেই জানে
যে জানে সে বলবে কেনে
তারে রেখেছে মানুষ অতি গোপনে॥

রঙমহল ঘরের ভিতর
আছে সেই আজব লহর
সেইখানে এক নিগম শহর
দম পড়ে দম ফেরে॥

সেইখানেতে আছে মানুষ
সদায় বিরাজ করে
তার নাম অধরা না দেয় ধরা
তারে যায় না পাওয়া ভক্তি বিনে॥

মন দ্বারে লাগাও কুঞ্জি
বর্ত রাখিয়ে পুঁজি
শ্রীচরণে হও গো রাজি
থেকে সেই ধিয়ানে॥

নব প্রেমের ভাবিক না হইলে
সে মানুষ পাবি নে
ফকির নৈমদ্দি কয় মন তোরা
তরে রেখ রে সচেতন॥

১৪৫
কথা একবার শুনিলে লাগে ভয়
আবার শুনিলে মনের সন্ধ যায়॥

এই দেহের মাঝখানে
এক নারী আছে গোপনে
শত মুখে কচ্ছে কথা
শুনিলাম কানে॥

তার দক্ষিণি আরাক নারী
নয় লক্ষ মুখে কথা কয়॥

সেই নারীর কোলে এক ছেলে
স্বামীতে ডাকছে মা বলে
নারীর শ্বশুর এসে গলা ধরে
রইয়াছে ঝুলে॥

নারীর জামাই এসে কাছে বসে
হাত বুলায় শাশুড়ির গায় ॥

সেই তিন জনায় মিলে
নারীর হল এক ছেলে
ছেলে কারে বলবে বাবা
সভায় যাও বলে॥

দয়া করে বলে দিবেন
আব্দুলঅহেদ শুনতে চায়॥

১৪৬
এই ভবে মায়ার খেলা
খেলি মন॥

এক দিবসে গিয়েছিলাম
ফোরাতের ধারে
চার জনের সাড়ে তিন মরণ
দেখলাম নিজ চক্ষেতে॥

দেখিয়ে তাদের কষ্ট
প্রাণে মোর লাগে দন্ধ
ঘুরি ফিরি ঝরে দুই নয়ন॥

একজনকে কেটে ফেলে
দরিয়ায় ভাসায়
ধড়ে এসে জোড়া লেগে
অমনি ভেসে রয়॥

একজনকে মাটি দিল
একজনকে জ্বালাইল
আধমরা ডাঙ্গায় বসে
ভাবে নিরঞ্জন॥

পির কি আউলিয়া ছিল
আলেম কি কাজেল হল
দয়া করে বলে দিবেন॥

জানব ভেদ গুরুর কাছে
মনে মোর বাঞ্ছা আছে
দরিয়ায় কেবা ভাসে
তাই বল এখন॥

১৪৭
জগত জোড়া গাড়ি গড়েছে
দীন বন্ধু কারিগর।
গাড়ির চার কেলাশে চার জন বসা
ওরাই চারজন মজুমদার॥

গড়েছে গাড়ি আজব কলে
দিবারাতি সমান চলে
চৌদ্দ ভুবন একটি কলে
চালায় শুকনার পর॥

দেছে গাড়ির জানলা খুলে
বাতাস লাগে লালে লালে

যেদিন ইলেকটারি তার পরবে খুলে
গাড়ি হবে অন্ধকার॥

গাড়ির তিন কোণ তার
তিন সিংহাসন
মাঝখানে তার শক্তির আসন
শক্তির কোলে খোদ মহাজন
আসন আছে তার
গাড়ির মণিকোঠায় মেঘ হয়েছে
মালখানায় ঠেকাচ্ছে ঝড়॥

গাড়ির মদ্দি এক জহরি
মিলায়ে দোকান পসারি
দোকানি সব সারি সরি
করতেছে কারবার॥

গাড়ির মন পবন ট্যাণ্ডেল হয়েছে
দিগ মানে না গাড়ি ছেড়েছে
ফকির আদিল কয় ডাকাত পড়েছে
ও দোকানি দোকান সার॥

১৪৮
মিছে কেন গৌর বলিস
কেঁদে মরিস
পুড়ে মরিস প্রাণের পোড়া।
গৌর প্রেমের সাধ মেটে না
ক্ষোভে ছোটে না
গৌর প্রেমের এমনি ধারা॥

চিরকাল বলিস তোরা
এই গৌর সেই বৃন্দাবনের
কাল ছোঁড়া।
গোপীর মন করে চুরি সাধু ভারি
হয়েছে বৈরাগ্যের গোড়া॥

চিরকাল জানিস উঠা স্বভাব ছুটা
শিকলি কাঁটা নেয়াল পড়া।

৭—

দাসখত নাম লিখে দিয়ে
দায়িক হয়ে
শোধ দিল না তার এক কড়া॥

বৃন্দাবনে শ্যাম শুক পাখি
তায় ছিল শিকল পরা।
শিকলের কল খসায়ে এল চলে
আর না গেল গোয়াল পাড়া॥

১৪৯
সংসারে তুই খাটিস কেন বল
কার লেগে তুই খেটে মরিস
কার লেগে হইয়াছ পাগল॥

অমর হতে যে ফল খেলে
হেলা করে দিয়াছ ফেলে
মনে কর পাব ছেলে
মিছা গোণ্ডগোল।
তোর ছেলে কি চিরদিন রবে
জীবের আসা যাওয়া কেবল॥

তুই তো তোর বাবার ছেলে
বাবার নামটি কি রাখিলে
বরাত দিলে রাখবে ছেলে
ঘুচলো না তোর ভুল।
অমনি বরাতে বরাতেই যাবে
স্ববংশ যাবে রসাতল॥

রাজকৃষ্ণ তুই বুঝলি নারে
তোর কাজ কি করবে পরে
যথাসাধ্য করে যারে
বংশের উজ্জ্বল।
তোর স্ববংশে গোলকে যাবে
কেবল শুদ্ধ পথ দেখে চল॥

১৫০
পড় রে মন তোতা পাখি
ভজনের পাঠশালাতে।

এবার নিমাই পণ্ডিত পাগল হয়ে
টোল খুলেছে নদীয়াতে॥

আকার ছাড়া ব্যাকরণ
বর্ণভেদ নাই ধনে মানে
অর্থ ছাড়া অভিধানে
প্রেম অক্ষর শিখায় তাতে॥

উল্টাইয়া দেখায় ভূগোল
রেখাটানা জ্যামিতি ভুল
জটিল অঙ্ক দেয় গণিতে॥

সাহিত্যে তার হিত বচন
সৎ প্রসঙ্গে বিনয় ভূষণ
ড্রইংয়ে তার ছবি অঙ্কন
স্বভাবের তুলিকা হাতে॥

হয় যার কর্তা কর্ম ঠিক
ভ্রান্তি হায় না করলে এদিক সেদিক
শান্তি হয় তার ধারামতে॥

শ্রীপদে মজিয়ে মন
ভেবে বলে মনোমোহন
কত বিদ্যা যোগীশ ফেল হয়ে যায়
সেই পাঠশালায় পরীক্ষা দিতে॥

১৫১
কে বলে রে রিপু ছয়জন
এরা গুরু সেবার মূল মহাজন॥

কামকে লাগাও গুরু সেবায়
ক্রোধ ভক্ত দ্বেষী জনায়
লোভী সাধু সঙ্গে সদায়
করুক হরি নাম সংকীর্তন॥

মোহরূপ দরশনে
মত্ত থাকুক নিশি দিনে
মজুক হরি গুণ-গানে
করুক সদা প্রেম আস্বাদন॥

মাৎসর্য্য মত্ত মাতঙ্গ
মহাভাবে দোলাক অঙ্গ
যার গুণে হয় প্রেম তরঙ্গ
শীতল করে তাপিত জীবন॥

দেহ চালায় এই ছয়জনে
নিবে নিত্য বৃন্দাবনে
দেখাইবে হরি ধনে
শঙ্করের সাধনের ধন॥

গুরু পদে মতি রাখ
সদায় সাবধানে থাক
অশ্বিনী তোর নাই বিপাক
পাবি হরির যুগল চরণ॥

১৫২
সাঁইজির লীলা যাই বলে
সাধুর বাজারে ।
যদি ভুল চুক পাবা ক্ষমা দিবা
শরমের দায় আমারে॥

অন্ধকার, ধন্ধকার, কুণ্ডকার
আকার, সাকার, দীস্তকারেতে
হাহাকার, হুহুংকার
নিরাকার, শূন্যকার ।
একুনে হয় এগারো কার বিচারে॥

অন্ধকার, ধন্ধকার,
নৈরাকার, কুণ্ডকার,
আকার, সাকার, দীস্তকারেতে
এহি তো সপ্তম কারে
আল্লাজি সৃষ্টি করে ।
নবিজিকে পাইলেন
দীন জারিতে॥

দ্বিতীয়ায় যোগ আইল
জহরাতে নূর হইল
নবিজি পয়দা হল
সেই নূরে ।

আল্লার এস্কে আদমজাদা
মহব্বতে মোহাম্মদা
এই তিনজনা নয়কো জুদা
এক তারে॥

রূপচাঁদ কয় সাঁই বুব্বানা
করেছেন কি কারখানা
কোনদিনে করতে কানা
আসিয়ে।
মুর্শিদি বাউল চাঁদ কয় বলরে বল
গুরু পদে সেই মহাবল।
তোর বারে মিলবে সুফল
আখেরে॥

১৫৩
শুন রে মুছুল্লি তুমি শুন
কথা খান
মর কোন হিংসানলে
আর চইলা ফকিরের দলে
ভক্ত হইয়া তত্ত্বকথা জান॥

শুন রে মুছুল্লি তুমি শুন
কথা খান।

মালদারের হক মক্কা যাওয়া
কোরানেতে আছে ল্যাখা[১]
যাকাত দিলা সেই মালের কারণ
মালের জন্য মক্কা গেলা
মালের জন্য যাকাত দিলা
কি কাজ কল্যা[২]
মওলাজির কারণ॥
শুন রে মুছুল্লি তুমি শুন
কথা খান॥

কথা খান—
শুন রে মুছুল্লি তুমি
কথা শুনে
মক্কা শরিফ মক্কার ঘর

কোন জনা করিল তৈয়র[৩]
কয় পাহাড়ের পাথর
কল্ল দান
কোন পাহাড়ে কিনান ধইরে[৪]
পাথর দিল মক্কা ঘরে
একখান পাথর
বেশি হইল ক্যান[৫]
শুন রে মুছুল্লি তুমি শুন
কথা খান।

মারফতের ঐ রাস্তা খাসা
ফকিরের নাই লোভ লালসা
ভবের আশা দিছে[৬] বিসর্জ্জন।
শুন ভাই, মুন্সী মিয়া
খাঁটি খাঁটি জবাব দিয়া
দেখাও তোমার শরিয়তের নিশান॥

শুন রে মুছুল্লি তুমি শুন
কথা খান।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. লেখা, ২. করলে, ৩. তৈরি (নির্মাণ), ৪. ধরে, ৫. কেন, ৬. দিছে।

১৫৪
ফকির তুমি চাটনি[১] কইরো না —
ওরে মাইটা পোকার
লম্বা কথা
মুছুল্লির গায় সহে না॥

ধর্ম রাস্তা কইরতে সোজা
হজ, জাকাত, আর নামাজ, রোজা
অতেই হবে ইমাম তাজা
হুঁশ থাকিতে ছেইড়ো না॥

ফকির তুমি চাটাম কইরো না
ওরে মাইটা পোকা
লম্বা কথা
মুছুল্লির গায় সহে না।

লাভ-লাভান আর কুহু-তারা
আবু-কায়াস আর ছারা-মারওয়া
এই পাঁচ পাহাড়ে পাথর দ্বারা
কাবা কেবলা রচনা॥

ফকির তুমি চাটাম কইরো না —
লম্বা কথা
মুছুল্লির গায় সহে না।

ইসমাইল ও জবী উল্লাহ্
তাহার পিতা খলিলউল্লাহ
বানাইল কাবাত-উল্লা —
ধর্মের কিল্লা চিন না!

ফকির তুমি চাটান কইরো না —
ওরে মাইটা পোকার
লম্বা কথা
মুছুল্লির গায় সহে না।

খলিল যে পাথরের উপরে বইসে[৩]
মক্কার ঘরের ছাদ[৪] মিশাইছে গো
অধীন রশিদ বলে
শূন্যে আছে
বেশি পাথর সেইখানা॥

ফকির তুমি চাটাম কইরো না —
ওরে মাইটা পোকার
লম্বা কথা
মুছুল্লির গায় সহে না॥

মক্কার ঘরের ডাইন পাশে
পাথর খানা ঝুলতে আছে
ও তোর চোদ্দ গুষ্টি চুমা খাইয়া
মাপ পাইয়াচে ভবের গুনা॥

ফকির তুমি চাটাম কইরো না —
ওরে মাইটা পোকার

লম্বা কথা
মুছুল্লির গায় সহে না।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বৃথা গল্প, ২. মেটে, ৩. বসিয়া, ৪. ছাত।

১৫৫
খুঁজলে মানুষ বইসা পাতি ঘরে
খুঁজ দেখি তারে
মানুষ যদি ধরতে চাও
নিগুম[১] ঘরে যাও
অনুরাগের কপাট
মার ঘরে॥

খুঁজলে মানুষ বইসা পাবি ঘরে
খুঁজ দেখি তারে।

আগে নও দরজার
কপাট খুল রে
তুমি যাওগা রসের ঘরে
নিগুম ঘরে আলেকচান
বইসা খ্যালা[২] করে
গোপ্ত[৩] নামে ডাকতে পারলে
কথার জবাব পাবি ওরে
ডাক তারে, ভাব তারে॥

খুঁজলে মানুষ বইসা পাবি ঘরে
খুঁজ দেখি তারে।

পাগলা বাবা ভেইবে[৪] কয়
মন রে তোর কিসের ভয়
ভয় করিলে পাবি না তারে
অতি সাহসে মিলবে মানুষ
মানুষ ধরতে দুর্বলে কি পারে॥

খুঁজলে মানুষ বইসা পাবি ঘরে
খুঁজ দেখি তারে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. নির্জন (গোপন), ২. খেলা, ৩. গুপ্ত, ৪. ভাবিয়া।

১৫৬
আগে যদি জানতাম আমি
বান্দিয়া[১] রাকতাম[২] নদী
তাতে বিধি হইল বাদী
ডুবল তরি টের পাইলাম না॥

আমার টলটল টল
অটল নদী
দেখলে জীবের
হুঁশ থাকে না,
মন রসনা —
ভবে মানু জনম
আর তো হবে না॥

আগে যদি জানতাম আমি
বান্দিয়া রাকতাম নদী
তাতে বিধি হইল বাদী
ডুবল তরি টের পাইলাম না॥

আচম্বিতে[৩] জোয়ার এইসে[৪]
অপরূপ রূপরতন
ন্যায় গো ভাসায়ে
কি কর মন চিন্তায় বইসে[৫]
বান্ধরে[৬] নদীর মুড়া ঠেইসে
ওরে বান্ধ নদীর মুড়া ঠেইসে॥

সময়ের সখা অসময়ে নাই দেখা
কি কর মন চিন্তায় বইসে
বান্ধরে নদীর মুড়া ঠেইসে॥

আগে যদি জানতাম আমি
বান্দিয়া রাকতাম নদী
তাতে বিধি হইল বাদী
ডুবল তরি টের পাইলাম না॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বাঁধিয়া, ২. রাখিতাম, ৩. হঠাৎ, ৪. আসিয়া, ৫. বসিয়া, ৬. বাঁধ।

১৫৭

দুঃখ বিনে সুখ দেও নাই যারে
দ্বারে দ্বারে ঘুইরা মরে।
দুঃখী জনেই বুঝতে পারে
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া ফিরে॥

যে দেখে সেই ঘিন্না করে
বৃক্ষ তলায় যায় যদি সে
ছায়া নিবার আশা কইরে
গাছের পাতা ঝইরা পড়ে॥

দুঃখী জনা মনের দুঃখে
ঘুইরা ফিরে দ্বরে দ্বারে
ও-তার মনের দুঃখ কেউ বোঝে না
খিন খিলিয়া হাইসা মরে॥

১৫৮

জ্যান্ত মাকে না চিনিয়া
মাটির মা করিল ভজন
তাতে কি আর
উদ্ধার হবে মন॥

দশ মাস দশ দিন তোরে
রাইখাছে উদরে
রাইখাছে মা তোরে
তুই তাহারে ভোলা মন॥

কুমারে ছেইনা মাটি
গড়াইল মাটির মূর্তি
ঐ পদে দিলে ভক্তি
মুক্তি কি আর হয় কখন॥

হজ করিতে মক্কায় গেলি
টেকা পয়সা লুটাইলি
মক্কায় তুই কি
পাইলি ভোলা মন॥

শিন্নি দেও মক্কায় ঘরে
        মানুষেই খাইল তারে
মানুষ রয় জগত জুইরে
        মাইনষে কর অশাসন॥

যোগী ঋষি সাধন করে
        মানুষ দিয়া মানুষ ধরে
তা নইলে সাধন ভজন অকারণ॥

দুধ কেলা আওলা চাইলে
        ভোগ দিলি থালে থালে
কাজল তাই ভেবে বলে
        জ্যান্ত মার কর সাধন॥

১৫৯
পরান কান্দে বন্ধুর লাগিয়া
সখী নয়ন ঝরে বন্ধুর লাগিয়া॥

সইলো সই! যে ব্যথা আমর অন্তরে
        সে ব্যাথা কি জানে পরে
                জনম গেল কান্দিয়া॥

এত ভালবাসি যারে
        সে তো থাকে দূরে দুরে
কি হবে সই এ জীবন রাখিয়া॥

সইলো সই! কি বলিব সখি তরে
        যার জ্বালা সেই বুঝতে পারে
লোকে হাসে আমারে দেখিয়া॥

সে বড় বিষম জ্বালা
        তার উপরে বন্ধুর জ্বালা
এত জ্বালা সহিব কি দিয়া॥

সইলো সই! মাটি হইলে ফাইটা যাইত
        পাথর গইলা পানি হইত
সাগর হইলে যাইত শুকাইয়া॥

যতই দিল দুঃখ মনের মত
পরানে আর সইব কত
কাজল মইল তোমার আশায় চাইয়া॥

১৬০
কেন তারে মন রে দিলাম
সে সুমায় কইরাছিলাম প্রেম
হাসিয়া খেলিয়া॥

বিষে অঙ্গ দগ্ধ হইল
পলক মেলিয়া
যৌবন সইপা তারে
কান্দি আমি জনম ভরে
আর কতকাল কানব আমি
বন্ধুর লাগিয়া॥

বন্ধুর বিচ্ছেদের অরস
দিকে দিকে ধায় রে।
জীবন-যৌবন সইপা ছিলাম
ঐ নিঠুরের পায়
কে জানিত প্রাণবন্ধু
ভাসাবে আমায়
সাধ করিয়া প্রেম করিয়া
কান্দি আমি রইয়া রইয়া॥

কত বা সহিব জ্বালা
বল না আমায়
বন্ধু একবার ডুবায়
একবার ভাসায়
এত কি আর সয় রে!

১৬২
আমি মরি প্রাণ সইবে
তারে দেখাও না আনিয়া
প্রেম জ্বরে মাথা ঘোরে
আর ডবল নিমোনিয়া।

বন্ধুর বিচ্ছেদানলে
        কান্দি রইয়া রইয়া
এমন নিঠুর বন্ধু
        দেখে না আসিয়া॥

বল বল প্রাণ সই রে
        কত রব সইয়া
বন্ধুর বিরহানল জ্বলে
        ঘুসিয়া ঘুসিয়া॥

মনেরে বুঝাইয়া রাখি
        বুঝে না হিয়া
নিজেই যাহা বুঝি রে মনা
        সই কি কর বুঝাইয়া॥

১৮৩
বাবা আজাহার
        তুই বিনা ভরসা নাই আমার।
আমি যেখানে সেখানে থাকি
        চরণ যানি পাই তোমার॥

নিজ গুণে ক্ষমা কর
        কোথায় বাবা আজাহার
সাধন ভজন নহি জানি
        দেখা যানি পাই তোমার।
দয়া করে দেখা দিয়া
        ঘুচাও মনের অন্ধকার।

ঈমান আমান ঠিক রাখিও
        রাইখ আমার মনে বল
আমি হয় আমার সম্বল
        তুমি বিনে এই ভুবনে
বান্ধব কেহ নাই আমার॥

গুনাখাতা মাফ করিও
        চরণেতে দিও যাই
তোর চরণে ভক্তি দিয়ে

ঐ চরণে মুক্তি চাই
এই দেহ অন্তিমের কালে
চরণ যেন পাই তোমার॥

১৬৪
যাবি যদি সাত সাগরের পাড় মন আমার।
সাত সাগর আর তের নদী
দুই নদী বয় নিরবধি
দেখতে পাবি এই দেহের ভিতর॥

দুই পাশে মাণিক জ্বলে
কলের জাহাজ কলেই চলে
এই দেহতে খুঁজলে পাবি তারে
আট কুঠুরি নয় দরজা
এক জনা রাইখাছে সোজা
কর গা পয়রবি তাহার।

গইড়াছে ঘর কারিগরে
রাইখাছে খুই খুটির পরে
টানা দিয়া রাইখাছে সেই ঘর
বন্ধে বন্ধে হীরা আটা
কামিলকর রইয়াছে তথা
তৈয়ারি হেকমতি সেই ঘর।

কাজল বলে ও ভোলা মন
চিনলা না মানুষ রতন
কি কইলা মুখ দেখবি তারে
ভুইলা রইলি রঙ্গ রসে
কাল কাটালি বারোমাসে
কি লইয়া যাবি ভব পার॥

১৬৫
গাও গাও গাওরে মাঝি
ভাইটাল সুরের গান
তোমার সুরে নদী বহে উজান
আমার যায় পরান॥

তোমার গানের সুরে সুরে
পরান আমার রয়না ঘরে
তুমি আগুন জ্বাইলা ছেও অন্তরে
গানে দিয়া টান॥

তোমার নায়ের বাদাম দেখি
এক নজরে চাইয়া থাকি
আক্ত অইল হইতে
কান পাতিয়া শুনি তোমার গান॥

তোমার গানের সুরের টানে
গৃহ-কর্ম না লয় মনে
সদায় থাকি তোমার সনে
বলে আমার প্রাণ॥

১৬৬
জনম নিল মদিনায় নবি
হইয়ে নবি পাপী তাপী উদ্ধারিতে
জনম নিল দুনিয়ায়॥

যার ধর্ম সে প্রচার করে
ধর্ম বিলায় ঘড়ে ঘড়ে
সে তো উম্মতি উম্মতি বলে
কান্দে যে হামেশায়॥

আপন ধর্ম বিলাইয়া
রাইখাছে সে ফাঁস পাতিয়া
কান্দে সদায় বুক ভাসাইয়া
কেবল তরাইতে বান্দায়॥

আপনা সুখ ত্যাগ করিয়া
কান্দে রে উম্মতের লাইগা
এমন দরদের বান্ধবে
একবার না পড়ে মনে॥

১৬৭
দেখে আইলাম সোনার কন্যা
কান্তাই নদীর তীরে

কান্কেতে কলস লইয়া
চলে ধীরে ধীরে॥

সোনার বরণি কন্যা
রূপে ঝলমল করে
অপরূপ সেই রূপের ছবি
আরে ঝিলিক মারে।

সেই না কন্যার রূপ দেখিয়া
চাঁন সুরুয পড়ে ঢলিয়া
ঢুলু ঢুলু দুইটিরে আঁখি
নয়নে কাজল রে॥

নয়নেতে দিয়া কাজর
আমারে করিল পাগল
মুখে কন্যার মধুর হাসি
ঘাটে দেখলাম তারে রে॥

১৬৮
এক কথার আর ভেদ পাইলাম না
মাইনশে করে তার উপাসনা
আল্লার পয়দা নয় সে জনা
শক্তি বল কম রাখে না॥

সেই মানুষ বাধ্য আছে
দুনিয়া তার ভেস্ত খানা।
চিন শহর আর ঢাকা দিল্লি
ঘুইরা বেড়ায় অলি গলি
হস্তপদ নাই তাহার নাইকা
ঘুইরা বেড়ায় মেছের পাটনা॥

জিতা নয় সে কয় না কথা
বাচ্চা দেয় সে মাইনষের কথায়
দুনিয়া তার বাহাদুরি
পরকালের ধার ধারে না॥

যে দেখে সেই আদর করে
যন কইরা ভক্তি করে

পির পেগাম্বর ভালবাসে
মওলা তার দিকে ফিরেও॥

অধির কাজল গোলে পইল
দেশ বিদেশে ঘুইরা মইল
কপাল মন্দ মোর যার লাইগা
গালি দেয় মোরে পুত্র কতা॥

১৬৯
এই ভবে দরদি নাই রে
দুঃখ বলব কারে
দুঃখী জনেই দুঃখ সয়
দুঃখে তাহার শিমের ভয়
দুঃখ বিনে সুখ জানে না রে॥

সে যদি আমার হইত
একবার মনে করিত
ভুলিয়া থাকিত কি মোরে।
ও তার পাষাণে জীবন গড়া
অন্তরে তার বিষ ভরা
দয়া মায়া নাই অন্তরে॥

যার লাইগা মোর বহে ধার
চোখেতে নাই পানি তার
মিছা কেন ভাবি আমি তারে
আমি চাই না এমন কালা চান
কাজলে বলে জহর আন
জহর খাইয়া যাইব মইরে॥

১৭০
কে আছে মোর এমন বান্ধব রে
তুই বিনে দুঃখ কে বুঝিবে
তোমারে পাইবার আসে
ঘুইরা বেড়াই পাগল বেশে
আমার মুখ দেখাই যে বুঝিবেরে
এখন বান্ধব নাই কেউ ভবে॥

বড় আশা ছিল মনে
দেখা হবে তোমার সনে সাইরে
মনের যত জ্বালা আছে
কইব সব তোমার কাছে
আমার আশায় আশায় জনম গেল
আর কি সুখ ভাগ্যে হবে॥

কত রব জ্বালা সইয়া
তোর প্রাণে কি নাইরে দয়া সাইরে
আদিন কাজল কাইন্দা মইল
আজ আমার ভাগ্যে নারে হইল
লালন বিনে নাইরে বান্ধব
নয়নের জল কে মুছাবে॥

১৭১
অনেকদিন হইল রে বন্ধু
ছাইড়া গেছাও মোরে
কোন প্রাণেতে আছাও তুমি বন্ধু
ও দরদি! ভুলিয়া আমারে॥

তুমি আছ ভুইলে মোরে
কেমনে আমি থাকি ঘরে
ঘরে জ্বালা বাইরে জ্বালা বন্ধু
ও দরদি জ্বালা মোর অন্তরে॥

কি জ্বালা সহিতে আছি
সহে না অন্তরে বন্ধু
দিবা নিশি পুইড়া মরি
সদায় দানে করে॥

জ্বইলা পুইড়া হই আঙ্গেরা
সে আগুন কি নিভাবো তোরা
তোরা হইলে যাইতি মারা সখী
ও দরদি! মরতি তোরা পুইড়ে॥

১৭২
পর কি কখন হয় রে আপন
পরের দুঃখ বুঝে

আমি আপন বলি যাহারে
সে কেবল কান্দায় মোরে
দয়ামায়া নাই তার কাছে॥

আমি বলি হাপনী
সে তো ভাবে বেগনা
আপন কেহ নাই সংসারে
যে দুঃখ আমার মনে
সে দুঃখ কি অন্যে জানে
প্রাণের জ্বালা কই কার কাছে॥

আশা ভরসা দিয়া
·খিঠা কথায় ভুলাইয়া
নিয়াছে সকলি কাড়িয়ে
আমি হারাইলাম আপনা
প্রাণ বন্ধু কথা কয় না
আমায় এখন গেছে ভুইলা॥

১৭৩
দাপের কতই দাগ লাগাইলি
নিঠুর বন্ধু আমার প্রাণে
দাগ লাগাইলি মোর অন্তরে
এই দাগ আমি দেখাই কারে
ভিজা কাষ্ঠে আগুন দিলি
জ্বলে আগুন রাত্রে দিনে॥

সে বড় বিষম জ্বালা
জ্বাইলা পুইড়া হইলাম কালা সই রে
বোবা যেমন স্বপ্ন দেখে
মনের কথা মনে রাখে
আমি যে কি হেরি সেই কি আন্ধার
আমার কথা নাই তার মনে॥

যে ডাল ধার সেই ডাল ভাঙ্গে
পিরিত কইরে তোমার সঙ্গে সই রে
লোকে হাসে দশা দেখিয়া
তুমি আছাও চোখ দেখিয়া

দেখলে না আমারে চাইয়া
আমার কান্দন কেরা শোনে॥

১৭৪
দিন তো আমার ফুরায়
কোথায় আমি
আমায় আমি চিনলাম না।
দিন ফুরাইলাম রঙ রসে
আমারে খুইজ্জা দেখলাম না ॥

সমুন্দুরে শঙ্খ থাকে
শত শত লাখে লাখে
শঙ্খ বাজে পুকার ঘরে
সব শঙ্খ পূজায় লাগে না॥

ঝিনাইর ভিতর মতি আছে
ঘুইরা বেড়ায় গঞ্জের মাঝে
জহুরিতে মতি খুঁজে
সব ঝিনাইতে মতি পায় না॥

মুর্শিদ বলে শোনরে কাজল
ঠিক রাখিও আপন সম্বল
ঘুইরা দেখ তুই তিরভূমণ্ডল
সব জাগায় বাজার মিলে না।

১৭৫
জনম ভইরা ডাকলাম তোমারে
কত জনমের অপরাধী
অপরাধ কি ক্ষেমা হবে না॥

মনের কান্দাইলা মোরে
আমি যে আর কানবার পারি না
কানতে কানতে জনম গেল
চোখের পানি না শুকাইল
কত পাষাণ গইলা গেল
তোর মুর্শিদ অন্তর ঘামে না॥

কান্দাও তুমি যত পুরা পর
দুঃখ কষ্ট যত পার
কোন আশা বাকী থুইও না
যে দুঃখ দিচাও মোর অন্তরে
এত দুঃখ কারে দিও না॥

অধম কাইন্দা বলে
        দয়াল চান্দের চরণ তলে
জনম আমার যায় বিফলে
        তোর কি দয়াল দয়া হবে না
পাথর হইলে পানিরে হইও
        তোর কি মুর্শিদ আর টলে না॥

১৭৬
কোথায় আছোও দয়াল চান
        ডাকে তোমার ভক্তগণে
আমি জানি না তোর সাধন ভজন
        দয়াল, পাই যেন স্থান ঐ চরণে॥

আমি যদি ডুইবা মরি কলঙ্ক তোমার
সামুনে অকূল নদী জানি না সাতার
ডাকে তোমার ভক্তগণ
দয়া করে দেও চরণ
আমার রাইখ দয়াল স্মারণে ।

কত পাপী তাপী তইরা গেল
        দিয়া নামের ধ্বনি
সাধন ভজন মুর্শিদ কিছু নাহি জানি
ভরসা তোর ঐ চরণ
        কোথায় তুমি নিরঞ্জন
দয়া করে রাইখ আমার চরণে॥

পারের সম্বল নাইকো ধর
        ঐ জরণ কইরাছি সব
তুমি বিনে ত্রিভুবনে
        কেহ নাই বান্ধব আমার ।
কাজলের এই নিবেদন

পুরাও মনের আ্যাক ধ্যান
কেহ নাই আপন বান্ধব তুই বিনে॥

১৭৭
তুমি তো আল্লাহু গনি
তোমারি নাম জলিল জব্বব নূরে ছব্বানি।
তোমার ঐ নাম নিলে মুখে
শত বিপদ দূরে থাকে
তোমারই নাম সাই নিরঞ্জন
তুমি রব্বানি।

তোমার আশকি যে জন
ভয় কিরে তার জীবন মরণ
প্রাণ ভরিয়া দেও না মোরে
ঐ নামের ধ্বনি॥

নবিজির আশোকেতে
ওয়েসকরুনী ধিয়ানেতে
দান্দান দান্দান ভাঙ্গিয়াছিল
আপে আপনি॥

কাজলের এই নিবদন
জিতে যেন পাই দরশন
তুমি আমার বক্ষের ধন
নাই তোমার ছানি॥

১৭৮
সখী রে দেইখা আইলাম তারে
ঐ না গাঙ্গের তীরে
রূপে কন্যা ঝলমল করে
আবে যেন জিলিক মারে
রাঙা টুক টুক করে॥

সখী রে–
খোপায় শোভে বকুল মালা
মুখে মধুর হাসি
শাড়ির অঞ্চল উড়ে

মুক্তা যেন ঝইরা পড়ে
দেখিলাম গাঙ্গের পাড়ে॥

সখী রে–
সেই না রূপের ঝিকিমিকি
মনে পড়ে থাকি থাকি
ঐ না রূপে পাগল করলো মোরে
কাজলের টিপ কপালেতে
যায়রে কল্যা নদীর ঘাটে
সদায় মনে পড়ে॥

সখী রে–
মরি কিবা রূপের ছটা
কপালে সিন্দুরের ফোটা
যৌবন জ্বালায় হেইলা ঢুইলা পরে
রূপেতে করে উজালা
চান্দের গলায় তারার মালা
কাজল খুজে তারে॥

১৭৯
রূপ সাগরে ডুবলে পাবি তারে আপন ঘরে
যে জন তোমার হিদ মাঝারে
নির্জীবকে সজীব করে
দেখা পানি প্রেম নদীর কিনারে॥

লাহুত নাছুত মালকুত জবরুত
আরোয়া মোকাম হাহুত
তুমি খুঁজো মোকাম
মামহুদা নগরে॥

লা-মোকামের খুললে তালা
দেখতে পাবি রূপের মেলা
সোনার মানুষ সদায় ঝলক মারে॥

ঘরে তোমার ভাঙ্গা বেড়া
ইন্দুরে করিল টেরা
মনের বেড়া দেও না শক্ত করে॥

১৮০
আপন ঘরে বিরাজ করে তারে চিন না
হাতের কাছে নড়েচড়ে চাইয়া দেখনা।
করলে সাধন মিলতো রতন
দিন ফুরিলে কানবি রে মন
দিনের শেষে কানবি বসে
করবি ভাব না॥

আয়নার পৃষ্ঠে লাগাও পায়রা
দেখবি মানুষ জগত জোড়া
সম্মুখে তোর আছে খাড়া
মালেক রব্বানা।

এই দেহ তোন করছে গঠন
কল কৌশলে সাই নিরঞ্জন
হাপন প্রেমে হাপনি মগন
দেয় ভারাম খানা॥

আশোকে মইজাছে যে জন
মুর্শিদ তারে দেয় দরশন
আশোক হইলে মাশুক মিলে
কাজল দিলকানা।

১৮২
রূপ সাগরে ডুবলে পাবি তারে হাপন ঘরে
রূপের খেলা রূপের মেলা
রূপেতে করে উজালা
রূপেতে রাখছে তারে ঘিরে॥

রূপের দেশে যে জন যাবি
অপরূপ সে দেখতে পারি
ডুব দিয়া রূপ সাধন কর তার
জলের নীচে রূপের কোঠা
খোপে খোপা আয় না আটা
নবিন মেঘে সদায় ঝলক মারে॥

লাল জহর আর চূনি মণি
সেথায় আছে রূপের খনি

রূপেতে রাখছে উজ্জ্বল কইরে
তারার মালা চান্দের গলে
আশোক হইলে মাশুক মিলে
কাছল মইল অবহেলা কইবে।

১৮৩
তরির অপরূপ গঠন হেকমতে তৈরি
গরাইছে আপে সিরাজ্জন
মণি-মুক্তা বোঝাই তরিরে ভোলা মনরে আমার
রাইখাছে করিয়া যতন
হেফাছতে আছে সদায়
লাগাইছে গলইতে রতন।

বড় সাধের তরি
বাইলে চলে উজান পানি
ভাটিতে পড়িবে যখন
তরি আর উজাইবে না মন
ভাটির টানে তরি পইলে
খসিয়া পড়িবে রতন॥

দিনে দিনে খসিবে
বাইনেতে জং ধারিবে
তুফানে মারিবে থাপা
সে দিন মানবে না চাপা
হাইল ছাইডা মাঝি পালাবে
পালাইব যত মাল্লাগণ॥

তরি যারা করতো যখন
তারা সেদিন হবে দুশমন
কান্দিলে শুনবে কান্দন
অঝোরে ঝারিবে নয়ন
লালন চান কয় দিন বয়ে যায়
কাজল তোর পাছে কাল শমন
আহা মরি।

১৮৪
ভেজ দরুদ সালাম নবি মোস্তফায়
বাবা পাপী তাপি উদ্ধারিতে

উদয় মদিনায়

উদয় মদিনায় বাবা পয়দা দুনিয়ায়॥

উম্মতেব লাগিয়া নবি
        কান্দে দিন রজনি
তাহার কান্দনে কান্দে
        ফাতেমা জননী
দুই নয়নের জলে সদায়
        বক্ষ ভাইসা যায়॥

উম্মতি উম্মতি বলে
        কান্দে জারে জার
কান্দিয়া কান্দিয়া নবি
        বলে পরোয়ার
আমার উম্মতি যানি
        দোজখে না যায়॥

উম্মতি উম্মতি বলে
        কান্দে হামেশায়
আপন ধর্ম বিলায় নবি
        প্রতি ঘরে ঘরে
পাপী তাপি উদ্ধারিতে
        ফান পাতছে সংসারে
এমন দরদের বান্ধব
        চিনলাম না তাহায়
কাছল বলে দিন ফুরাইলে
        হবে কি উপায় ॥

১৮৫

ও বিদেশী বন্ধু
        পাগল করলি মোরে
                পাগল বানাইলি আমারে
আকুল করলি মোরে
        কালিয়া বাঁশির সুরে॥

বাঁশির সুরে নয়ন ঝরে
        কেমন কইরা থাকি ঘরে হে

তোর বাঁশিতে এত মধু
আমি নারী কুল-বধু
ঘরে আমার ননদিনী জাগে রে॥

বাঁশিতে মারিলে টান
বাইরোম বাইরোম করে পরান হে
বাঁশরি বাজাইয়া কালা
আমারে করো উতালা
নিভা আগুন জাইলা দেও অন্তরে॥

আমি নারী কুলবালা
কত রকম কইরা ছলা হে
কলসী লইয়া কাখে
ঘাইরে আমি নদীর ঘাটে
খালি ফিরা আমি ঘরে রে॥

১৮৬
আমি হারাইয়াছি প্রাণবন্ধু রে
কেমনে থাকি ঘরে
আমি কি করিব কোথায় যাব রে
কোথায় যাইয়া পাব তোরে॥

বন্ধু বিনে দুনিয়া আন্ধার
হাপন বলতে কেও নাই আমার
এ ভব সংসারে।
সে যে আমার চোখের পুতুল রে
তারে না দেখিলে নয়ন ঝরে॥

কোথায় যাইয়া পরান জুড়াব
মনের কথা কারে কব
এমন বান্ধব নাই সংসারে
আমায় যে দেখে সেই আদর করে রে
আদর বন্ধুর মত কেউ না করে॥

১৮৭
ঘুঘু ডাকে ঘু ঘু
দোয়লে দেয় শীষ

কাল সাপিনী কামড় দিলে
তার নামে না বিষ রে॥

সাপের লালায় বড় জ্বালা
লাগে যার গায়
জীয়ন হইতে মরণ ভাল
বিষে পরান যায় রে॥

পুত পুত কইরা কানা কুয়া
কাইন্দা ফিরে ঝোড়ে
চোখ গেল চোখ গেল বইলা
পক্ষী কাইন্দা মরে।
কানা বগি নিরিখ ধরে
মাছ ধরিবার আশে।
কাজল বলে বিষের জ্বালা
বারণ হবে কিসে রে॥

১৮৮
বাকুম বুকুম কইতোর ডাকে
চিলে নিল মুরগির ছাও
উপার দিয়া যাও রে বাইয়া
ঝুম ঝুম কইতোরের নাও।

শালিক করে কেচর মেচর
ফেইচায় বলে শেষ কর শেষ কর গো
পক্ষী ডাকে বউ কথা কও
ঘোমটা তুমি খুইলা দেও॥

ভাটি নাইয়া পাল টানিয়া
ভাইটাল পানি বাইয়া যাও
আমার কথা কইও যাইয়া
যদি বন্ধুর দেখা পাও
ঝুম ঝুম কইতোরের নাও॥

কাজল আছে পন্থে বইসে
বন্ধু আমার রব্বাসে গো
আমার বুকে ব্যথা দিও
তুমি কিবা শান্তি পাও।

১৮৯

কোন গুণে তোমার রাঙ্গা চরণ পাব॥
চরণ পাব পাব পাব বইলে
আমার এত জনম কাল গেল
তুমি লউকার মাঝি
কূলে বইসে কান্দি রে
পার কইরে দেও ও দয়াল চাঁন
ওপার আমি যাব॥

নিমা সাম হইয়া আইল
কোথায় যাইয়া দাঁড়াই বল রে
ঐ চরণ ভজিব॥

পল্লি-সংগীত
(মারফতি)

পল্লি-সংগীত (মারফতি)

১

মন মুছল্লি নামাজ পড়
নামাজে হক বাঘ ডর
যে নামাজে খোদা পাবা
যে নামাজটি হক তোমার॥

আজ কর গঙ্গা জলে
তাইতে কি ফল কভু ফলে
দেলের মালা রাখলে দেলে
উপরে সব পরিষ্কার॥

জায়নামাজে হয়ে খাড়া
একদমেতে কিরাত সারা
দৌড় দিল তোর মনের ঘোড়া
আজাজিল হয় তোর সোয়ার॥

দেল হুজুরে হও নামাজ
যাতে হবে আল্লা রাজি
আছাম বলে ওমন পাজি
নইলে যাবি ছারে খার॥

২

বিলায়েতের ভেদ জানিয়ে কর সাধনা
বিলায়েতের ভেদ যেজন জানতে পায়
সে নবুয়তি ভেদ মানবে কেন তথায়
তারে বর্তমানে সাধন করলে হয়
আপনা সিনা ঢুঁড়ে দেখ না॥

কালাম দিলেন নববই হাজার সাঁই
তিরিশ হাজার জাহেরা শুনতে পাই
ও তার ষাইট হাজার বাতুনে রইল রে
অন্যে তো তা জানে না॥

তাহের চাঁদ কয় দেখসে আদিল আয়
আমার রাহু যদি তোর শরিয়তে যায়
নইলে শরিয়ত কেবা চালায়ে রে
তারে বর্তমানে খোঁজ না॥

৩
ঢেকুশ কুশ নামাজ ভাই
কই তোরে
ভাল মতো সিজদা দিয়ে
খোদার মন্ত্র বুঝবা রে॥

তুমি ভাব আমি সুফি
আমার নামাজ বড় কাফি
খাটবে না এসব চালাকি
মিজানের সামনে রে॥

মোকাম ও-সে মোহাম্মাদা
মরে নাই সে আছে জিন্দা
সেই তো কলমা কোলেন্দা
ইহার ভেদ শুনলে না রে॥

জায়নামাজের আগে কি দেখ
মানষের জায়গায় ফাঁকি থাক
কভু নামাজ আদায় হয় নাকো
আছাম কয় তাহাওয়াফ
এলেম ধর রে॥

৪
কালেবে যত খোদা
তত্ত্ব দেখ না
সাঁই আমার নিজে বলে
মানুষ ভজলে
পাপ রবে না॥

আদম তন কে নড়াইল
সেই যেয়ে চেতন করিল

গুরু রূপে শিক্ষা দিল
নইলে সে নাম কেউ জানত না॥

সাঁইজি আমার হুকুম করে
করে হুকুম ফেরেস্তার তরে
সিজদা কর আদম তনে রে
আছ তোমরা যত জনা॥

হুকুম পাইয়ে সবে
সিজদা করে আদম তনে
সাঁই বলে আদম মানুষে
আজাজিল বিশ্বাস করে না॥

যখনেতে সিজদা করে
তক্ ঝোলে সেই শূন্য ভরে
পলাতক আজাজিলের গলে
দিলাম আপনি সই রব্বানা॥

যখনেতে সিজদা করে
আল্লাহু আকবর
অনেকবার বলে
আদিল বলে ফের সিজদা কর
যাবে জানা পাপ রবে না॥

৫
আমি বলি দশের কাছেরে
আগে নবি মারফত করে॥

শরিয়তে যদি মুক্তি লাভ মেলে
তবে পির ধরে মুরিদ হও কেনে
পির ধরে সাধনা করলে
তবে তোর শরিয়ত আদায় হবে রে॥

শুনিলাম এই দেহ মাঝে
এক মানুষ আছে লা' মোকামে

সেই মানুষের সাধনা করলে
        আখেরে পাবা গুণমণি রে॥

তাছের শা কয় বারে বারে
শোনরে আদিল বলি তোরে
বিলায়েতের ভেদ জানরে
        শুধু শরিয়তে কি পাবি রে॥

৬
এই অজুদে আছে কব্বর সারা
দেখবি যদি দেখে যা না তোরা॥

রাউৎ, রাদুৎ, মালকুৎ, জররুৎ
চার কব্বরে চারজন রাহু
তারা গুন গুন স্বরে করছে হু হু
চান্দে গিল্টি করা॥

রাউৎ কব্বরে পাঁচটি মরা
আগুন, পানি, নূর, সেতারা
হজরত আলী এমাম জোহরা
আছে মা বরকতের দামন ধরে তারা॥

আল্লা, আদম, মোহাম্মাদা
দমের মান্দার আহাম্মাদা
কব্বর করে জানাজা পড়ে
মাটি দিয়ে থুয়ে গেল তারা॥

মান্দারের গুণ বলব কত
হাজার লক্ষ কাল্লা মান্দারের হয়তো
মান্দারের পৃষ্ঠে দাঁড়ায়ে আল্লা বলতো
চাঁদ মিয়াজান বলে ছবেদল দিশেহারা॥

৭
কৈ মা জননী কৈ শচীরাণি
জন্মের মত বিদায় হই মা চরণে ।

রইল বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে, দেখ গো মা তারে
যেন আমার তরে মরে না গো প্রাণে॥

মাগো বধূ যখন তোমায় সুধায় আমার কথা
বুঝাইয়া দিও তার যাতে জুড়ায় ব্যথা
যার ভাগ্যে যাহা লিখেছেন বিধাতা
অবশ্য তা হবে কে করে অন্যথা ।
যেন অন্তর যোগিনী সাজে অভাগিনী
ঘরে বসে সদায় হরি কয় বদনে॥

জননী কিংবা জন্মভূমি আর
শত স্বর্গ নহে তুলনা তাহার
মায়ের এক ধার দুগ্ধের ধার
কোটি কোটি জনম নহে শুধিবার ।
হল আমা হতে তার, বিপরীত আচার
শুধিব আজ যে ধার, তোমার বধে প্রাণে॥

বিষধরে যদি দুগ্ধ দিয়ে তোষে
তবু দংশে আপন স্বভাবের দোষে
আমায় ভালবেসে তাই ফল মা শেষে
দংশিয়ে তোর বুকে চলিলাম সন্ন্যাসে ।
যখন গর্ভে ধরেছিলি কেন না মারিলি
এখন আপনি মরিলি রেখে কু-সন্তানে॥

বসন ভূষণ ভবন আশ্রয়ে
সহজ বেশে কত দেখলাম হরি কয়ে
ঐশ্বর্য ভাবে আছে মুগ্ধ হয়ে ।
তাই মাথা মুড়াইব সন্ন্যাসী সাজিব
হরির নাম বিলাব ধরিয়ে চরণে॥

জন্মিলে একদিন আছে তো মরণ
হরি বলতে যদি দেহ হয় পতন ।
সেও আমার বড় মাঙ্গ করি ভবের তরি
সেই নাম বল নো বল গো বদনে॥

৮
নিবেদন খাদেম করে
মুসল্লিদের জোনাবে

মুসল্লি যে দাবি কর
মুসলমান হলে কবে॥

না চিনিয়ে আপনারে
এস্‌লাম (মুসলিম) হলে কেমন করে
আগে চেন আপনারে
তবে মুসলমান হবে॥

মুসল্লি হয়ে নামাজ পড়
শয়তানের সাথ নাহি ছাড়
আপনাকে জান বড়
নামাজের গৌরবে॥

কোরানে খবর আছে
আর আয়তাল সুরার বিচে
বুঝে নিও পিরের কাছে
মুসল্লির কি দশা হবে॥

আপন নামাজ হতে
যে খবর এই দুনিয়াতে
খারাবি তার আখেরেতে
নিসন্ধেতে জানিবে॥

শয়তানের কাম ছাড়
আপনার নামাজ পড়
বন্ধন করে আপনায়
সুরাহেতে চলিবে॥

দীন হীন বুদ্ধ বলে
মুর্শিদের পদতলে
হিসাব কালে নিও তুলে
কাগজ যখন বেরোবে॥

৯
দোস্ত চিনে দুস্তি কর দুনিয়ায়
খোদার দোস্ত মোহাম্মদ
মিরাজে দরশন হয়॥

কোন কলেমায় নবি মুরিদ
জান সে কলেমার ভেদ
মিছে কর দুনিয়ায় জেদ।
কাজ কিরে নামাজ রোজায়
এস্ক কানা যাবে জানা
বস গিয়ে মোরা কাবায়॥

ফানা ফিল্লার ঘরে যেয়ে
নূর তাজিল্লা দেখ চেয়ে
আশকেতে মন মজায়ে
খোঁজ সেই দোস্ত কোথায়।
যমন খোদার নূরে নবি পায়দা
তা নইলে কি এমন হয়॥

আজাজিল্লকে লান্নতি করে
রেখেছে সেই জুদা ঘরে
বুঝিবার কার সাধ্য হয়।
খোদার খেলা বুঝরা কি ভাই
নিজের খেলা বুঝা দায়॥

১০
কামিনী কাল নাগিনী
ফণিনীর বিশাল বিষ
ওয়ার নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ড নাশে
না জেনে কেন হস্ত দিস॥

সে ফণীর ভঙ্গি বোঝা দায়
মুণির মন ভোলায়
কত ওঝা বৈদ্য সাপুড়ের খেল
দেখতে লাগে ভয়॥

ও সে ইশারাতে মানুষ মজায়
নয়ন দেখে চিনে নিস
সে ফণীর যুগল মণি রয়
ও তা বক্ষে শোভা পায়॥

দেয়লে পরে একেবারে
মানুষ ভেক লাঙ্কায়

আকর্ষণে আহার জোগায়
তাই দেখে কেউ দিসনে হিস্॥

সে ফণীর বিলাস বনে বাস
মনে অভিলাষ
করে বারো মাস
কেন গুরু চাঁদের বাক্য ফেলে
সেই বনে ভ্রমণ করিস॥

সে ফণীর মন্ত্র শুনে ভাই
শ্রীগুরুর দোহাই
হরির নামটি মহামন্ত্র
তা বিনে আর নাই
গুরু বাক্য করে ঐক্য
'মা' বলা ধূলা পড়া দিস॥

মহানন্দের ভারতি
তুই শোনরে দুর্মতি
গুরুকল্প ইশারা মূলে
থাক দিবা রাতি
অশ্বিনী তোর হয় না মতি
ঘরে বসে কি করিস॥

১১
গুরু নিষ্ঠা নামে রুচি হল কই
অবোধ মন তোরে কই॥

যার হয়েছে নামে রূচি
মুচি হলেও সর্বসূচি
নাম বিরুচি ব্রাহ্মণে
কুলাবে কই॥
যে হয়েছে গুরু নিষ্ঠ
চণ্ডাল হলেও সর্বশ্রেষ্ঠ
ভাগবতে প্রমাণ সই॥

যত্নে গুরু বৈদ্য ধর
নামৌষধি সেবন কর
কাম কুপথ্য ছাড়
রোগ আরোগ্য হই॥

করিলে নিষ্কাম পথ্য
এ দেহ হবে সামর্থ
হবিরে মন সর্বজয়ী॥

সাধু সঙ্গ কার মিষ্টযোগ
আরোগ্য হবে ভব রোগ
আর কত ভুগবি রোগে
তোরে বুঝাই॥

পান কর পঞ্চ প্রেম পাচন
ভব রোগ হবে পরিত্রাণ
কৃপা করবেন কৃপাময়ী॥

না হয় অনুরাগের তেতুঁল গুলে
পান কর মন হরি বলে
নব রসের ডাবের জলে
মহাভাবের কাঁচি দই॥
পান কর মন শ্রদ্ধা করে
ভব রোগ তোর যাবে সরে
জানবি না আর গুরু বই॥

গোসাঁই তারক চাঁদ কয়
হওগে খাঁটি
ছেড়ে দে সব ময়লা মাটি
অসৎ পচান পঁচাপুঁটি
ভব রোগের বৃদ্ধি ওই॥
মহানন্দের ভাব সাগরে
ডুব দে রে তুই বিবাগ ভরে
অশ্বিনী তোরে সুধাই॥

১২
শুদ্ধ আগম পায় যে জনা
নিগমেতে উঠছে আগম
সেই পেয়েছে নবির চেনা॥

ভাসলেন সাঁই নৈরাকারে
বাইরের মানুষ গমন হয় রে
যেমন ধরে মন্থন করে
ক্রোধে ভেঙ্গে হয় চারজনা॥

ক্ষণে ভেঙ্গে হয় ছয়খান
পাঁচ তনেতে বসাল জান
কে বুঝিবে মালেক সাঁইর কাম
পক্ষী রূপ হলেন ততক্ষণা॥

১৩
বেলা হল গোষ্ঠে চল ভাই
বের হও রে কানাই॥

আমাদের সঙ্গে যাবি
বনে গিয়ে রাজা হবি
ধবলি আয়না ফিরাবি
বাঁশি বাজাবি
চোরা ধেনু থাকবে বনে
আমরা ভাবি তাই॥

একদিন রাখালগণে
মরেছিল বিষপানে
যমুনার জন্য পানে
আমাদের বাঁচাইলে ভাই
মরিলে বাঁচাইতে পার
তাইতে তোমার সঙ্গ চাই॥

বৃন্দাবনে ঘুরে ফিরে
বনফুল তুলে এনে
দিতাম তোমার চাঁদ বদনে
যে ফল খেতে মিষ্ট পাই।
নীলকণ্ঠ বলে নিদান কালে
ডাকলে যেন দেখা পাই॥

১৪
বলাই দাদার দয়া নাই প্রাণে
আমি গোষ্ঠে আর যাব না
মাগো দাদার সনে॥

বনে গিয়ে রাখাল সবাই
বলে এস খেলি কানাই

হারি যদি স্কন্ধে বলাই
চড়ে সেই ক্ষণে॥

বড় বড় রাখাল যারা
বসে বসে থাকে তারা
আমার পরে দেয় কাজ
কেবল ধেনু ফিরানে॥

ক্ষুধাতে প্রাণ আকুল হয় মা
ধেনু রাখার বল থাকে না
দাদা সে তো বল বোঝে না
কথা কয় টানে॥

* ভণিতা নাই। বর্তমানে গানটি লালনের বলে প্রচলিত।

১৫

শোন গো মা নন্দরানি
তোর নীলমণি মানুষ নয়
চেয়ে দেখ ওর পদপানে
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন রয়॥

আমার ভাই কানাইয়ের বেণু স্বরে
চোরা ধেনু আপনি ফেরে মাগো
যমুনা উজান ধরে
বনদেবী অন্ন দেয়॥

দশভুজা ত্রিনয়নী
কোলে লয় মা তোর নীলমণি মাগো
দশ করেতে খাওয়ায় ননি
আমি খাই আর গোপাল খায়॥

শিরে জটা বাঘাম্বর
ঠিক যেন সে হলধর মাগো
কৃষ্ণ পদে দেয় গো কর।
ভেবে নীলকণ্ঠ কয়॥

১৬

বলরাম ভনে
তোর গোপাল দে মা
রাখালের সনে॥

আনন্দে যাই বনে
আমরা কি তোর কেহই না মা
ভাই কানাই বিনে॥

ও তোর কোলের রতন কৃষ্ণধন
বনের শোভা হয় গো বন
আমি রাখি যতনে
কানাই সব রাখালের জীবন
কানাইকে যাব না ফেলে॥

ফল পাড়ি গাছে যেয়ে
আগেতে ফল দেখি খেয়ে
যদি মিঠে হয় মনে
সেই এঁটোফল দেই মা তুলে
কৃষ্ণ বদনে॥

স্কন্ধে লই মা কৃষ্ণধনে
চড়ে খুশি হয় গো মনে
আমরা চড়াই সযতনে
আমাদের স্কন্ধে লয়ে মা
হাস্য বদনে॥

মা তোর গোপাল কি গুণ জানে
হাল্‌ছে বেহাল ভক্তগণে
ও যার লেগেছে প্রাণে
তাই মাণিতে অধীন পানঞ্জু
ফেরে ভুবনে॥

১৭
গোষ্ঠে যারে বলাই তোরা
যাবে না সে নীলমণি
দুঃখিনীর ধন নয়ন তারা॥

হরকে পূঁজে বিল্ব দলে
নীলমণি পেয়েছি কোলে
নিশীথে দেখেছি স্বপন
কেমন ধারা॥

আমি রে যশোদা রানি
কইরে আমার নীলমণি
তিলেক মাত্র না দেখিলে
দু'নয়নে বহে ধারা॥

শোনরে বলাই, গোপাল মিলে
কালিদহের কূলে গেলে
ফিরে আর আসবে না ঘরে
স্বরূপ হল পার হারা॥

১৮
গোষ্টে চল রে ও নীলমণি
গগনে হইল বেলা
বলাই দিচ্ছে সিঙ্গার ধ্বনি॥

দে গো দে মা পীতধড়া
সাজায়ে দে মোহন চূড়া
কটি বেড়া বেন্ধে দে মা
ক্ষীর ননি॥

শ্রীদাম সুবল রাখালগণে
তোমা ভিন্ন যায় না বনে
গাভী চেয়ে রয় তোমা পানে
দিচ্ছে দেখ হাম্বা ধ্বনি॥

স্বরূপ দীনহীন বলে
নিশি গেল প্রভাত কালে
দেলবর সাঁই দরবেশ বলে
উদয় হল দিনমণি॥

১৯
আর যাবে না গোপাল বনে
বলাই তোরা যা সব রাখালগণে
তোরা জ্যেষ্ঠ, বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ
কষ্ট দিব কেন আমার কৃষ্ণধনে॥

আমার দুগ্ধের গোপাল
মারিস কেনে

বল্ সবাই মিলে
 স্কন্ধে চড়িস কেনে॥

কুস্বপ্ন দেখেছি রে বাপ
গত নিশির এই স্বপনে
সে যে কালিদহে ডুবেছে বাপধন
সেই অবধি সন্ধ মনে॥

২০
গোষ্ঠে বিদায় দিব না গোপালে
আজকার মত ধেনু লয়ে
 তোরা যা সকলে॥

সুকোমল শ্যাম কলেবরে
রবির তাপ না সহিতে পারে
চলতে নারে কুশাঙ্কুরে
 বাজে চরণ তলে॥

বনে বনে ঘুরে নিতি নিতি
যাতনায় কাতর অতি
ঘুমায় না সে সারা রাতি
 ছিল আমার কোলে॥

করিয়ে বহু সাধনা
পেয়েছি এই কেলে সোনা
শূন্য গৃহে থাকা যায় না
 গোপাল না হেরিলে॥

গৃহে রেখে পীতাম্বরে
লয়ে যা দীন দ্বিজ রে
পদসেবায় রাখবি তারে
 ব্রজের রাখালে॥

২১
ধররে বলাই
আজ তোরে সঁপে দেই নীলমণি
বোঝে না বোঝে না বাপ
ছোট ভাই তোর রতন মণি॥

এ ঘর হোতে ও ঘর যেতে
কে বেড়াবে সাথে সাথে
দণ্ডে দশবার চায় রেখেতে
ধড়ায় বেন্ধে দেই নবনী॥

ধেনু রাখ বংশি বটে
যমুনার নিকটে
যখন পড়বা ঘোর সংকটে
বলে ডেক মা কাত্যায়নী॥

দ্বিজ রামচন্দ্রে ইহাই কয়
কেন গো মা কর ভয়
যার নামে যায় শমনের ভয়
তার পদে গঙ্গা সুরধনি॥

২২
ওমা আমায় দে গো বিদায়
আমি গোচারণে যাই
আমি না গেলে বনে
আমার কে চরাবে গাই॥

আমার চরা ধেনুগণে
চরাইতে পারবে কেনে
অন্যজনের হাঁক না শোনে
তাইতে যেতে চাই॥

রাখালিগণ সব চলে যাবে
আমার গো'ধন ঘরে রবে
গাভী বৎস কিবা খাবে
আহার কোথায় পাই॥

ধড়া চূড়া পরাইয়ে
শীঘ্র দে মা সাজাইয়ে
সখা সঙ্গে গোষ্ঠে যেয়ে
গোধন চরাই॥

দাস পীতাম্বর সঙ্গে যাবে
সেবার কাজে সদা রবে

অন্তিক কালে মুক্তি পাবে
কালে ছোঁবে নাই॥

২৩
গোষ্ঠে গমন করেন শ্রীহরি
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে
বাজিছে বাঁশরি॥

যত রাখাল ছিল সঙ্গে
গোচারণ করিকে রঙ্গে
লয়ে শ্যাম ত্রিভঙ্গে
গোষ্ঠে যায় ত্বরা করি॥

হাম্বা রবে চলে ধেনু
উড়াইয়ে পথের রেনু
গগনে উদিত ভানু
দিনে আন্ধার হেরি॥

মধ্যে লয়ে শ্রীগোবিন্দে
ওরে সব রাখালবৃন্দে
নাচে সবে প্রেমানন্দে
হাতে ধরাধরি॥

হারে হারে রে রবে
করতালি দেয় সবে
দাস পীতাম্বর হৃদে ভাবে
নিকুঞ্জ বিহারি॥

২৪
ভাই জীবন কানাই
আয় রে গোচারণে
না শুনলে তোর বেনুর ধ্বনি
ধেনুগণ যায় না বনে॥

এখনো ভাই চিকন কালা
মায়ের কোলে করছ খেলা
চেয়ে দেখ অধিক বেলা
হয়েছে গগনে॥

তপ্ত হলে পথের রেনু
চলিতে পারবে না কানু
ঘামিবে বদন তনু
রবির কিরণে॥

পীত ধড়া কটি তটে
শিরে চূড়া বাঁধবি এঁটে
অলকা ধর ললাটে
নুপুর চরণে॥

নানাজাতি বনফুলে
মালা গেঁথে দিব গলে
দাস পীতাম্বর হৃদ কমলে
রাখিবে যতনে॥

২৫
দেখিস সুবোল
রাখবি যতনেতে
হিয়ার নিধি কালো মানিক
দিলাম তোর হাতে॥

শিশু মতি গোপাল ধনে
লয়ে যারে গোচারণে
(সুবোল রে)
একা যেন গোচারণে
যায় না কোন মতে॥

ননি বান্ধ ধড়াঁচলে
খেতে দিবি ক্ষুধা পেলে।
(সুবোল রে)
রৌদ্রের সময় বৃক্ষতলে
বসবি ছায়াতে॥

জীবন গোপাল লয়ে যাবি
এনে দিয়ে প্রাণ জুড়াবি
(সুবোল রে)
জীবন বিহীন দেহ লয়ে
রহিলাম গৃহেতে॥

দাস পীতাম্বর বলি তোরে
যাবি যদি ভবপারে
(হায় রে)
রাখবি প্রভু পীতাম্বরে
হৃদয় মাঝেতে॥

২৬
মা যশোদা বলে
ওঠরে দুগ্ধের লোপাল
ওঠরে মা বলে
আমার তাপিত অঙ্গ শীতল করি
করিয়ে কোলে॥

গগনে উদয় হল ভানু
কোলে আয়রে প্রাণের কানু
ননি খাওরে তোর মা যশোদা ডাকে
গোষ্ঠের বেলা হল বলে॥

কানাই কানাই বলে ডাকছ কেনে
দিবনা আর কৃষ্ণধনে ।
আমার এ প্রাণ গেলে লয়ে গোচারণে
আমার এ কৃষ্ণধনে রাখ বদহালে॥

বনে লয়ে কৃষ্ণধনে
স্কন্ধে চড়াও চড় কেনে
শুনেছি কানে
দিব না আর ছেড়ে
আমার গোপাল রে
রাখালের দলে॥

হাম্বা রবে ধৈনুগণো (ধেনুগন)
কানাই পানে চেয়ে ক্যানে
ও রব করছে সকলে
কানাই ভুলে পাণ্ডুর জীবন
গেল বিফলে॥

২৭
দেহে কাম থাকিতে সময়েতে
রাগ ভিয়ান কর

কাম অনলে রস জ্বালালে
তরল রস হবে গাঢ়॥

রসের কথা বলি তোকে
কাঁচা রস তোর যাবে টকে
জারণ মারণ কর তাকে।
মন ঠিক রেখে নাড় চাড়
কাম হতে হয় রসামৃত
কাম হতেই প্রেম অঙ্কুর॥

ভক্তি খোলায় রস চাপিয়ে
জ্বাল দিবে খুব হুঁসার হয়ে
উত্‌লিয়ে যেন যায় না পড়ে।
নির্বিকারে করণ সার
যদি সুতাকে পাক নামাবি রে
সুখ বাসনা ছাড়॥

রসিক ময়রার সঙ্গ ধরে
রসের ভিয়ান জান গো যারে
গোঁসাই গুরু চাঁদরে
আমার এই বাক্য ধর।
ব্রজের ভাবে ভিয়ান করে
মধুর রতন লাভ কর॥

২৮
ঐ আড়োল ব্যাকায় পানি বান্ধে
এমন সাধ্য কার
পাউড়ি ভাঙ্গা বাহির হয়ে
যায় চলে গোড়ের মামার॥

ঐ প্যানিতে এমনি জোর ধরে
কত পির পয়গম্বর পানির জ্বালায়
বেড়ায় বাহিরে।
বশ মানে না দেখা যায় না
কে বান্ধে পানির দুয়ার॥

ঐ পানির জন্যেতে ভুলা
ঘাটে পড়ে থাকে হয়ে

সে পাগেলা।
চিতা ভস্ম গায়ে মেখে
ব্যাঘ্র চর্ম করেছে যার॥

ব্রহ্মায় একদিন খেলিল মইথন (মৈথুন)
জানে যত শাস্ত্রজ্ঞানীগণ
থামাইতে পারে না সে
মদনের বিক্রম।
নিজ কন্যা সন্ধ্যাকে ধরে
তার সঙ্গে করে শৃঙ্গার॥

২৯
জানবি যদি সেই ঘটনা
সৃষ্টি করেন সাঁই রব্বানা॥

জেদ্দা হইতে নিয়ে মাটি
তয়ের ভিতরে করে খাঁটি
গড়লেন আদম পরিপাটি
দিন তারিখ বার কিছু ছিল না॥

পাঁচশত বত্রিশ হাজার
চারশত আট জবর প্রচার
পাঁচশত আর ছিয়াশি
উনত্রিশ হাজার জের গণনা॥

এগারো শত তিন তিপ্পান্ন সাদ্দা
একশত পেশ দেখ সর্বদা
হুকুম করিলেন খোদা
আরশে ছিল নিশানা॥

এক লক্ষ পাঁচ হাজার আর দুইশত
চৌরাশি একুন করত
নুক্তার গণন হয় গোত্রত
বারো লক্ষ সত্তুর হাজার
হরফ দেখ না॥

হাজার সাতশত একাত্তুর মদ
কোরানে ঠিক জান নেহাত

কাজেম কয় আজাহারের গত
গুরু বাক্য ঠিক রাখলি না॥

৩০
খোদার ভেদ বুঝতে পারলাম না
কিভাবে করেছেন সৃষ্টি
আমাকে কেউ তা বলে না॥

আদম সৃষ্টি না হইতে
সত্তুর হাজার বৎসর পূর্বেতে
আজাজিল খবিস হয় কিসের জন্যেতে
সে সময় লানত পড়ে না॥

আদম সৃষ্টির আগে শুনি
দুইজনকে পয়দা করেন
সাঁই রব্বানি
কি নাম তাদের নাহি জানি
কোরানে আছে ঠিকানা॥

আদম সৃষ্টি কোন ফটয় হয়
ফেরেস্তা পাইল কোথায়
কোন নকসা দেখে তারে বানায়
এমন তো কিছু ছিল না॥

ফেরেস্তাগণ তখন ছিল
তাদের গায়ে পাখা হইল
দেও লম্বা বহুত ছিল
এক ফটয় ফট্ মেলে না॥

জেনেরা আগুনের বরণ
হাত পার গঠন অন্য ধরন
কাজেমে তাই বলছে এখন
আজাহার শুনতে ভুলিস না॥

৩১
এই দেহেতে আছে মানুষ
সকলে তাই বলে

সিংহের নাম শুনেছি
কেউ দেখি নাই॥

উৎপত্তি জঙ্গলে
অদৃশ্য ভাবনা যম্য
অশ্বের ডিম্ব নাম প্রকাশ্য
শুনলে লোকে করে হাস্য
শুনি সাত রাজার ধন একটি মানিক
খুঁজলে কোথায় মেলে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি
করে আরাধন
তবু পাইনি সেই জীবন
কিঞ্চিত ধ্যানে সেই ত্রিলোচন
ভেবে ছিলেন ভাব নিরূপন
ডুমুরের পুষ্প যমন
প্রকাশ্য নাই ফলে॥

স্বরূপে রূপ রূপে স্বরূপ
স্বরূপে বলি
মেঘে খেলে বিজলি
রূপে ঢাকা রূপের কলি
দীপ্ত করে কাঞ্চনের ডালি
ফণীর চরণ নাইকো খালি
বাঁকা হয়ে চলে॥

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেন
নীরে নিরালয়
তিনি আকারে সাকার
(মরি হায়)
মানব লীলা কি চমৎকার
এতার বোঝে সাধ্যবা কার
কৃবির বলে ভেবেছি সার
থাকব চরণ তলে॥

৩২
গুরুর নামটি হৃদয়েতে রাখি
মন প্রাণ সব সঁপেছি
আর কি দিতে বাকি॥

তুমি গুরু দয়াময়
তোমা বিনে কেহ নাই
তুমি এই জগতময়
সর্ব ঘটে দেখি।
তুমি হয়ে সখা দেও না দেখা
ক্যানে কর নুকোনুকি॥

তুমি গুরু নিত্যধাম
তুমি মোর পঞ্চনাম
তুমি যা কর শ্যাম
ঐ নাম আমি জপি
আমি ঐ নামেতে হই উতালা
আমি ঐ নামের ভুকি॥

পাঁচু কয় গুরুর চরণ
ভুলব না কদাচন
রাখবি করে যতন
হয়ে দুঃখের দুঃখি।
আমার রূপচাঁদ বলে পটে লেখা
আর নয়ন ভরে তায় দেখি॥

৩৩
কোন্ কব্বরে আছে পাঁচটি মরা
তারা কবে মলো, মাটি দিল কারা॥

কোন্ কব্বরে দুই পুষ্করিণী
চরে দুটো হরিণ হরিণী
কান্দিতেছে মরার জন্যি
কোন্ কব্বরে ভজন সাধন সারা॥

কোন কব্বরে পাঁচটি স্কুনা
পাঁচটি মরা কোন্ কোন্ জনা
তাদের মাতাপিতার নাই ঠিকানা
বলিতে আলী বলে জাগো তুরা॥

কোন্ কব্বরে মরার হিল্লা
কোন্ কব্বরে হাজার লাখ কাল্লা

মরার পৃষ্ঠে দাঁড়ায় বলে তাল্লা
গোপালরে তুই হলি দিশে হারা॥

৩৪
এই অজুদে আছে কবর সারা
দেখবি যদি দেখে যানা তোরা॥
লাহুত, লাছত, মালকুত, জবরুত
চার কব্বরে চারজন রুহু
তারা স্তন শব্দে করছে হু হু
চাঁদে গিলিট করা দেখগে তোরা॥

লাহুত কব্বরে পাঁচটি মরা
আস্তন পানি নূর সিতারা
হযরত আলী ইমাম জোহরা
আছে সব বরকতের দামন ধরে তারা॥

আল্লা আদম মোহাম্মদা
দমের মান্দার আহাম্মদা
কব্বর করে জানাজা পড়ে তারা
মাটি দিয়ে থুয়ে গেল তারা॥

মান্দারের স্তন বলিব কত
হাজার লাখ কাল্লা হইত
মান্দারের পৃষ্ঠে দাঁড়ায়ে আল্লা বলিত
মিয়াজান চান্দে বলে ছন্দেল দিশে হারা॥

৩৫
মানুষের কথা বলিব কারে।
বলতে প্রাণ কাঁপে ডরে।

মালেক যদি দয়া করে
দেখিয়ে দিব এই অধরে॥
মালেকুল মোকামে
একজন ফকিরে বিরাজ করে
অষ্টচরণ সেই ফকিরের
দেখনা তাই বিচার করে॥

বলব কিসে ফকিরের কথা
জামাজুড়া তাইরির ক্যাতা

আছমান জুড়া তাইরির মাথা
দেখনা তাই দৃষ্টি করে॥

সাধ্য সাধন করলে পরে
একজন ফকির দুইজন হয় রে
ষোল চরণ ঝলক দেয় রে
দেখ আয়নার ভিতরে॥

রসিক বলে তাইরি ধরে
চলে যাব ভবপারে
ন্যামত যদি দয়া করে
দেখছি আর দেখব তারে॥

৩৬
আজ তোমা রে জিজ্ঞাসি
তুমি তো দেশি বটে আমি বিদেশি॥

সত্তর হাজার ছের ছিল কার
সেই কথা শুনে হাসি পায় তার
নাম কি তার বলো সে
ইহুদি কি ফরাসি॥

এক এক ছেরে সত্তর হাজার
মুখ ছিল তার
শুনেছি এক মুখে সত্তর হাজার
জিহ্বা তায় শুনে হাসি॥

একুনেতে কত জিহবা
কতই মুখ কহ প্রকাশি
তাই তমেজ বলে খোদ মালেকের
চরণে হব দাসী॥

৩৭
মুর্শিদ ধরে ন্যাও জানে
যে দেশে যাহার বসতি
সেই তার মর্ম জানে॥

চৌঠা আসমানে আছে পয়গম্বর
রাদ নাম তাহার প্রচার

সত্তর হাজার ছের ছিল তার
প্রমাণে আছে কোরানে॥

চারি লক্ষ নব্বই হাজার
মুখ ছিল নাও জেনে তাহার
ত্রিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার
জিহ্বা ছিল একুনে॥

পয়গম্বরের কথা সত্য
মিথ্যা না জানো মনে
খোদ মালেকে বলে তমেজ
বিশ্বাস নাই তোর মনে॥

৩৮
ত্বরায় নামাজ কায়েম কর
কোরানে কয়
পড়ে আদায় করিতে হয় না
বলেছে বিরাশী জাগায়॥

নামাজ পড়লে যদি আদায় হত
তবে এরাদা সালাত আসিত
কয় আকিমত সালাত নামাজ
খাঁড়া রয় কয় লোকেতে কয়॥

আছ্ছাত মিয়ারাজ
কোরানের মাঝ হয় কি দিদার
যখন যাও নামাজে
ভুলিয়া লোক সমাজে
ঐ নামাজে ভোলায় তোমায়॥

জিকিরি নামাজ আদায় হবে
ষোল পারায় খুঁজলে পাবে
লেহ্ জেনে জেকেরের মানে
ছাপায় ছাপা প্রমাণ রয়॥

লেহ জেকেরের মানে
অদেখা হয় কি মনে

দরবেশ মুনসুর কয় ভুল কারণে
সেই নামাজি দোজখি হয়॥

৩৯
আমার বারিতালা ভেসেছিল নীরে
যোন বলেতে ভেসেছিলেন
ডিম্বুর ভিতরে॥

ডিম্ব পয়দা নূরে হল
সাঁই একাকারে ভেসেছিল হায় রে
তখন নীর মৈথুনে খাকি হল
স্থূল পদ্ম নাম ধরে॥

খাক মৈথুনে আদম সবে
আদমে কুন্ এসে ফোটে
ও সাঁই কুনেতে ফাইয়া কুন গঠে
চার মৈথুন করে॥

জহরা নূরে নবি হল
মিয়ারাজে তাজিল্যা পেল
সেই নবি হইতে পয়দা হল
কুল আরেফিনের তরে॥

মিয়াজান ফকিরে বলে
সাঁইজির হল আজব লীলে
নবি আহাম্মদ রূপে ছিলে
আহাদের সন্তরে॥

৪০
বাড়ি আরাফাত ময়দানে
মিনাতে কুরবানি হল
ইব্রাহিম তার খবর জানে॥

হাওয়া আদম এস্কদায়ে
মিলন হলো সেই ময়দানে
তাইরি গোর (উ.গোরো)
(অ. বংশধর) রাজা প্রজা
ফকির হয়ে ফেকের কেনে॥

ইন্না আতায়না ছুরা আছে
বিরাজ কচ্ছেন নিরাঞ্জনে

উনত্রিশ হরফ সেই ছুরাতে
একটি হরফ নাইরে ক্যানে॥

কড়ার ভিখারি হয়ে
রাজ্যের খবর ন্যাওরে কেনে
তোমার বাস্ত বাড়ির খাজনা কত
নিজ বাড়ি রয় কনে॥

কৃপাতুল্য চান্দে বলে
মুর্শিদ বিনে পথ দেখিনে
জুর্কাবাণী চরণ ধরে
চলে যাব নবির দিনে॥

৪১
মিয়ারাজ আল্লার সনে
নবি মিলিলেন কিরূপে
আরশ ভুবনে॥

হস্ত পদ নাইকো যাহার
হাদিসেতে আছে প্রচার
তবে গলে গলে বাহার গো
মিলিলেন নবি কেমনে॥

আকার শূন্য দেহ নাই যার
আপন অনল হয় কিসের পর
শয্যাসনে কে বসে তার গো
কায়াহীন যেহি জনে॥

পুরুষ সে মালেক রব্বানা
নবি কি হলেন জান না
মিলন হইলেন সে দুইজনা গো
নূর দেহ না আদম তনে॥

৪২
কি করি কোথা গেলে পাব
খুঁজে সারা আর বা কোথা যাব॥

যখন ছিলাম মার উদরে

দিবানিশি দেখতাম তারে
হায় গো
মায়ার বশে রইলাম বসে
সে ভাবের এখন অভাব॥

কে এমন আছে বন্ধু
দেখাবে সে দীন বন্ধু
হায় গো
উপাসনা এই বাসনা
কার কাছেতে যাব॥

রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা
আজগোবি হয় তার খেলা
হায় গো
গোপী অনুগত হয়ে
চরণ সাধিব॥

অখণ্ড গোলকপুরে
রাধা-কৃষ্ণ বিলাস করে
হায় গো
(কাঙ্গাল) ভবার মনে এই বাসনা
বিলাস হেরিব॥

৪৩
আমি তো ভক্তের অধীনে
ভক্তের দাসী দিবানিশি
তবু ভক্তের ভাবে ভিন্॥

ভক্তের ভক্তিতে হইলাম ভোর
ভক্তের পায়রবি করি
হইয়ে মেথর
ভক্ত আমার মাতাপিতা
ভক্তেরি হাতে জর্মের চিন॥

এমনি অধীন বিষ্টা ত্রিয়ায় বাস
ভক্তের অধীন হয়ে পড়ি
ভক্তের পরাবাস

তবু ভক্তের মন পেলাম না
আমি ভক্তের পরাধীন॥
ভক্তের জন্য গোলক ছাড়িলাম
বৃন্দাবনে নন্দের রাধা
মাথায় বহিলাম
(ভৃঙ্গুর) পদচিহ্ন আমার বক্ষে
রাধার পা মাথায় চিন॥

স্বর্গধাম ত্যাগ করিয়ে
যুগে যুগে ভক্তেরি কারণ
আসি গোলক বৃন্দাবন
তবু ভক্ত ভিন্ন রইতে নারি
কলিতে অঙ্গে নিলাম
তোর কৌপীন॥

৪৪
বলিব ধর্ম রাজসভায়
আব, আতশ, খাক, বাদ মথনে
আদম তনের গঠন হয়॥

(যখন) সাঁই ভাসিলেন নৈরাকারে
মৃণাল জিউ মনে সঙ্গে করে
সেই সুপথ মোহন্তর দ্বারে
আব, আতশ, খাক, বাদ হয়॥

নূরী, জোহরী, জুব্বারী, সত্তারী
পিপলার মানে এই চারি
গুরুর আগে শিষ্য হয় রে
তার আগে পিপলা হয়॥

আশেক নূরে নীরের স্থিতি
তাহাতে হয় নূর উৎপত্তি
বিম্বু পয়দা নূরের জেয়াতি
চন্দ্র পয়দা নারে হয়॥

ফুল পিয়ালা একই মর্ম
পঞ্চ ফুলে গুরুর জর্ম

যে ফুলে হয় শিষ্যের জর্ম
তারে আদি চন্দ্র কয়॥

আদি সব ঊর্ধ বিলকুল
শিষ্য করে ঊর্ধ কবুল
আদি ফুল মুর্শিদে মকবুল
করেছেন তাই তমেজ কয়॥

৪৫
প্রেমতো সামান্য নয়রে
খুঁজিলে মেলে
সেকি বাইরে মেলে
সে প্রেম মনে উদয় হয়
শুভ যোগ পেলে॥

সে যে স্ববাঞ্ছিত ধন
বাঞ্ছে কোন জন
মিছে বাঞ্ছা করলে
কভু না মেলে॥

মিছে বাঞ্ছা করা
বামনের চাঁদ ধরা
যদি দেয় ধরা
আপনি দিলে॥

সে স্বাতী নক্ষত্রের জল
স্থান বিশেষে ফল
কণা আছে পড়লে
কর্পুর ফলে॥

কাঁধে পড়িলে অংশ
হয় তার গজ মুক্ত
হয় কোথা শুদ্ধ
শ্রাবণের জলে॥

সে প্রেম সামান্য তো নয়
জমিনেতে যাই
আছে শুদ্ধ মানুষের অন্তরে
সে প্রেম কোথা গেলে মেলে॥

কেহ নাহি বলে মোক্ষ ফল তাই
ভাবে থাকতে হয় সর্বদাই
যদি দয়া হয় কোন কালে
নইলে তারে পাওয়া ভার
দৌড়াদৌড়ি যাবে
শ্রীচরণ ভেবে বলে॥

৪৬
নবির ভেদ বুঝিতে পারি নাই
জাত নূরেতে যিনি ছিলেন
তিনি সিফাত কিরূপে হয়॥

শুনি জাতের সিফাত হয়েছে
সিফাতে কি সেই জাত আছে
সিফাত ছেড়ে জাতের কাছে
কবে এরূপে যাই॥

নবুয়তে অদেখা সাধন
বিলয়েতে কিরূপ করণ
কিসে হয় সে রূপ সাধন
নবি কারে কয়॥

এই আত্মাকে করিলে শুদ্ধি
বৃদ্ধি যদি হোত
নবির হাদিসেতে হুকুম আদা
নিরাকারে সেরূপ রয়॥

৪৭
আমি দেখলাম চেয়ে গাছের গায়
গাছের গুড়ায় আছে মানুষ বসে
দেখলে অশ্রু করে যায়॥

সেই যে গাছের গুড়ায় রসে
কুদরতে ফল পড়তেছে খসে
সে দেখে রঙ্গ কাঁপে অঙ্গ
সে ভঙ্গি দেখে প্রাণ জুড়ায়॥

গাছাড় ঢাল আছেত পাতে
দুনিয়াকে গড়েছেন একটি পাতাতে
ওসে পাতার পরে তৈয়ার করে গো
ব্রাজের রাই কিশোরী সেই পাতায়॥

সেকি পিরিতি ছেড়েছে, না প্রেমে মজেছে
এভেদ আমি শুনতে চাই
এর উপায় যদি কর বিধি
হারান তবে যদি কৃপা পায়॥

৪৮
দেখরে ভাই মানুষ লীলা
মানুষ অবতার
এবার এই মানুষে সেই মানুষ
করিছে বিহার॥

মানুষ মরে মানুষ চলে
সেই মানুষে হয় গো লীলে
মানুষে বিশ্বাস হলে
ভজন নাইকো আর॥

সত্য যুগে হিরণ্যরে
নরসিংহ রূপ ধরে
চোরা দেশে নখা করে
মেরে করিল সংহার॥

ত্রেতা যুগে রঘু কুলে
চার অংশে রাম জন্ম নিলে
মানুষ রূপে করিল লীলে
ব্যাপিত সংসার॥

মানুষ রূপে ধনুক ধরে
বনের পশু সঙ্গে করে
সাগর বন্ধন করে
সীতা করিল উদ্ধার॥

পরকীয়া অনুসারে
দ্বাপরেতে নন্দের ঘরে

রাধা বইল পায়ে করে
মানুষের ব্যাভার॥

সকলি তার মানুষ চিহ্ন
থাকে না সে মানুষ ভিন্ন
শুঁপেছি ভৃগু পদচিহ্ন
বুকে আছে তার॥

সেই মানুষ এই কলিকালে
করল এসে গৌর লীলে
মাথার কেশ মুড়াইলে
হইলেন দণ্ডধর॥

নারাণ বলে মানুষ সত্য
মানুষ ভিন্ন হয় না তত্ত্ব
অটল মানুষ করে বর্ত
ভব নদী হব পার॥

৪৯
সুগড় স্বর্ণকার
আমি জানব কেমন গড়ন তার
আমার গড়িয়ে দেনা উপাসনা
উপাসনার অলঙ্কার॥

আগে কর আয়োজন
জ্বেলে হুতাশন
ষড় রিপু কয়লা তাতে
করবে ক্ষেপণ।
(শেষে) সাধু সঙ্গে সু-বাতাসে
আঁচ হবে তার চমৎকার॥

ব্রজের ভাবটি সুনির্মল
তাতে কাটবে দায়মল
গোপী ভাবে জলক দিবে
করবে রে ঝলমল।
(সে-যে) শুদ্ধমতি গাঁথি
মতির হবে সু-বাহার॥

আমি বারণ করি তাই
সাবধানে থেক ভাই

অসৎসঙ্গ তামা দস্তা
খাদ দিও না তায়।
দেহের ময়লা মাটি খুটিনাটি
গলিয়ে খাঁটি কর এবার ॥

অনন্তের এই অভিপ্রায়
সে হার পরত চায় গলায়
হাতে নাইকো কানাকড়ি
হাতি কিনতে চায়।
যার কোটি জন্মের পুণ্য পুঞ্জে
তুল্য নাহি হয় এবার॥

৫০

কোন্ মানুষের আছে অষ্ট চরণ
চরণ ভজলে আপন ইচ্ছায় মরণ
চতুষ্পদে হেঁটে বেড়ায়
চতুষ্পদে রাগে মহড়ায়
তারা অষ্ট হাতে হাত নাড়া দেয়
চারি নাসিকা চারি মুণ্ডু হয় নয়ন ॥

বৃন্দাবনের পশ্চিমে আছে সে
আছে মানুষের উপর মানুষ বসে
তোরা আয় আয় সখি আয় আয় দেখ সে
যে দেখছে সেই হইছে তিনজন॥

দরবেশ বাউল চাঁদ কয়
মানুষের কথা
সে কথা না বুঝলে হয়
উল্টা ফাতা
রূপই রে তোর শুধুই কথার বচন॥

মুর্শিদি গান

মুর্শিদি গান

১

আন্দরের[১] খবর না জানিয়ে
মিছে কর গণ্ডগুল
আন্দরেতেই আছে মূল॥

ও মন রে-
আন্দরের ভিতরেতে
আছে রে তর আমানত নূর
সেই নূর চিনিতে পাইলে
হইবে রে তর সু-মধুর॥

ও মন রে-
ভিতরেতে আদমের তিন ঘুরে
তা দ্যাখিয়া হইলাম ব্যাকুল
জাতী আর ছিপাতি নূর
আগে পিছে যোগাযোগ।

রাত্র নিশি ভাবি আমি
না পাইলাম কোন কূল
অধিন ফুরকান শা বলে
নাই সাধনের জুর
সাধলে সোনা
হয় গো দোনা
মুর্শিদ বাত না হইল ইস্‌-মতি॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ঘরের (দেহের মধ্যের)।

২

কে যাইবে বিন্দাবিনে[১] গো
শুন গো ধ্বনি রাই
মনের মত মানুষ পাইলে
অঙ্গেতে মিশাই গো॥

হায় রে-
আঙ্গুল কাটিয়া

কলম বানাইয়া
আঁখি রছুল বলিয়া
নামটি আমি হৃদ কাগজে
লেখিলাম গো রাই॥

হায় রে–
সে পাড়ে বন্ধুয়ার বাড়ি
মুইধ্যে ক্ষীর নদী
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম
পাঁখ দিল না বিধি গো॥

হায় রে–
সর্ব অঙ্গ খাইও কাগা[২]
না রাখিও বাকি
মুর্শিদ দরশনের লাগি
রাইখ দুইলা আঁখি গো
কে যাইবে বিন্দাবনে গো॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বৃন্দাবনে, ২. কাক।

৩
বন্ধু তোমায় ডাকি কাতরে
উদয় হও হে দীনবন্ধু
এই হৃদমন্দিরে
বন্ধু ডাকি কাতরে॥

এই অভক্তের সনে
দেও না দেখা
করুণা কর বন্ধু
ডাকি তোমায় কাতরে॥

ভরিয়া পাপেরই ভরা
পাইলাম না কুল কিনারা
লাভে মূলে হইলাম হারা
এই ভবের ব্যাপারে॥

উদয় হও হে দীনবন্ধু
উদয় হও এই হৃদমন্দিরে॥

৪
জীবনের ধন হারাইয়া
কান্তে আছে[১] সাধু মহাজন
চরণের মূল নাই রে বাচাধন॥

বাচারে–
ওই পাড় যুদি যাইতে চাও
ধর রে মুর্শিদের পাউ
মুর্শিদ জান অমূল্য রতন
সেই মানুষের সঙ্গ ধর রে বাচা
দ্যাখতে পাইবা নিরঞ্জন॥

বাচা রে–
যার জন্যি সৃষ্টি পত্তন
করছে সাঁই নিরঞ্জন
আল্লা যারে দুস্ত বলছে রে বাচা
তার মুরিদে কর রে একিন॥

বাচা রে–
নবিজির চরণতলে
দিবা নিশি থাক পরে
যেই পাইয়াছে সেই চরণ রে বাচা
জগতে নাই তার মরণ॥

জীবনের ধন হারাইয়া
কান্তে আছে সাধু মহাজন
চরণের মূল নাইরে বাচাধন॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. কাঁদছে।

৫
ভাব করিয়া দেখ অন্তরাতে
সে বিনে আর নাই ভরসা
অন্ধে ভজ রে মন
আল্লা নবি মুর্শিদ কুশা॥

ওরে–
নবি বিনে আল্লা পাওয়া দায়
মুর্শিদ বিনে নবিজিকে

পাওয়া নাইসে যায়
এক, দুই, তিন
তিনেতে করিও দিশা॥

ওরে–
এই সংসারে আমার কেউ নয়
আমার করা সেরেক গুনা[১]
আল্লার কোরানেতে কয়
আমি তরে বলি রে
করিও না অইন্য[২] আশা॥

ওরে–
ভব নদী ভিষম চোরা
প্রেমের জাহাজেতে দিয়াছে খেওয়া
মুর্শিদ দয়াময় যুদি
করে পাড়ের আশা॥

ওরে–
দীনহীন মহাম্মদে কয়
ব্যবথা কাজে[৩] সব হারাইছি
কি দিয়া বুঝাই তারে
মহাজনকে করিয়া লও দিশা॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মহাপাপ, ২. অন্য, ৩. অনর্থক কাজে।

৬
কালিমা জপ রে ভাই
দিন তো যায় গুঁয়াইয়া[১]
কলেমার জিকির পড়িলে ভাই
হইবা আউলিয়া রে॥

সর্ব লোকে কলিমা পড়ে
কেউ না জানে কল
কালিমা চিনিত পারে
যার আছে আকল[২] রে॥

নফি ইছাবাত বুঝিবার
যুদি থাকে মন

দিবা নিশি ভজ মন
দয়াল মুর্শিদের চরণ রে॥

লাইলাহাতে কিছু নাই ভাই
ইল্লালাতে মূল
ইল্লিলা জিকিরেতে ভাই
কালেবে ফুটে ফুল রে॥

যে ডুবিয়াছে ভাই
তার মত মানুষ এ জগতে নাই
কয় আনোয়ার আলী
দিন গেল মোর হেলে
ডুব দিলাম না আমি
ইল্লালার সাগরে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দিন চলে যায়, ২. যার বুদ্ধি আছে।

৭
আমি নিচ্ছই[১] না জানি গো মুর্শিদ
কও সইত্য শুনি
ভাবে কিছু নাই গো ছিল
এই আলম কোথায় ছিল॥

হারে–
কোথায় ছিল গুণের বিধি
মাবুদ আল্লা সাঁই গো
মুর্শিদ কও সইত্য শুনি॥

হারে–
গাভী যখন নাই গো ছিল
মুর্শিদ কোথায় ছিল ঘিও
মানুষ যখন নাই গো ছিল
কোথায় ছিল জিও[২] গো
মুর্শিদ কও সইত্য শুনি॥

হারে–
পুষ্প যখন নাই গো ছিল
মুর্শিদ কোথায় ছিল গন্ধ

আসমান যখন নাই গো ছিল
কোথায় ছিল চন্দ্র গো
মুর্শিদ কও সইত্য শুনি॥

হারে–
আর একখান কথা গো মুর্শিদ
মুর্শিদ কইয়া দেও আমারে
আমাবইস্যা লাগলে
কোথায় থাকে চন্দ গো
কও সইত্য শুনি গো মুর্শিদ
মুর্শিদ কও সইত্য শুনি॥

হারে–
আর একখান গুপ্ত কথা
মুর্শিদ কইয়া দেও আমারে
লাঠি হাতে আজরাইল গো
কোন দিন হায় রে
ধইরা নিব আমারে গো
মুর্শিদ কও সইত্য শুনি॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. নিশ্চয়ই, ২. জীবন।

৮
কি হইল কি হইল গো মুর্শিদ
কি হইল মরে দিয়া রে।
সালোক সাফেলা দেখি
নাও ছাড়িলাম খালে রে
নাও ছাড়িলাম বিলে
আফানে মারিল[১] নাও গো আমার
মাঝি নিল চিলে রে।
কি হইল মরে দিয়া রে॥

আতে লইলাম পাওরা কুদাল
মাথায় লইলাম বাত্তি রে।
ঔষুইধ তুলিতে আইলাম[২] গো
আইলাম গো মুর্শিদজি

মেঘ আন্ধাইরা রাইতে রে[৩]।
কি হইল মরে দিয়া রে॥

ঔষুইধ তুলিয়া গো মুর্শিদ
মাথায় বানলাম বোঝা রে।
মাথায় বানলাম বোঝা
তির ভুবন বিছরাইয়া আইলাম[৪] গো
মুর্শিদজি
না পাইলাম তার উজা[৫] রে।
কি হইল মরে দিয়া রে॥

কোন সাপে দিল কামড় গো
ও মুর্শিদজি
আমি ত কিছু টার পাইলাম না।
রইলাম মুর্শিদ তোমার
বানে চাইয়া রে।
কি হইল মরে দিয়া রে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ঝড়ে পতিত হল, ২. ওষুধ নিতে এলাম, ৩. মেঘলা অন্ধকার রাতে, ৪. ত্রি-ভুবন খুঁজে এলাম, ৫. বৈদ্য।

৯
আছে গুরু মহাজন
গুরু কি ধন
তুই চিনলে নারে মন॥

ওরে–
ঘরের ভেরা হইলা তেরা
সেই ঘরে সান্ধাইল চোরা[১]
চোরায় থাপা দিয়া ভাঙল তালা
লুটিয়া নিল সব রতন॥

ওরে–
যখন তোমার আসবে সমন
ও মন কে করিবে দমন[২]
গুরু যার আছে রিদয়
সমন রে করিবে দমন॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চোর প্রবেশ করল, ২. কে রক্ষা করবে।

১০
হায় রে–
মুর্শিদের চরণ বিনে
আর নাই গো ধন
অসাধনে হারাইলাম আমি
হায় রে মানিক রতন॥

হায় রে–
ছয়জনে যার মারছে গো বৈঠা
গুন টানে নয়জন
নায়ের মাস্তুলেতে বাদাম দিয়া
বইছুইন[১] নায়ের মহাজন॥

হায় রে–
গুরুর কাছে বস্তু আছে
বস্তু দুই তিন রকম
কেহই অন্ধ, কেহই সাইন্দ
কেহই করিয়া যায় যোগ সাধন॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বসিয়েছেন।

১১
মুর্শিদ বলে মন রে আমার
সদায় ডাক নিরলে
জর্ম লইলাম ভবের সংসারে
ভুলিয়া রইলাম মায়াজালে॥

মন রে–
বলি কারই কাছে
বান্ধিয়া নিব যমদূতে
মন রে তখন উপায় কি হবে
মুর্শিদ না ছাড়াইলে॥

মন রে–
যেই ধন লইয়া উলারে মেলা
সেই ধন নিল ঢাকার চোরা
হারাইলাম কটরার ধন
সুধাভাণ্ড রইল পইড়া॥

১২
হায় রে কাঙ্গালের বন্ধু
নিরলে তোমার গুণ গাই
চরণতলে নিয়া ছায়া
চরণে লুকাই রে॥

তোমার গুণের প্রভা
সমস্ত জগত সোভা
পর্বত কানন বাকি নাই॥

বাজাইলে দিনের ডঙ্কা
কত পাপী নাই ও সংখ্যা
উদ্ধারিবা হাসরের দিন রে॥

জলেতে সুলা হইবে তল
পাথর ভাসবে জলের উপর
যারা আছে আয়নাল একিনে॥

এক স্বামী অঙ্গিকারে
জীয়ন বিসর্জন করে
একের ঘরে দুইয়ের জাগা নাই রে॥

হাকেল একিন
আয়নাল একিন
কোন একিনে হইল একিন
কিছুই বুঝতে পারি নাই॥

এক সখীর দুইও পতি
ক্যামনে থাকবো সতী
জল থাকিলে ভাইয়ের
জাগা নাই॥

১৩
ও মুর্শিদ ও
তোমার স্বরূপ বিনে
পরান রাখা যায় না
পরান বন্ধে ফিইরে চায় না॥

আমার এই নয়ানে
এই দেখি এই না দেখি
বন্ধে দিয়া গেল আজীবন যন্তণারে[১]॥

তোমার নকসা নমুনা
রিদয়ে অঙ্গিত[২] কিনা
অত জ্বালা দিতে জান
প্রেম শিখাইয়া নিতে জান না॥

আমি শূইন্য তুমি শূইন্য
শূইন্যে শূইন্যে তুমি ধইন্য
দয়া করতে জান না॥

রাজার মাইয়া রাজমুহিনী
তাতে বান্ধা গুণমণি
তোমায় আটকে ফাটক দিব
ছাইড়া দিব না॥

রাজার মাইয়ার তিনটি বাড়ি
কয়না বন্ধে প্রাণে মরি
কইলে পরে আর ও মরি
ও বন্ধের চরণ কাঞ্চা সোনা॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. যন্ত্রণা, ২. হৃদয়ে অঙ্কিত।

১৪
ডুব দিলে না পাক দরিয়ায় রে
ও পাগলা মনা॥

মন রে–
না-পাকিতে নিরাঞ্জন
পাকে পয়দা পাঞ্জাতন
এক নূরেতে দুইজনা বুঝায়॥

সয়ালে মোহিত হইয়া
দিলে দিলে রইলাম চাইয়া
তারে নি কেউ নয়ন তুলে চায়॥

মন রে–
যে পাকে দুনিয়াই ঘুরে

পরছরে মন সেই পাকে
সেই পাক বুঝন বড় দায়॥

সেই পাক বুঝিছে যারা
না-পাকি হইয়াছে তারা
পলকেতে জগত বেড়ায়॥

মন রে–
নবিজি সন্ধুক বানাইয়া[১]
মারফতেরি তালা দিয়া
দুই ইমাম আছে দুই ছুরায়॥

ফাতেমায় জিঞ্জর হইয়া
উলুট পাকে তালা দিয়া
চাপি দিল আলী মরতুজায়॥

মন রে–
কলিমা ছুড়ানি দিয়া
আল্লা রইছুইন তালা দিয়া
গুরুর বান্ধা আছে সেই তালা
বুঝিয়া সুজিয়া খুলিতে পারে
এই তালা রবে না দুনিয়ায়
এই তালা দেখিবে যদি
গুরুর কাছে শিখতে আয়॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. তৈরি করে।

১৫

ভবে আর নাই রে ধন
মুর্শিদ কুসা নাম জপ কর
করিয়া যতন॥

আল্লা নবি মুর্শিদ কুসা
তনে একজন সেই নাম জপিলে
বান্দার দূরে যায় সমন॥

ছৈয়দ ফকিরে বলে
এই ভিক্ষা জীয়নে মরণে
সাহেব পাই যে চরণ॥

১৬
তরা ধর রে অধর
চিনবে রে তর মনের মানুষ
আগে তর পাটনী[১]
ঠিক কর॥

ও ভাই ও–
উদম দুধম বাদ্য বাজে
সংসার জুরিয়ারে[২] ভাই
সংসার জুড়িয়া॥

কত মুর্খ যাইবে নাচিয়া রে
কত মুন্সি রইবে চাইয়া
আগে তর পাটনী ঠিক কর॥

ও ভাই ও–
ভব নদীর পাড়েরে ভাই
এক বেটা নূরারে ভাই
আর এক বেটি নূরি
তারা সবে দিতে চায়
ভব নদীর পাড়িরে॥

আগে তর পাটনি ঠিক কর
ও ভাই ও
আগে তর পাটনী ঠিক কর॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. খেয়ার মাঝি, ২. জগতময়।

১৭
ভাব কইরে দেখ মনের মানুষ
বিরাজ করে নিঘোম ঘরে
আইসাছ[১] মন ভবের বাজারে
সোনা রূপা তামা-কাঁসা
বিকি হইতেছে[২]॥

রাখলে না ধন ভবের কামাই
রাখলে না ভরায় ভরিয়ে
সাধনে ধন তোমায় হইত
মুর্শিদের ধন তোমায় হইত

হইয়া ও-তো হইল নারে
ডুবিয়া থাক রূপ সায়রে॥

কেহই বেচে[৩] কেহই কিনে[৪]
কেহই করে ধন
কেহই বলে, ভাঙল বাজার
রাখনি কেউ খবর॥

তেমলার উপরে আছে
চৌমালার বাজার
অ-সময় বিকি কিনি নাই
পুষের আকার॥

সেই বাজারের পুরুষ যুদি ধরতে পার
ভবের মরণ হইত নারে
ডুবিয়া থাক মন রূপ সায়রে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. এসেছো, ২. বিক্রি হচ্ছে, ৩. বিক্রি করে, ৪. ক্রয় করে।

১৮
আপনার রঙ দেখরে
নিজ রূপ বাইর করিয়া
দেখরে নয়ন ভরিয়া॥

ও মন রে–
শ্রীপুরে ফুইটাছে ফুল
বাইরে আগা ভিতরে মূল।
তারে চিনিয়া লও
হায় রে দয়ার মুর্শিদ ভজিয়া॥

ও মন রে–
সেই ফুলেতে মজিয়া রইল
মোহাম্মদ রছুল রে।
নফ্‌ছেতে উৎপত্তি মূল
মুল্‌কেতে কাজের বসতি
তাহাতে করে উলা-মেলা
নবিজির পদতলে
নূরে করে খেলা রে॥

ও মন রে–
লাইলাহার পাল্লা দিয়া
ইল্লাহার ডাণ্ডি দিয়া
করে দোকানদারি।
সেই পাল্লাযে ওজন দিয়া
হইবা বেপারি রে॥

ও মন রে–
অধম বালকে বলে
নূর নবির পদতলে
নূর নবি গগনেরই চান।
আদম না মানিলে
তুমি হইবা শয়তান রে॥

১৯
ওরে–
আনোয়ার নূরে খেলা করে
এস্ক টানে আদায় নমাজ
হায় রে রছুলেরই ঘরে॥

এগো–
ছেদরাতুল মন-তাহাব্বরে
কাবা কাওছা এই না ছইদ-দা করে॥

ওরে–
বায়তুল মুকাদ্দাছ পরে
আল্লাহু আকবর পড়ে
জাতে জাতে মিশিয়া যায়
বয়তুল মামুরের এস্কে টানে রে॥

এগো মৌলাজি–
'লাম-আলেফ' আল্লার বাড়ি
হামজা'য় গুপ্ত করি
এয়া'য় পয়দা দুইটি চরণ।
মোকাম ও মোহাম্মদ হইতে
ছুলতান নাছিরার দেশে
আল্লা রছুল পাগল বেশে

সদাই খেলা করে
এস্ক টানে॥

এগো মৌলাজি–
আলেফেরই নূকতা ধরি
বে হইতে হইল জারি
আহাদে আহাম্মদ আইসা[১] ঘিরে
বিছমিল্লায়ে তিন শব্দ করি
মিমেরে গিলাপে ভরি
তিনটি শব্দের কোন শব্দে
আলেফ জারি করে
এস্ক টানে॥

এগো মৌলাজি–
খোদার ঘরে মিম্বর পরে
বিলালে আজান ফুকারে।
কোথায় যায় নাই শব্দের ধ্বনি
সেই কালামেই রব্বানি যে
শুনে আজান ধ্বনি
সে নি থাকে ঘরে
এস্কের টানে॥

এগো মৌলাজি–
আওলিয়া আম্বিয়াগণ।
এস্‌কেতে দেওয়ানা মন
কলেমায় আওয়্যাল আহাজারী
আওলিয়া আম্বিয়াগণ
আরেফ হইয়া জপে মন রে
এস্কের টানে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. এসে।

২০
ও মনা ভাই–
খেইল খেলাও রে
খেরুয়াল ভাই
আর তো খেলাইবার সময় নাই॥

ও মনা ভাই–
খেইল খেলাও রে
খেরুয়াল ভাই
পির ভজ মুর্শিদ ভজ
মুর্শিদ ভজ চারি বেদে কয়।
মোনাজাত না পড়িলে
আখেরে না পাবে নিস্তার
পির না ভজিলে ভাই
আখেরে নিস্তার নাই
আর তো খেলাইবার সময় নাই॥

ও মনা ভাই–
খেইল খেলাও রে
ও খেরুয়াল ভাই
পির ভজ মুর্শিদ ভজ
ভজ নিরঞ্জনে।
নিচাখানে[১] থইলে পানি
উচাখানে[২] রয় মনা ভাই
আর তো খেলাইবার সময় নাই॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১ নিম্নস্থানে, ২. উচ্চস্থানে।

২১
পরশ মণির সঙ্গগুণে
লহ পরশমণি সখীগণ
ভজ যাইয়া মুর্শিদের চরণ॥

ওরে–
খোদা রছুল একই ঘরে
শূইন্যেতে আসন
শূইন্যে শূইন্যে করছে খেলা
প্রভু নিরাঞ্জন।
বান্ধিয়া চৌচালা ঘর
বলছে দুইও জন
ভজ যাইয়া মুর্শিদের চরণ॥

ওরে–
আপনে আপনার রূপ

করিয়া রৌশন
সুগন্ধে সু-গন্ধি ছুটে
মহিত হয় ভুবন।
নূরে নূরে জোয়ার আসে
আলয় তি ভুবন
ভজ যাইয়া মুর্শিদের চরণ॥

ওরে–
আরশ কুর্ছি লৌহ কলম
ছিল যতন
লাইলাহাতে মিম মিশাইয়া
হইল অচেতন।
যেমুন মধুর লোভে ভমর ঘুরে
প্রেম কুঞ্জবন
ভজ যাইয়া মুর্শিদের চরণ॥

ওরে–
এমনি ভাবে নিও নাম
কলিমা মহাধন
বসন্ত বাতাসে যেমুন
নবীন ও যৌবন।
খোদা রছুল আরশ ছেড়ে
করে নয়ানে আসন
ভজ যাইয়া মুর্শিদের চরণ॥

ওরে–
ভক্তের অধীন ভগবান
সর্ব শাস্ত্রে কয়
ভক্তের কার্য শক্ত হইলে
বিফল হয় না কদাচন
ভজ যাইয়া মুর্শিদের চরণ॥

পরিশিষ্ট
সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য

গবেষক-পাঠকদের যথাযথ ব্যবহার উপযোগিতার কথা ভেবে এ-স্থলে বাংলা একাডেমী ফোকলোর আর্কাইভসে সংরক্ষিত হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলনে অন্তর্ভুক্ত লোকসংগীত-এর সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ প্রদত্ত হলো। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর নির্ধারিত প্রশ্নমালা, সংগ্রাহকদের উত্তরপত্র ও সংগ্রাহকদের প্রসঙ্গকথার ভাষারীতি অবিকৃত রেখে সম্পাদনার কাজ করা হয়েছে, যাতে করে গবেষকগণ একইসঙ্গে গত শতকের ষাট দশকে বাংলা একাডেমীর ফোকলোর সংগ্রহের প্রকৃতি-পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন এবং সংকলনভুক্ত উপাদানসমূহ গবেষণাকর্মে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে সক্ষম হন।

মারফতি গান

১ থেকে ১৫২ সংখ্যক গান

ভলিউম : অ-১৬৫। এলাকা : যশোর।

সংগ্রাহক : এস. এম. লুৎফর রহমান; ঠিকানা—গ্রাম : সাবেক খাটর, ডাকঘর : পুলুম, জেলা : যশোর।

সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্যাদির উল্লেখ নেই।

সংগ্রহের তারিখ : ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ।

১৫৩ থেকে ১৫৬ সংখ্যক গান

ভলিউম : ৪১৩। এলাকা : ঢাকা।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর, ৩. ঠিকানা— গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা, ৪. পৈত্রিক নিবাস : ঐ, ৫. পেশা : মৌলিক লোকসাহিত্য সংগ্রহ, ৬. বয়স : ২৯ বছর। ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ., ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : মোঃ নেরু পাগল, ২. পিতার নাম : মোঃ নালু, ৩. ঠিকানা— গ্রাম : হাটকুসুরা, ডাকঘর : টুপেরবাড়ি, জেলা : ঢাকা, ৪. পৈত্রিক নিবাস : ঐ, ৫. পেশা : গানবাজনা করা, ৬. বয়স : ৮৬ বছর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ৮. সংগ্রহটি কোন মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না। ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় কি ? মনে নাই। ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে ? যুবাবয়সে।

প্রসঙ্গ-কথা : মারফতি গান পাল্লার আসরে গীত হয়, আবার ঘরোয়া মজলিসেও গীত হয়। যখন এই গান পাল্লার আসরে গীত হয় তখন শ্রোতৃবর্গ আসরের চতুর্দিক দিয়া বসে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গায়েনের ভিন্ন ভিন্ন দোহারের দল থাকে। মারফতি গানের পাল্লা যখন হয় তখন সাধারণত শরিয়ত ও মারফতি তত্ত্বের গানগুলি আসরে গীত হয়। এক গায়েন শরিয়তের পক্ষ লয় এবং অন্যজন মারফতের পক্ষ লইয়া গানের মাধ্যমে তর্ক-বিতর্ক করিতে থাকে। একজন ছোয়াল করে আর অন্যজন জবাব দেয়।

ইহা ছাড়া ঘরোয়া মজলিসেও মারফতি গান গীত হয়। বহু মারফতি রহিয়াছে, যেগুলি হইতেছে সত্যিকারের সাধকের গান। সাধকের আসরে গানের পাল্লা হয় না। সেখানে গানের মাধ্যমেই মওলাজীর সাধনা।

এ গানে দোতারা, সারিন্দা, বেহালা, খমোক, খড়তাল, জুড়ি, পিঞ্জিনী, ডুগীতবল, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

সংগ্রহের তারিখ : অক্টোবর, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ।

১৫৭ থেকে ১৮৯ সংখ্যক গান

ভলিউম : অ-৫১। এলাকা : ঢাকা।

সংগ্রাহক : কাজী সাহাব উদ্দিন, ঠিকানা—গ্রাম : কলতা, ডাকঘর : রামদিয়ানালী, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্যাদির উল্লেখ নেই।

সংগ্রহের তারিখ : উল্লেখ নেই।

পল্লি-সংগীত (মারফতি)

১ থেকে ৫০ সংখ্যক গান

ভলিউম : অ-১৬৫। এলাকা : যশোর।

সংগ্রাহক : এস. এম. লুৎফর রহমান; ঠিকানা—গ্রাম : সাবেকখাটর, ডাকঘর : পুলুম, জেলা : যশোর।

সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্যাদির উল্লেখ নেই।

সংগ্রহের তারিখ : ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ।

মুর্শিদি গান

১ থেকে ১৪ সংখ্যক গান

ভলিউম : ৩৩৫। এলাকা : ময়মনসিংহ।

সংগ্রাহক : নাম : এম. সাইদুর, ঠিকানা—গ্রাম : বিন্নগাঁও, ডাকঘর : কিশোরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : নাম : পাশ্‌সু মিয়া; পিতা : ইস্তাজ উদ্‌দীন; ঠিকানা—গ্রাম : বাহাদুরপুর, ডাকঘর : করিমগঞ্জ, থানা : ঐ, মহকুমা : কিশোরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ;

পৈতৃক নিবাস : ঐ; পেশা : কৃষিকাজ ও দর্জিরকাজ; বয়স : ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৪র্থ মান। গানগুলি ১০ বছর পূর্বে ভাটীভরার এক ফকিরের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি।

সংগ্রহের তারিখ : অক্টোবর, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

১৫ থেকে ২১ সংখ্যক গান

ভলিউম : ৩৩৫। এলাকা : ময়মনসিংহ।

সংগ্রাহক : নাম : এম. সাইদুর; ঠিকানা—গ্রাম : বিন্নগাঁও, ডাকঘর : কিশোরগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : নাম : আবদুল গনি মিয়া; পিতা : রোশন আলী; ঠিকানা—গ্রাম : নগুয়া, ডাকঘর : কিশোরগঞ্জ, থানা : ঐ, জেলা : ময়মনসিংহ; পৈতৃক নিবাস : ঐ; পেশা : কৃষিকাজ, বয়স : ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই।

সংগ্রহের তারিখ : ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ।